বড় বৌ

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি, এ

ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

দাম এক টাকা

প্রিন্টার— শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বর্গীয়

পিতৃদেবের

চরণোদ্দেশ্যে

যাঁহার উৎসাহ ও সাহায্যে আমার "ছোট বৌ" এবং "বড় বৌ" প্রকাশ করিতে পারিলাম, সেই সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, "রক্তের সম্বন্ধ", "দাবিদাওয়া", "গেঁয়ো" প্রভৃতি প্রণেতা, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র লাল রায়ের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

নরঘাট, মেদিনীপুর।
১৯শে ফাল্গুন, ১৩৪০।

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার

উপহার

এই গ্রন্থকারের লেখা

"ছোট বৌ"

মূল্য এক টাকা

বড় বৌ

দত্তপুর গ্রামখানি বহু পুরাতন, সুবিস্তৃত, বন-জঙ্গল সমাকীর্ণ, অসংখ্য ডোবা ও পচা, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, অপরিষ্কার পুষ্করিণী পরিপূর্ণ। গ্রামের পথঘাটের অবস্থাও তেমনি শোচনীয়, কিন্তু তথাপি এই গ্রামে অতি প্রাচীন বংশীয় অনেকগুলি ভদ্র কায়স্থের বাস। প্রতি বৎসরই ম্যালেরিয়া ও কলেরা এবং বসন্ত প্রভৃতি মারীর প্রভাব সত্ত্বেও দত্তপুর গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, ভদ্রলোকের বসবাসই অধিক, ছোটলোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তাহাদিগের বস্তিও ভদ্রলোকের বস্তি হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে। গ্রামের ভদ্র অধিবাসীরা সকলেই শান্তিপ্রিয় ও মৃদুস্বভাব, ইতর শ্রেণীর লোকেরাও যথেষ্ট সভ্য ও শান্ত, কেবল যেন অধুনা তাহাদিগের মধ্যে দুই একটি বদমায়েসের অভ্যুদয় হইতেছে মাত্র। ভদ্র বস্তীর অনেক পরিবারের অবস্থাই আর দুই এক পুরুষ বা তাহারও পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গতিপন্ন নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও কাহারও অবস্থা যে একেবারেই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও বলা যায় না। মাত্র যে দুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের অবস্থাই শোচনীয় বলিতে পারা যায়, কেবল

মাত্র পৌরহিত্য তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়।—তুলনা করিতে গেলে, ইতর বস্তীর অধিবাসীদিগের অবস্থাই অপেক্ষাকৃত ভাল বলিতে পারা যায়,—ছুতার, তিওর, ধোঁপা, নাপিত প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ জাতির ব্যবসায় করে, চাষ আবাদও করিয়া থাকে। ভদ্রপল্লীর বাড়ীগুলি প্রায়ই পাকা ও পুরাতন, নূতন বাড়ী মাত্র দুই তিনটি। ইতরদিগের মধ্যে সকলেরই খড়ের ঘর, মাটির অথবা ছিটাবেড়ার দেওয়াল।

দত্তপুরের তালুকদার অনুকূল দত্ত অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্তবংশীয়। তালুকদার হিসাবে দত্তপুর গ্রামের মধ্যে একদিকে তিনি যেমন সকলের অপেক্ষাই ধনবান ও সম্মানভাজন, অপর দিকে স্বীয় চরিত্রগুণে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাভাজন ও প্রভাবশালী। কি ভদ্র, কি ইতর, অনুকূল দত্তের মহানুভবতার নিকট গ্রামের সকলেই বশীভূত, ভীতির পরিবর্ত্তে সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়া থাকে, এবং তাঁহাকে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া অতি নিঃসঙ্কোচে সদা সর্ব্বদাই তালুকদার বাটীতে গতায়াত করিয়া থাকে। অনুকূল দত্তের চরিত্রের এই কুলগত মহানুভবতার কথা তাঁহার তালুকের ভিতরে ও বাহিরে, নানা স্থানেই বিদিত। তালুকদার বাটীর একটা সুখ্যাতিও নানাস্থানে রাষ্ট্র। অনুকূল দত্তের তালুক সুবিশাল নহে, তালুক হইতে তাঁহার বাৎসরিক আয় সাত আট হাজার টাকার অধিক নহে।

বিধির বিড়ম্বনায় তালুকদার অনুকূল দত্ত গত পাঁচ ছয় বৎসর হইতে বাতরোগ হেতু একপ্রকার পঙ্গু হইয়া কাল কাটাইতেছেন। তাঁহার

বড় বৌ

দুই পা-ই একপ্রকার অবশ, অপরের সাহায্য বিনা এক পা-ও তাঁহার চলিবার শক্তি নাই। তদীয় পত্নী বামাসুন্দরীও চিররোগী হইয়া শয্যাশায়ী অবস্থায় কোন মতে জীবনের বক্রী দিনগুলি অতি কষ্টেই অতিবাহিত করিতেছেন। কর্ত্তার অবস্থা তবু ভাল, কিন্তু গৃহিণীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়।—বামাসুন্দরীর দুটি চক্ষুই কিছুকাল হইল দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া গিয়াছে, অতীব অম্লশূল ও হৃদ্‌রোগে তাঁহাকে অস্থিচর্ম্মসার করিয়া শয্যাশায়ী অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছে।—চিকিৎসার শেষ হইয়া গিয়াছে, চিকিৎসায় অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে, দীর্ঘকাল হইতে আর চিকিৎসার নাম পর্য্যন্ত বামাসুন্দরী সহ্য করিতে পারেন না। যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন লোকের ঘর বলিয়া একমাত্র সেবা-শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যার বলেই এতদিন বামাসুন্দরীর এই জীবন্মৃত অবস্থার অন্ত হইতে পারে নাই।

অনুকূল দত্তের তিন পুত্র, তাঁহার কন্যা-সন্তান হয় নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবেন। মধ্যম পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহার নাম ছিল রূপেন। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নীরেন।—অনুকূল দত্ত যথাসময়ে তিন পুত্রেরই বিবাহ দান করিয়াছিলেন। বড় বৌ—দেবেনের স্ত্রীর নাম বিভাবতী। মেজ বৌ—রূপেনের স্ত্রীর নাম জ্যোৎস্নাময়ী। রূপেনের মৃত্যুর পরই মেজ বৌ পিত্রালয়ে চলিয়া যায়, আর সে শ্বশুরালয়ে আসে নাই। ছোট বৌ—নীরেনের স্ত্রীর নাম লতিকা। বড় বৌ শ্বশুরালয়েই থাকে, পিত্রালায়ের সহিত তাহার সম্পর্ক একরূপ বিচ্ছিন্ন বলিলেই হয়। ছোট বৌ শ্বশুরালয়ে অতি অল্পই থাকে, অধিকাংশ সময়ই সে নীরেন সহ পিত্রালয়ে যাইয়া অবস্থান

করে। অনুকূল দত্ত ও বামাসুন্দরীর দুর্ভাগ্য, অদ্যাবধি পৌত্র-পৌত্রীর মুখদর্শন লাভ তাঁহাদের ঘটে নাই।

বর্ত্তমানে অনুকূল দত্তের তালুক পরিচালনের যাবতীয় ভারই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, উদ্যমী, উৎসাহী, পরিশ্রমী, কর্ম্মপটু, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, স্থির, ধীর, চরিত্রবান, দেবেনের হস্তে। প্রকৃত তালুকদারই এখন দেবেন, অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যম সহকারে তালুকদারী সে-ই দেখাশুনা করে, পিতাকে সে কিছুই করিতে দেয় না, তাঁহার করিবার শক্তিও নাই। স্বীয় পরিশ্রমবলে দেবেন তালুকদারীর সহিত পিতার কোন সংস্রবই থাকিতে দেয় না। অনুকূল দত্ত দেবেনকে অধিক বাঙ্গলা বা ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ান নাই,—গৃহে শিক্ষক রাখিয়া সামান্য বাঙ্গলা ও ইংরাজি শিক্ষা দিয়া দেবেনের তালুকদারী পরিচালন শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শৈশব হইতে দেবেনেরও ঝোঁক ছিল, পিতার ন্যায় সে তালুকদারী পরিচালনা করিবে। দেবেনের সেই ঝোঁক ক্রমে ক্রমে স্থির লক্ষ্য ও সঙ্কল্পে পরিণত হইল। একদিনের তরেও দেবেন তাহার সেই লক্ষ্য ভুলে নাই। অতঃপর অনুকূল দত্ত যখন অক্ষম, অচল হইয়া পড়িলেন, দেবেন তালুকদারীর যাবতীয় কার্য্যভার নিজহস্তে লইল, প্রকৃত তালুকদারই সে হইল।—তাকলুদারী, বিষয়-কর্ম্ম প্রভৃতিতে অনুকুল দত্ত দেবেনের যেরূপ দক্ষতা, বিচক্ষণতা, উৎসাহ ও কর্ম্মকৌশল দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, নিজেকে ধন্য মনে করিলেন—এবং নিশ্চিন্ত হইয়া সকল বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। দেবেনই তাঁহার নাম ও তালুকদারী রক্ষা করিবে—অনুকূল দত্ত সর্ব্বদাই এই গর্ব্ব

অনুভব করিতেন ও প্রকাশ করিতেন। এক এক কার্য্য লইয়া দেবেন মফঃস্বলে যাইয়া যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিত, তাহা দেখিয়া অনুকূল দত্ত চিন্তিতই হইয়া উঠিতেন, অত্যধিক পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে দেবেনকে নিষেধ করিতেন, কিন্তু তালুকদারী পরিচালনায় ও তালুকদারীর উন্নতিতে দেবেনের অসীম উৎসাহ ও আনন্দে দেবেন কিছু গ্রাহ্যই করিত না।—শুধু ইহাই নহে, দেবেনের মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তি আদর্শ। পিতামাতাকে সে সাক্ষাৎ দেব-দেবী বলিয়া জ্ঞান করিত। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমন কি বাড়ীর চাকর-চাকরাণী পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ, বড়লোকের ভাব তাহার চরিত্রে কোথাও স্থান পাইত না,—যেমন অমায়িক, তেমনি সাদাসিদা তেমনি নরম, তেমনি ক্ষমাশীল, তেমনি সৎ। তাহার অন্তরের লোকদৃষ্টিবহির্ভূত সেই গভীরতম স্থানটুকু অসীম ভালবাসায় পরিপূর্ণ—বিভাবতীর জন্য। বাহ্যতঃ ইহার কোনই প্রকাশ নাই, আভাষ নাই, ঈঙ্গিত নাই।

কনিষ্ঠ পুত্র নীরেনকে অনুকূল দত্ত রীতিমতভাবে স্কুলে পাঠাইয়া পড়াইয়াছিলেন। স্কুলের শিক্ষা সমাপনান্তে অনুকূল দত্ত তাহাকে কলেজের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। নীরেন কলেজের মেসে থাকিয়া পড়িত। অতঃপর নীরেনের বিবাহ দেওয়া হইল। বিবাহের পর নীরেন আর পড়াশুনা করিল না। সে অত্যন্ত স্ত্রৈণ স্বভাব হইয়া উঠিল। গান-বাজনায়, যাত্রা-থিয়েটারে তাহার অত্যন্ত সখ,—বাড়ীতে সে গান-বাজনা ও স্ত্রী লইয়াই মাতিয়া সময় কাটাইত। কিন্তু বাড়ীতে গান-বাজনার সুবিধা ইচ্ছানুরূপ হইত না, দত্তপুর গ্রামে

কোন কোন বাড়ীতে যে সামান্য গান-বাজনার চর্চ্চা চলিত, তাহাতে যোগদান করিয়াও সে মোটেই তৃপ্তি পাইত না,—এজন্য, দত্তপুর গ্রামে তাহার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল থাকে না এই অজুহাতে সে প্রায়ই স্ত্রী লইয়া পলায়ন করিত। নীরেন বিষয়-কর্ম্মের দিক দিয়াও ভিড়িত না।—তাহার এই স্বভাব দেখিয়া পাড়া-প্রতিবেশী অথবা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যদি কেহ কখন অনুকূল দত্তের নিকট কোন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিত, অনুকূল দত্ত প্রত্যুত্তরে বলিতেন, "তা, সবাই কি এক ছাঁচের হয়। বড় ভাই বিষয়-আশয় দেখবে, ও গান-বাজনা নিয়েই থাকবে। তবে যদি কখন চাপ এসে ঘাড়ে পড়ে, তখন আপনি হবে।" কিন্তু অনুকূল দত্ত জানিতেন, নীরেন স্বভাবতঃই অপটু, বিষয়-কর্ম্মাদি বুঝিতে স্বভাবতঃই সে অক্ষম। নীরেনের বুদ্ধিবৃত্তি বড়ই হাল্কা ধরণের ছিল, কোন গুরুতর কার্য্য করিতে সে কোন দিনই পারিত না, সে অত্যন্ত আয়াসপ্রিয় ছিল, লোকজনকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিত, ফলে অতি সহজেই প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হইত। পরন্তু নীরেন অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত ছিল, লোকের সামান্য অনুরোধ উপরোধে, কপট ক্রন্দনে এক এক সময়ে সে এমনি গলিয়া যাইত এবং সেই হেতু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এমনি কার্য্য করিয়া বসিত যে তাহার ফলে অনেক সাংসারিক ক্ষতি ঘটিবার উপক্রম হইত। অনুকূল দত্ত নিজের মনকে আশ্বস্ত করিতেন—হয়ত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নীরেনের দোষগুলি আপনি বিদূরিত হইবে। নীরেন যে হামেশাই সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে যাইয়া বসিয়া থাকিত, অনুকূল দত্ত এজন্যও বিশেষ কিছু বলিতেন না।—স্বাস্থ্যের জন্য যাইতেছে শুনিলে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কোন আপত্তিই করিতেন না, যেখানে

স্বাস্থ্য ভাল থাকে সেইখানেই থাকুক—অনুকূল দত্ত সরাসরি ভাবে ইহাই বলিয়া দিতেন।—বলিয়া দিতেন এই যে, রূপেনের অকাল-মৃত্যুজনিত শোকপ্রাপ্তির পর হইতে তাঁহার অন্তরে কোনরূপ বাড়াবাড়ির ভাব আসিতই না। কিন্তু নীরেন স্বাস্থ্যলাভের জন্য না প্রকৃতপক্ষে কিসের জন্য, যে এত ঘন ঘন শ্বশুরালয়ে যাইয়া বসিয়া থাকিত, তাহা একমাত্র সে-ই জানিত। শ্বশুরালয়ে গান-বাজনার অফুরন্ত উৎস অবাধে চলিতেছে, স্ফূর্ত্তি আমোদের হাট চব্বিশ প্রহরই খোলা, জামাইয়ের আদর তথায় নিত্য নূতন, যেন অনন্ত, জীবন তথায় বড় সুখের, বড় মধুর, বড় স্বপ্নের।—হইবারই ত কথা। যে ঘরে নীরেনের বিবাহ হইয়াছে, সে ঘরে কন্যা-সন্তান কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই, লতিকাই প্রথম কন্যা-সন্তান, নীরেনই প্রথম জামাতা। আদর হইবে না!

কিন্তু দত্তপুরের তালুকদার বাড়ীর বড় বৌ বিভাবতীর সুখ্যাতি যেন আর লোকের মুখে ধরে না। গ্রামের মহিলা মহলে তাহার ধন্য ধন্য রব। তালুকদার বাড়ীর বিরাট সংসারটির কেন্দ্রই সে। অনুকূল দত্ত গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, "আমার এই বড় বৌমাটা একাই এত বড় সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছে।" লোকে চক্ষেও তাহাই দেখিত। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া বড় বৌ'র যে অশেষ জাতীয় ও বিজাতীয় পরিশ্রম আরম্ভ হইত, সে অক্লান্ত পরিশ্রম রাত্র দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কোন দিনও শেষ হইতে পারিত না। কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজিউর সেবা, শ্বশুরের সেবা, শ্বশ্রূমাতার সেবা, সংসারের সেবা! বিরাট সংসার, —কি রহিয়াছে, কি নাই, কি আসিল, কি আসিল না, পূজার কি ব্যবস্থা.

হইবে, শ্বশুরের কি আহার্য্যের ব্যবস্থা হইবে, শ্বশ্রূমাতার কি পথ্যাপথ্য হইবে, কাহাকে কি দিতে হইবে, কাহার নিকট হইতে কি লইতে হইবে, ভাণ্ডার হইতে কি বাহির করিতে হইবে, ভাণ্ডারে কি তুলিতে হইবে, কি রন্ধন হইবে, কি হইবে না, কাহাকে দিয়া কোন্ কার্য্য করাইতে হইবে, কোন্ ভৃত্য কোন্ চাকরাণী কি করিল বা কি করিল না,—কার্য্যের অন্ত নাই, ইয়ত্তা নাই! ভৃত্য আসিয়া "বড় বৌমা", চাকরাণী-বৃন্দ আসিয়া "বড় বৌমা", পাচক, পূজারী, রাখাল বালক আসিয়া "বড় বৌমা", নাপিত বৌ, ধোপানী, মেথরাণী আসিয়া "বড় বৌমা",—এদিক, ওদিক, সেদিক হইতে উপর্য্যুপরি কেবলই "বড় বৌমা",—সর্ব্বদা এই "বড় বৌমা" রবে অন্দর মুখরিত। কিন্তু শ্বশ্রূমাতার সেবাই গুরুতর—তাঁহাকে উঠান, বসান, নড়ান, খাওয়ান, শয়ন করান,—দৃষ্টিশক্তি-হীন চিররোগী শশ্রূমাতার সমস্ত কার্য্যই 'বড় বৌ'র' নিজ হস্তে হইয়া থাকে। শ্বশ্রূমাতার অতিতুচ্ছ কার্য্যেও 'বড় বৌ' চাকরাণীদিগকে লিপ্ত হইতে দেয় না—তাহাদের কার্য্য তাঁহার পছন্দও হয় না। বড় বৌকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বামাসুন্দরী এক একদিন বলিতেন, "বড় বৌমা, আমার পেটে ত মেয়ে হলনা, যদি হোতো, সেও বোধকরি তোমার মত এমন কত্তে পাত্তনা।—তোমার এই সেবা পাবার জন্যেই বুঝি ভগবান আমাকে এমন করেছেন।—কি বলে আশীর্ব্বাদ করব মা,—সতী হয়ে শাঁখা সিন্দুর বজায় রেখে চিরজীবী হও।" বড় বৌ'র প্রাণে আঘাত লাগিত, এক একদিন সে বলিয়া ফেলিত, "মা, ছিঃ, ও কি কথা আপনার। আপনি ভাল হন, ভগবান করুন।" বড় বৌ'র কাজের ইয়ত্তা নাই, যেন কাজের উপরে কাজ। দেবেন বাড়ী ছাড়া থাকিলে

বড় বৌ

অন্দরে অনুকূল দত্তের কক্ষ হইতে আবার মধ্যে মধ্যে ডাক পড়িত—"অ বড় বৌমা, একবার এসো তো—একখানা চিঠির জবাব লিখে দিয়ে যাও", "আজকের চিঠিগুলো পড়ে শুনিয়ে দিয়ে যাও ত একবার বড় বৌমা" ইত্যাদি। যদি একবেলা বড় বৌ অসুস্থ হইয়া পড়িয়া থাকে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা বাধিয়া সংসারটিই অচল হইয়া যায়, মনে হয় বিরাট সংসারের হৃদ্‌যন্ত্রটিই যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দিবা-রাত্র কাজ ও ব্যস্ততা, কিন্তু তাহার ভিতরেই প্রতিবেশিনীগণ আসিলে তাহাদিগকে বসাইয়া আলাপ আপ্যায়িত। কিন্তু কাজ তখনও চলে—হয় সুপারি কাটা, না হয় হাট-বাজারের ফর্দ্দ তৈয়ারি করা, নহে ত আনাজ-পত্র বনান, নহে ত অন্য একটা কিছু। বড় বৌ'র আলাপ আপ্যায়িত এত মিষ্ট, এত নিরহঙ্কার, এরূপ অমায়িকতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ যে গ্রামের মহিলা-বৃন্দ আপনা হইতেই, যেন এক আকর্ষণের ফলে, তাহার নিকট আসিয়া থাকেন। বড় বৌ মিষ্ট অথচ স্বল্পভাষিণী। বাড়ীর চাকর-চাকরাণী প্রভৃতি সকলেই তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ। তাহার স্নেহ-মমতা, প্রীতি, করুণা, কোমলতার নিকট যেন লোকে আপনিই বশীভূত হইয়া পড়ে। বড় বৌ'র পিত্রালয়ের কথা।—বড় বৌ'র পিত্রালয় বহুদূরে, পিতা এক মস্ত এবং বনিয়াদী বংশের জমিদার, যেরূপ ধনবান, সেইরূপ প্রতিপত্তিশালী। বড় বৌ চিরসুখে লালিত পালিত। কিন্তু এই সুখের সহিত আদরের বিন্দু-বিসর্গও ছিল না, তাই জমিদার-কন্যা হইয়া এবং তালুকদার-পুত্রবধূ হইয়া তাহার চাল-চলন সামান্য গৃহস্থ কন্যার মতই ছিল। সে যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে বংশে নারীধর্ম্মের মূল নীতিই ছিল সেবা, নারীর শিক্ষাই ছিল সেবিকার শিক্ষা, তাই বিবাহের পর সুখের সংসারে

আসিয়াও বড় বৌ সেবার রাণী হইতে পারিয়াছিল। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আসিয়া কয়েক বৎসর মাত্র বধূজীবনের আদরে কাটিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর বামাসুন্দরী অসুস্থ, অক্ষম হইয়া পড়িলেন, বিরাট সংসার বড় বৌ'র মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, অকস্মাৎ, অকালে, বধূজীবন পরিপূর্ণ গৃহিণীত্বে পরিণত হইল। বড় বৌ পিত্রালয়ের গৌরব বজায় রাখিল, তাহার বিরাট অন্তর দ্বারা পরিবর্ত্তন সামলাইয়া লইল, লইয়া ধীর চিত্তে, স্থির লক্ষ্যে চলিতে লাগিল। দীর্ঘকাল যাবৎ পিত্রালয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। এক-আধবার নয় বহুবার পিত্রালয় যাইবার জন্য পিতা-মাতার নিকট হইতে অনুরোধ আসিয়াছে, আহ্বান আসিয়াছে, অনুকূল দত্ত এবং বামাসুন্দরীও তাহাকে যাইতে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, কিন্তু বড় বৌ সকল প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সে যায় নাই,—যায় নাই এই জন্য যে, অন্ধ শ্বশ্রূমাতার অযত্ন হইবে, কষ্ট হইবে। গ্রামে বিবাহ বাড়ীর নিমন্ত্রণে যাইয়াও দৃষ্টিশক্তিহীন, শয্যাশায়ী শ্বশ্রূমাতার কথা ভাবিয়া বড় বৌ দুই ঘণ্টাকাল নিশ্চিন্ত হইয়া কাটাইতে পারে নাই।

ছোট বৌ লতিকার অত্যন্ত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস, ডাকিয়া ডাকিয়া ঘুম না ভাঙ্গাইলে তাহার ঘুম কোনদিনও ভাঙ্গিতে চাহে না, বড়ই হাল্কা স্বভাব ও হাল্কা বুদ্ধি, সর্ব্বদাই হাসি-খুসি, স্ফূর্ত্তি, গল্প-গুজব, যাহাকে তাহাকে লইয়া যেখানে সেখানে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে তাহার বড়ই ভাল লাগে, সর্ব্বদাই নীরেনকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া থাকিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়, সংসারের প্রতি উদাসীন, কোনও ভাবনা-চিন্তা নাই, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাশুর বা যিনিই হউন না কেন, কাহাকে দেখিয়াও তাহার মাথায় কাপড় উঠে না, কর্ত্তব্য বলিয়া

কিছুই সে জানে না, কাজ-কর্ম্ম কিছুই সে করিতে জানে না, করিতে পারে না, করা পছন্দও করে না। যদি কখন অতি সামান্য কাজ করিতে হয়, তাহা হইলেই যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যায় এবং কাজের ভাগ্যেও তেমনি দশা উপস্থিত হয়। নিজের জিনিষপত্র কোথায় কি রহিয়াছে, তাহাও অপরে ঠিক করিয়া না দিলে হয় না, কি হারাইল তাহারও কোনই ঠিক নাই, নিজের অতি তুচ্ছ কাজেও—এমন কি পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে জরদার কৌটাটি আনিতে হইলেও—একজন চাকরাণীকে না ডাকিলে হয় না। ঝি-চাকর কোন দিনই তাহার কোন হুকুম তামিল করিতে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে নাই, কিন্তু এক কর্ম্মে লিপ্ত থাকা কালীন যখন উপর্য্যুপরি ছোট বৌ'র বাজে ফরমাইস আসিতে থাকিত, তখন মনে মনে তাহারা বিরক্তিই অনুভব করিত। ছোট বৌ'র এমনি স্বভাব, যে ঝি-চাকরকে দেখিলেই সে একটা না একটা বাজে ফরমায়েস করিয়া বসিত, আর তাহা না হইলে তাহাদিগকে লইয়া গল্প জুড়িয়া দিত। শ্বশ্রূমাতার সেবার দিক দিয়াও সে ভিড়িত না, বামাসুন্দরী না ডাকিলে তাঁহার কক্ষেও সে প্রবেশ করিত না। শ্বশুরবাড়ীতে ছোট বৌ চিনিয়াছিল কেবল নিজের স্বামীটী, আর কাহাকেও না।—হাজার হইলেও ছোট বৌ'র এক গুণ ছিল, সরলতা। পাড়া-প্রতিবেশীগণ আসিলে গল্প করিতে করিতে সরল ভাবেই এক একদিন সে বলিয়া ফেলিত, দত্তপুর গ্রাম তাহার পছন্দ হয় না, শ্বশুরবাড়ী তাহার ভাল লাগে না, শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতে তাহার ইচ্ছা হয় না, শ্বশুরবাড়ী একটি পিঞ্জর বলিয়া মনে হয়। একদিন পাড়ার এক প্রতিবেশী-কন্যা—নাম লক্ষ্মী—আসিয়া ছোট বৌ'র সহিত মজগুল

আড্ডা দিতে ছিল। বড় বৌ তথায় বসিয়া কি একটা সেলাই করিতেছিল। লক্ষ্মী ছোট বৌ'র এক বয়সিনী। লক্ষ্মী ও ছোট বৌ'র মধ্যে কথা হইতেছিল—এই গ্রামের কে স্বামীকে কত ভালবাসে। ছোট বৌ এবং লক্ষ্মী দুই জনেই নিজের নিজের কথাও বলিতেছিল—স্বামীকে না দেখিলে থাকিতে পারে না, পত্র না পাইলে রাত্রে নিদ্রা হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনিতে শুনিতে বড় বৌ মুচকি হাসিয়া বলিল, "ও লক্ষ্মী, তুমি ওর কথা কি শুনছ! ও আমার ছোট দেওরকে মোটে ভালবাসে না।" ছোট বৌ বলিল, "হ্যাঁ বাসিনে! কেন বাস্‌বো না।" বড় বৌ একটু চুপ করিয়া থাকিল, পরে মুচকি হাসিয়া বলিল, "যতক্ষণ শ্বশুর-শাশুড়ী, ততক্ষণ স্বামী কেউই নয়। ভক্তি করে' শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাতেই স্বামীকে ভালবাসা, তাঁদের আশীর্ব্বাদেই স্বামীর মঙ্গল।—তুমি কি তা কর! "ছোট বৌ'র মুখখানা যেন মন হইয়া গেল, সে বলিল, "আমি তোমার মত অত পারিনে দিদি।—তা বলে তুমি রাগ কোরো না।" বড় বৌ মৃদু হাস্যে বলিতে বলিতে উঠিয়া গেল—"রাগও করি নি, মারিও নি, ধরিও নি।"

—ছোট বৌ'র যে এরূপ স্বভাব, স্বামী ভিন্ন সে আর কাহাকেও চিনে না, শ্বশুরালয় তাহার নিকট ভাল লাগে না, শ্বশুরালয়ে সে থাকিতে চাহে না বা পারে না, ইহার জন্য তাহার মাতা পিতা এবং ভ্রাতাগণই প্রধানতঃ দায়ী। লতিকার পিত্রালয় নিকটেই—মাত্র এক দুপুরের পথ। পিতা শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশীয়, অবস্থা পূর্ব্বে কিছুই ছিল না,—মাত্র মাসিক বার টাকা বেতনে এক পাট ব্যবসায়ীর সরকারের কার্য্য করিয়া কোন মতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অতঃপর হঠাৎ ভাগ্য

সুপ্রসন্ন হইল। একবার পাট ব্যবসায়ীর দুইটি টাকার তোড়া—প্রত্যেকটিতে পাঁচ শত করিয়া টাকা—একস্থান হইতে অন্তর্হিত হয়, জোর পুলিস তদন্ত চলিতে থাকে। যে প্রকৃত অপরাধী সেও ধৃত হয়, কিন্তু কৌশল করিয়া লতিকার পিতা লোচনরাম তাহাকে বাঁচাইয়া দেন—এই সর্ত্তে, যে দুইটি তোড়ার একটি তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে। অপরাধী খালাস পাইল, লোচনরাম পাঁচ শত টাকার একটি তোড়া পাইলেন। কিছুদিন পরেই লোচনরাম চাকরী-বাকরী ছাড়িয়া নিজেই পাটের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং দেখিতে দেখিতে যেন ফাঁপিয়া উঠিলেন—কয়েক বৎসরের মধ্যেই অজস্র টাকা, বিশাল দ্বিতল অট্টালিকা, বাগবাগিচা, পুষ্করিণী, পাটের কারবারের সঙ্গে মহাজনি কারবার, শাল ও সেগুন কাষ্ঠের কারবার, কয়লার কারবার, চারিদিকে তেমনি নাম ও তেমনি প্রতিপত্তি।—লোচনরামের বাড়ীটি সর্ব্বদাই লোকজনে পরিপূর্ণ, দেখিলে মনে হইত যেন একটি ক্ষুদ্র রাজবাটী। লোচনরামের সাতটি পুত্র, এক এক জনের হস্তে এক একটি কারবারের ভার ন্যস্ত। লোচনরাম নিজে এখন যাবতীয় কারবারের সাধারণ তত্ত্বাবধান লইয়াই থাকেন। লোচনরামের উন্নতি যখন কোঠালে বানের ন্যায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া ছাপিয়া উঠিতেছিল, লতিকা তখনই জন্মগ্রহণ করে। সাত পুত্রের পর এই বংশে এই প্রথম কন্যার আবির্ভাব। বাড়ীর কাহারও আনন্দের সীমাপরিসীমা রহিল না। লোচনরামের পত্নী দয়াময়ী রাজকন্যার আদরে ও সোহাগে তাহাকে লালিত পালিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। লোচনরাম নিজে, তদীয় পুত্রগণ এবং বাড়ীর সকলেই তদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ফলে লতিকার

ভাগ্যে কেবল আদর সোহাগ ও যত্নই হইতে লাগিল, কোনরূপ শিক্ষা-দীক্ষা আর হইতে পারিল না,—দয়াময়ী তাহাকে এক গেলাস জল পর্য্যন্ত ঢালিয়া খাইতে শিখাইলেন না, তাহাকে কিছুই করিতে দিতেন না, কষ্ট হইবে বলিয়া সমস্তই অপরে করিয়া দিত। দয়াময়ী প্রদত্ত লতিকার পূর্ণ স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপই করিতে পারিত না, সে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইত, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত, যেমন ভাবে খুশী তেমনি ভাবে থাকিত। কেনরূপ ক্লেশ বা পরিশ্রম সহ্য করার অভ্যাসই দয়াময়ী হইতে দিলেন না। লেখা পড়ায় ক্লেশ ও পরিশ্রম হয়, দয়াময়ী নাম মাত্র লেখাপড়া শিখাইয়াই লতিকাকে রাখিয়া দিলেন, যে বাড়ীতে সঙ্গীতাদির এরূপ বহুল এবং কৌলিক চর্চ্চা, সে বাড়ীতে থাকিয়া স্বীয় অভ্যাসের ফলে ভালরূপ গান-বাজনা শিক্ষাও লতিকার হইল না, কোন কার্য্যে ধৈর্য্য ধরিয়া লিপ্ত থাকিবার শক্তিই তাহার জন্মিল না। দয়াময়ীর ইচ্ছা ছিল, লতিকাকে চিরদিন নিজের নিকটেই রাখিবেন, বিবাহ দিয়া গৃহজামাতা আনিবেন। সে সুবিধা হইল না। যে ঘরে যাইয়া লতিকা চিরসুখে ও আদরে কাল কাটাইতে পারে এরূপ ঘরে বিবাহের চেষ্টা হইতে লাগিল। সেরূপ সুবিধাও হইল না, অবশেষে বহু চেষ্টার পর, নিজের নিতান্ত উপযাচক হইয়া, দত্তপুরের অনুকূল দত্তের পুত্রের সহিত লতিকার বিবাহ দেওয়া হইল। অনুকূল দত্তের নাম যথেষ্ট ছিল, তালুকদারের পুত্রবধূ হইয়া লতিকা সুখে, আদরে ও সোহাগে থাকিবে—এই আশা। বিবাহের পর এক বৎসর কাল শ্বশুরালয়ে লতিকার যথেষ্ট আদরেই কাটিয়াছিল ইহা সত্য, তাহার পর বৎসর

বড় বৌ

ঘুরিতে না ঘুরিতেই যখন সংবাদ আসিল যে শ্বশুরালয়ে লতিকার শ্বশ্রূমাতা শয্যাশায়ী, পুত্রবধূদিগকে তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়, দয়াময়ী তখন একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন, বলিলেন—"আমার অত আদরের মেয়ে সেখানে সেই বুড়ীর ময়লা পরিষ্কার করবে !—এক্ষনি দু'খান পাল্কি পাঠিয়ে জামাইকে লিখে দাও, তোমার শাশুড়ীর অসুখ, চিঠি পেয়েই তুমি মেয়েকে নিয়ে এখানে চলে আসবে।"—এই হইতে দুই দিন অন্তর-অন্তরই লতিকার পিত্রালয়ে গমন আরম্ভ হইল এবং অতঃপর দত্তপুরে একবারে এক মাস দেড় মাসের অধিক কাল আর কখনও সে অবস্থান করে নাই। মোটের উপর বৎসরে আট মাস দশ মাস করিয়াই তাহার পিত্রালয়ে অতিবাহিত হইত। যদি কখনও তাহার সঙ্গে নীরেন না আসিত, তবে লতিকা বা দয়াময়ী বা অপর কাহারও অসুখের অজুহাতে অচিরে নীরেনকেও আনাইয়া লওয়া হইত। —আনাইবার হাঙ্গামাও কিছুই ছিল না, একখানি নৌকা বা একখানি পাল্কি ও একটি লোক পাঠাইলেই নীরেন বা লতিকাকে এক দ্বিপ্রহরের মধ্যেই আনা যাইত।—জামাতাকে না আনিয়া কেবলমাত্র কন্যাকে আনিয়া রাখিলে ভাল লাগে না, যাহাতে জামাতা আসিয়া দীর্ঘকাল থাকিতে চাহে এবং বাড়ী ফিরিয়া যাইবার কথা চিন্তাও না করিতে পারে এজন্য দয়াময়ী, তাঁহার পুত্রগণ এবং লোচনরামের মধ্যে গুরুতর ষড়যন্ত্রের ফলে নীরেনকে সর্ব্বদাই আদর-যত্ন, তুমুল গান-বাজনা, স্ফূর্ত্তি-আমোদ, যাত্রা-থিয়েটার দ্বারা মন ভুলাইয়া রাখা হইত। মনের মত সুখ-স্বপ্নের শ্বশুরালয়ে আসিয়া নীরেনও মাতিয়া থাকিত।—গৃহে ত চাকর-চাকরাণীর অভাব নাই, মাতা-পিতার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র চিন্তাও

আসিত না! দয়াময়ীর যে অনন্ত সাধ ছিল গৃহজামাতা রাখিবার, সে সাধ আপনা-আপনিই পূর্ণ হইতে লাগিল।—যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, লতিকা স্বামী লইয়া ঠিক লতিকারই মত চিরদিন মাতা-পিতাকে জড়াইয়া রহে, সে আকাঙ্ক্ষা আপনা হইতেই পূর্ণ হইতে লাগিল।

২

নিজহস্তে তালুকদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করার পর হইতে দেবেন তালুকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিল, আরও কিঞ্চিৎ বাড়াইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার একটা গভীর ও গুরুতর লক্ষ্য দাঁড়াইয়া গেল,—তালুকের একেবারে একপ্রান্তে, দত্তপুর হইতে দুই আড়াই দিনের পথ ব্যবধানে, জমাতপুর নামক একস্থানে একটি বৃহৎ হাট ছিল। যে স্থানে হাটটি অবস্থিত, সে স্থানটি প্রকৃত পক্ষেই অনুকূল দত্তের তালুকের অন্তর্গত, কিন্তু এক প্রবল জমিদার কোন দিনই অনুকূল দত্তকে ঐ হাট বা ঐ স্থানের দখল দেন নাই। ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ হাট প্রথম বসে, অনুকূল দত্ত তখন দুই তিন বার ঐ হাট দখল লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষণ দাঙ্গা ও খুন-জখম হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় তিনি ঐ বেদখলি হাট দখল করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পুনরায় আর কখনও ঐ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই। জমাতপুরের হাট ঐ অবস্থায় বেদখলই থাকিয়া যায়।—দেবেনের লক্ষ্য দাঁড়াইল ঐ হাট দখল করিতে হইবে, দাঙ্গাও খুনা-খুনির দ্বারা নহে, আইন আদালতের সাহায্যে।—যদি ঐ হাট দখল করিতে

পারা যায়, তবে তালুকের আয় বৎসরে চারি পাঁচ হাজার টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। দেবেন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, অনুকূল দত্ত বা কাহাকেও কিছু না বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু পরিশ্রম করিয়া, জমাতপুর সম্পর্কীয় যত প্রকার দলিলাদি, কাগজপত্র এবং প্রমাণাদি সংগ্রহ করা সম্ভব তাহা করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে কেবল সহর এবং কলিকাতায় যাইয়া উকীল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির সহিত অতীব গোপনে পরামর্শ করিয়া আসিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যখন সমস্ত ঠিক হইল, তখন দেবেন অনুকূল দত্তকে জানাইল, জমাতপুর হাট লইয়া মামলা করিতে হইবে। অনুকূল দত্ত প্রথমে মত দেন নাই, ঐ হাট সম্বন্ধে অন্তরে তিনি কোন আশাই পোষণ করিতেন না, কিন্তু পশ্চাৎ দেবেনের উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া এবং আইনজ্ঞদের মতামত অবগত হইয়া সানন্দ চিত্তে মত প্রদান করিলেন।—বিরাট মোকর্দ্দমা রুজু হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

দীর্ঘকাল ধরিয়া মোকর্দ্দমা চলিল। অনুকূল দত্ত পরাজিত হইলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল দায়ের হইল, দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল, —অনুকূল দত্তই পরাজিত হইলেন।

দেবেন ছাড়িল না, দমিল না, বিলাতে আপীল করিল।—

হঠাৎ একদিন তার আসিল, অনুকূল দত্ত বিলাতে আপীলে জয়লাভ করিয়াছেন।

—মৃদু হাস্যে অনুকূল দত্ত বলিলেন, "যাক দেবু, আজ বড় বৌমাকে বোলো, ভাল ক'রে ঠাকুরদের ভোগ দিতে।"—দেবেনকে তিনি 'দেবু' বলিতেন।

আর যাহার যত আনন্দই হউক না কেন, দেবেনের আনন্দের দিন এখনও আসে নাই।—যেদিন যাইয়া সে জমাতপুর হাট দখল লইবে, হাটের বন্দোবস্ত প্রভৃতি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিবে; তাহার আনন্দের দিন তখনই সমুদিত হইবে, তাহার সকল পরিশ্রম তখনই সার্থক জ্ঞান হইবে।—অতঃপর দেবেন নব উৎসাহে ইহারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু দেবেনের তরফ হইতে শত চেষ্টা ও শত তৎপরতা সত্ত্বেও দীর্ঘ ছয় সাত মাসের পূর্ব্বে আদালত হইতে মোকর্দ্দমার কাগজপত্র, পরোয়ানা প্রভৃতি কোন মতেই বাহির করিয়া আনিতে পারা গেল না।—অতঃপর সমস্তই আসিল, দেবেনও যাবতীয় ব্যবস্থা ও আয়োজনাদি করিয়া জমাতপুর গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। যাহাতে কোনরূপ শান্তি ভঙ্গ না ঘটে এজন্য পুলিশেও যথারীতি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। দেবেনের সঙ্গে দুই তিনজন কর্ম্মচারী যাইবে, হালশানা পেয়াদা এবং অন্যান্য লোকজনও যথেষ্টই যাইবে।—দেবেন জমাতপুরে যাইয়া হাটের দখল লইয়া যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়া তাহার পর দত্তপুরে ফিরিবে, এইরূপ ব্যবস্থা।—জমাতপুরের সকল কার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে দেবেনের বিশ পঁচিশ দিন বিলম্ব হইবার কথা।

কিন্তু আদালতের একজন লোক আসিয়া দেবেনের সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। তাহাকে লইয়া আসিবার জন্য অনুকূল দত্তের একজন কর্ম্মচারীও প্রেরিত হইয়াছে। আজই সে লোকের আসিয়া পৌছিবার কথা। কিন্তু সে লোক আসিল না, প্রেরিত কর্ম্মচারীও ফিরিল না। দেবেন উৎকণ্ঠিত ও চিন্তা-চঞ্চল হইয়া উঠিল।

রাত্রি বারটা হইয়া গেল—কেহই আসিয়া পৌঁছিল না।

পরদিন।

বেলা প্রায় আটটা। দেবেন সেরেস্তায় বসিয়া কাজ করিতেছিল, প্রেরিত কর্ম্মচারীসহ আদালতের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবেনের অন্তর আনন্দে যেন নাচিয়া উঠিল, সে অমনি উঠিয়া অনুকূল দত্তের নিকট যাইয়া বলিল, "আদালতের লোক এসেছে, আজই জগাতপুর যাবে বলছে। আমি তবে আজই রওনা দি?"

একটু ভাবিয়া অনুকূল দত্ত বলিলেন, "আচ্ছা, তবে ঠাকুরদের চরণ স্মরণ ক'রে এসো গে।"

হাস্যোৎফুল্ল বদনে, অন্তরে অসীম উৎসাহ ও আনন্দ লইয়া দেবেন অমনি দ্রুত পদে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সঙ্গে যাইবার লোকদিগকে অতি সত্বর প্রস্তুত হইবার আদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় সেরেস্তায় বসিল এবং অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে হাতের কাজগুলি শেষ করিয়া ফেলিল।—ইহাতে তাহার প্রায় একঘণ্টা সময় লাগিয়া গেল।—

দেবেন তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং স্নানাহারের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে অন্দরে চলিয়া গেল।

অন্দরে প্রবেশ করিয়াই দেবেন দেখিতে পাইল বড় বৌ হস্তে পথ্য লইয়া বামাসুন্দরীর কক্ষাভিমুখে যাইতেছে।

দেবেন বলিল, "আমাদের খাবার-দাবার কদ্দূর হ'ল?"

বড় বৌ উত্তর দিল, "আজ এত তাড়াতাড়ি যে?"

দেবেন,—"এক্ষুনি স্নান ক'রে খেয়ে জমাতপুর রওনা দিচ্ছি যে।"

বড় বৌ,—"মাকে পথ্য দিয়ে যাই দেখিগে আমি—।"

এই বলিয়া বড় বৌ চলিয়া গেল। ব্যস্ততা সহকারে দেবেনও চলিয়া গেল।

বামাসুন্দরীকে পথ্য করাইয়া বড় বৌ রন্ধনশালায় চলিয়া গেল এবং পাচক ও রন্ধনশালার চাকরাণীকে আবশ্যকীয় আদেশ দিয়া তখনই আবার ফিরিয়া আসিল এবং শত কাজে বিজড়িত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

অন্দরের বড় পুকুরের বাঁধাঘাট।—অন্দরের দুইটি পুকুরের মধ্যে এই বড় পুকুরে কেবল দুই পুত্র ও দুই বধূই নামিয়া স্নান করিত এবং এই পুকুরের জলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। এই বাঁধাঘাটে বা এই পুকুরে আর কাহারও নামিবার অধিকার ছিল না।—পুকুরটি বড় এবং সুগভীর ও সুরক্ষিত।

—দেবেন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ও ব্যস্ততা সহকারে স্নানের কার্য্যটি সারিয়া লইতেছিল—জামাতপুরে যাইয়া সে কি কি করিবে এই চিন্তাতেই সে অভিভূত ছিল।

—স্নান প্রায় শেষ হইয়া আসিল, দেবেন উঠিয়া জলমগ্ন একটি ধাপে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে গাত্র মুছিতেছে, এমন সময় নজর পড়িল—কৈ, তাহার মাদুলী? দেবেন কটীদেশ দেখিল, তাগাটা ভাল করিয়া দেখিল, পরিধেয় বস্ত্রটা মেলিয়া ভাল করিয়া দেখিল,—কোথায় মাদুলী! কি সর্ব্বনাশ।

—দেবেন আবার দেখিল, সমস্ত গাত্র, সমস্ত বস্ত্র ভাল করিয়া আবার দেখিল,—নাই, মাদুলী কোথাও নাই।—এইত একটু পূর্ব্বেও ছিল, বাড়ীতে যখন সে গাত্রে তৈল মর্দ্দন করে, তখনও ছিল, ঘাটে আসিয়া এই ধাপের উপর দাঁড়াইয়া যখন কটিদেশের বস্ত্র ভাল করিয়া

আঁটিয়া দেয়, মাদুলী তখনও কটিদেশে ছিল,—কোথায় গেল, কোথায় পড়িল?—সর্ব্বনাশ, হারাইল কি?

হঠাৎ যেন দেবেনের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, একটা আতঙ্কে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল, মন দমিয়া গেল। গামছাটাকে মুখে করিয়া ধরিয়া জলমগ্ন যে ধাপটিতে দাঁড়াইয়াছিল, জলের তলে দুই হাত দিয়া সেই ধাপটি আগাগোড়া সে দেখিল, তাহার নীচের ধাপটিও দেখিল, তাহার পর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া নিম্নতর ধাপগুলির যতদূর দেখিতে পাওয়া যায় দেখিতে লাগিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল, নাই, মাদুলী নাই।

—আর খুঁজিয়া দেখিবারও সময় নাই। দেবেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেহ মুছিতে মুছিতে ইতঃস্তত চাহিয়া দেখিতে লাগিল,—ধপধপে সিমেণ্ট করা, সাদা প্রস্তর দিয়া বাঁধান ঘাটের উপর মাদুলী কোথাও নাই, স্বচ্ছ জলের তলে মাদুলী কোথাও নাই।—দেবেন আর একবার জলে নামিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া দেখিল, পাইল না। দেবেন আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া গা মুছিল,—তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, আবার জলে নামিয়া মাদুলীটা দেখে,—জল ও ঘাট ছাড়িয়া যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত সময়ও আজ তাহার নাই।—একটা প্রবল, অজ্ঞাত আতঙ্ক তাহার অন্তরকে বড়ই দমাইয়া দিতে লাগিল, বড়ই বিষণ্ণ চিত্তে দেবেন উঠিয়া ঘাটের উপর দাঁড়াইল, যাহাতে বিভাবতীর দৃষ্টি তাহার কটিদেশে মাদুলীর স্থানে না পড়ে এজন্য দেবেন গামছার দ্বারা দেহের উর্দ্ধভাগ বেশ ভাল করিয়া জড়াইয়া লইল, তাহার পর অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে, মাটির দিকে চাহিয়া

ধীর পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল, এবং কি ঘটিয়া গেল, বিভাবতীকে এবিষয়ে এখনও কিছুই জানিতে দিবে না—জানিলে সে অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হইবে, ইহাই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু দেবেন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার পদদ্বয় যেন ততই চলিতে চাহিতেছিল না,—দেবেনের কেবলই যেন পুকুরে ইচ্ছা হইতেছিল আবার ফিরিয়া যায় এবং ডুবিয়া ডুবিয়া মাহুলীর অন্বেষণ করে।—

—বাঁধাঘাটে হারাইয়া যাওয়া লোহার মাহুলীটির একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আমরা জানি।—বিবাহের পর দেবেন যখন প্রথম শ্বশুরালয়ে গমন করে, সেই সময় শ্বশুরালয়ে সে একটু সামান্ত অসুস্থতা ভোগ করে। শ্বশুরের কুলগুরু তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন।—কুলগুরু একজন পরম সাধক, লোকে তাঁহাকে ঐশ্বরিক শাক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। দেবেনের অসুস্থতার কথা শুনিয়া তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অন্দরে যাইয়া দেবেনকে দেখেন, কিন্তু তাঁহার মনে একটা গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি দেবেনের এবং বিভাবতীর করকোষ্ঠী বিচার করিয়া বিভাবতীর পিতাকে একটা যজ্ঞের আয়োজন করিতে বলেন। করকোষ্ঠী বিচার করিয়া তিনি দেখিলেন, কেনই বা তিনি যজ্ঞের আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, তাহা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেও সাহসী হয় নাই। যজ্ঞের আয়োজন হইল, তিনি তিন দিন ও তিন রাত্র ধরিয়া যজ্ঞ করিয়া দেবেনকে একটি লোহার মাহুলী দিয়া তাহা কটিদেশে ধারণ করিতে আদেশ দিয়া বলেন, ঐ মাহুলী সর্ব্বপ্রকার অশুভ হইতে তাহাকে এবং বিভাবতীকে রক্ষা

করিবে এবং তাহার ও বিভাবতীর জীবনরক্ষক হইয়া থাকিবে। বিভাবতীকে তিনি পৃথক মাদুলী দেন নাই, যেহেতু সধবা স্ত্রীলোক হইলে একমাত্র স্বামীই ঐ মাদুলী পাইবার অধিকারী, তাহাতে স্বামী স্ত্রী উভয়েই ফল পায়। সে অবধি মাদুলী দেবেনের কটিদেশেই ছিল।

বড় বৌ নীচে তাহার দৈনন্দিন কার্য্য লইয়া ব্যস্ত হইয়া এ-ঘরে সে-ঘরে ছুটাছুটি করিতেছিল।

উপরে নিভৃত কক্ষে বসিয়া আহার করিতে করিতে দেবেনের মন মাদুলীর জন্য ক্রমশঃই অধিক খারাপ হইয়া উঠিতেছিল, তাহার কেবলই ইচ্ছা হইতেছিল যেন পুকুরে যাইয়া ডুবিয়া ডুবিয়া আবার খুঁজিয়া দেখে। দেবেন আহার শেষ করিয়া উঠিয়া আঁচাইবার জন্য বারান্দায় আসিল, অমনি বড় বৌও আসিয়া বলিল—

"ওমা! এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেল!—এসে দেখতেও পেলাম না কি খেলে না খেলে—।"

দেবেন বলিল, "কি আর দেখবে, সবই পেটের ভেতর চলে গেছে!"

—এই বলিয়া দেবেন আঁচাইতে আরম্ভ করিল।

যেন একটু অনুতপ্ত ও অপ্রতিভ হইয়া বড় বৌ এক মুহূর্ত্তকাল দেবেনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর সে ফিরিয়া গেল।—

—সে কয়েক পা মাত্র গিয়াছে, এমন সময় দেবেন ডাকিল—

"বিভা—"

বড় বৌ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কেন?—বল—"

দেবেন যাহা বলিবে বলিয়া বিভাকে ডাকিয়াছিল, তাহা মুখে আটকাইয়া গেল, বলিতে পারিল না।—

মুহূর্ত্তের জন্য দেবেনের প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, বিভাবতীকে বলে, বাঁধাঘাটে স্নানের সময় মাদুলী হারাইয়া গিয়াছে, সে খুঁজিয়া পায় নাই, বিভাবতী যেন খুঁজিয়া দেখে,—কিন্তু মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না।—সে চুপ করিয়া রহিল।—

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বড় বৌ বলিল, "কি বলছিলে?—বল—"

দেবেন বলিল, "না থাক, যাও—।"

বড় বৌ, "কি বলছিলে, বলই না।"

দেবেন, "না, তেমন কিছু নয়।—বলছিলাম, আমার এবার ফিরতে হয়ত অনেক দেরী হবে।"

বড় বৌ বুঝিল, আসল কথাটা দেবেন চাপিয়া গেল। সে আর কিছু বলিল না, ফিরিয়া গেল।

আঁচাইয়া মুখ মুছিয়া দেবেনও স্বীয় কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

—রওনা হইবার পূর্ব্বে দেবেন ঠাকুর-মন্দিরে আসিয়া কুলদেবতার চরণদর্শন করতঃ প্রণাম করিয়া গেল।—

জমাতপুরের পথে দেবেন।—পাল্কী তাহাকে লইয়া নানাবিধ চীৎকার করিতে করিতে চলিতেছে, কখনও মাঠের উপর দিয়া, কখনও গ্রাম ভেদ করিয়া, কখনও খাল, বিল নদীর পার দিয়া। সুদূর জমাতপুরের স্থলপথ ও জলপথ উভয়ই আছে। দেবেন এই বন্দোবস্ত করিয়াছে যে দিবসে সে স্থলপথ পাল্কীতে যাইবে, রাত্রে সে নৌকা করিয়া যাইবে। তাহার লোকজন সকলেই নৌকা করিয়া রওনা হইয়াছে,—পাল্কীর সঙ্গে যাইতেছে মাত্র একজন হালশানা ও একটি ভৃত্য—নাম কানাই।

বড় বৌ

দেবেনের পাল্কীটি বড়, তাহাদের বাড়ীরই, ষোলজন বেহারা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

—দেবেন পাল্কীর মধ্যে উপবিষ্ট, কেবলই মাদুলির কথা চিন্তা করিতেছে, মন ক্রমশঃই অধিক হইতে অধিকতর খারাপ হইয়া উঠিতেছে, যেন কি এক অজ্ঞাত আতঙ্ক ও ভীতিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

—পাল্কী যখন গ্রাম ভেদ করিয়া, গৃহস্থ বাড়ীর সম্মুখ দিয়া, পার্শ্ব দিয়া, পশ্চাৎ দিয়া চলিতে লাগিল, বেহারাগণের প্রবল হুঙ্কার শুনিয়া পাল্কী করিয়া নব বিবাহিত বর কন্যা যাইতেছে মনে কয়িয়া দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে করিতে উলঙ্গ শিশুগণ, বালক বালিকাগণ আসিয়া পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, তরুণীগণ বাড়ীর আঙ্গিনার উপর দাঁড়াইয়া পাল্কীর দিকে চাহিয়া নিজেদের মধ্যে হাস্য রঙ্গ করিতে করিতে যেন ঢলিয়া পড়িতে লাগিল, যুবতীগণ ও প্রৌঢ়াগণ বাড়ীর আনাচে কানাচে দাঁড়াইয়া সহাস্য বদনে, কৌতুক দৃষ্টিতে, অবগুণ্ঠন তুলিয়া পাল্কীর দিকে চাহিতে লাগিল এবং অপরাপর নারীগণকে আসিয়া দেখিবার জন্য ডাকিতে লাগিল।—

—গ্রামের মধ্য দিয়া আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া পাল্কী চলিতে লাগিল।

—দেবেন একই অবস্থায় উপবিষ্ট, মাদুলীর জন্য মন ক্রমশঃই অধিক খারাপ হইয়া উঠিতেছে।—

—পথপার্শ্ব-স্থিত গৃহস্থ বাড়ীর যখনই একটি পুকুর বা একটি ডোবা তাহার নজরে পড়ে, অমনি তাহার প্রাণ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে, ইচ্ছা হয় এখনই ফিরিয়া যায়, বাঁধাঘাটে ডুবিয়া ডুবিয়া মাদুলীর অন্বেষণ করে।—

পাল্কী চলিতে থাকিল।—

জমাতপুর।—

দিবসে পাল্কী এবং রাত্রিতে নৌকা করিয়া দুই দিন দুই রাত্রের পর দেবেন আসিয়া পৌঁছিয়াছে।—লোকজনও সকলেই আসিয়াছে।

—হাট হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে একস্থানে দুইটি খড়ের ঘর ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল। দেবেন আসিয়া তথায় উঠিল, একটি ঘরে সে নিজে থাকিত, অপরটিতে তাহার লোকজন থাকিত, রন্ধনাদির জন্য একটু দূরে অন্যত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

—সেই বিরাট হাট দখল লওয়ার কার্য্যে যে হাঙ্গামা ও গোলাযোগের আশঙ্কা ছিল, তাহার কিছুই ঘটিতে পাইল না।

অতঃপর দেবেন জমাতপুর হাটের নানারূপ বন্দবস্ত ও ব্যবস্থার কার্য্য লইয়া ব্যাপৃত ও ব্যস্ত হইল।—এই কার্য্য অত্যন্ত পরিশ্রম ও সময়-সাপেক্ষ।—

—কিন্তু দেবেন দেখিল, তাহার গুরুতর কাজে সে কোন মতেই যথেষ্ট মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছে না, মন সর্ব্বদাই ভয়ানক বিষণ্ন থাকে,—কাজ-কর্ম্ম যেন ভাগিয়া যাইতে চাহে, কেবলই মাদুলীর বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয়, এখনই বাড়ী ফিরিয়া গিয়া বাঁধাঘাটে ডুবিয়া ডুবিয়া মাদুলীর অন্বেষণ করে।—

—এক একবার অত্যন্ত আপশোষও উপস্থিত হয়,—কেন বড় বৌকে মাদুলীর কথা বলিতে গিয়াও বলিল না, যদি তাহাকে জানাইয়া মাদুলীর জন্য অন্বেষণ করিতে বলিয়া আসিত, তাহা হইলে সে এখন অনেকটা শান্তিতে থাকিতে পারিত, অনন্য-মনে তাহার গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিত।

—কিন্তু এই গুরুতর কার্য্য উদ্ধার না করিলেও ত তাহার এযাবত কালের কঠিন পরিশ্রম সমস্তই বিফল হইবে।—

অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া দেবেন মনের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়া করিয়া লইল।—এখানকার কার্য্য সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াই সে বড় বৌকে সমস্ত কথা জানাইবে এবং তাহাকে দিয়াই নিজের শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর নিকট পত্র দেওয়াইয়া তাঁহাদের কুলগুরু-প্রদত্ত হারাণ মাদুলীর পুনরুদ্ধার করিতে বলিবে। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী কুলগুরুর দ্বারা হারাণ মাদুলী নিশ্চয়ই উদ্ধার করাইয়া দিতে পারিবেন।

—দেবেনের মনে শান্তি আসিল, সে কাজ-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল, অতঃপর সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

—কিন্তু তথাপি, পথে বাহির হইয়া কোথাও পুকুর বা ডোবা দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণ চমকিয়া উঠিত, বড় পুকুরের বাঁধাঘাটই যেন চক্ষের সম্মুখে আসিয়া পড়িত, মনে হইত, এখনই ফিরিয়া গিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া মাদুলীর অন্বেষণ করে।

দেবেনের হাট বন্দোবস্তের কাজ আশাতীত সাফল্যের সহিত চলিতে লাগিল, ধীরে ধীরে আনন্দের হিল্লোলও তাহার অন্তর দিয়া বহিতে লাগিল। দেবেন এক এক সময় ভাবিত, এক বৎসর পর যখন জমাতপুরে এই বিরাট হাট হইতে প্রাপ্ত টাকা থলিয়া বোঝাই হইয়া তাহার গৃহে যাইয়া উঠিবে, তখনই তাহার সকল আনন্দ পূর্ণ হইবে, সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

৩

বন-জঙ্গল, ডোবা-পুষ্করিণী পরিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ দত্তপুর।

তালুকদার বাটী।

বাহির বাড়ীতে নিজের নিভৃত কক্ষে ক্ষুদ্র একটি ফরাসের উপর দুইটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অনুকূল দত্ত অর্দ্ধ-উপবিষ্ট, অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। কাছারী ঘর একরূপ বন্ধই বলিতে হয়, গোমস্তাগণ সকলেই জমাতপুরে দেবেনের নিকট রহিয়াছে, কেবল একজন মহুরী মাত্র সেরেস্তায় বসিয়া রহিয়াছে, ঝিমাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে তামাক খাইতেছে। দেবেন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের অনুপস্থিতি হেতু সেরেস্তার কাজ-কর্ম্ম সমস্তই বন্ধ, লোকজনের আসা যাওয়াও নাই। দেবেন বাড়ী না থাকিলে বহির্ব্বাটীর একটা ঝিমভরা ভাব চিরদিনই হয়, এবারও হইয়াছে। অনুকূল দত্ত অভ্যাস মত পূর্ব্বাহ্ন দশটা এগারটা পর্য্যন্ত এবং রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত বহির্ব্বাটীতেই থাকেন, তাহার পর তাঁহাকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হয়। বাহির বাড়ীতে অন্য লোকের সমাগম মোটেই নাই, তবে গ্রামবাসীদিগের মধ্যে যে দুই-একজন বৃদ্ধ ও আত্মীয়স্বজন দৈনিক এক-আধবার করিয়া অনুকূল দত্তের নিকট আসিয়া বসিয়া খোস গল্প করিয়া তামাক খাইয়া চলিয়া যাইতেন, তাঁহারাই সকালে বা বৈকালে এক-আধবার করিয়া অনুকূল দত্তের নিকট আসা যাওয়া করিতেছেন। আর ভৃত্যগণ মধ্যে মধ্যে অলসভাবে নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘোরা ফিরা করিতেছে।

অন্দরে বড় বৌ বিরাট সংসার লইয়া ব্যস্ত।—তাহার সংসার

পরিচালনা কখনও কাহারও অভাবে আটকাইত না, এখনও আটকায় নাই, তেমনি ভাবেই চলিয়া যাইতেছে।—ছোট বৌ নাই, স্বামীসহ সে পিত্রালয়ে।

—বহির্ব্বাটীতে অনুকূল দত্তের নিকট বৃদ্ধ ডাক-হরকরা বিপিন প্রায়ই দৈনিক একবার করিয়া আসিত, একটি নমস্কারান্তে চিঠিপত্র, কাগজ প্রভৃতি দিয়া চলিয়া যাইত।

—দুই-একদিন অন্তর-অন্তরই অনুকূল দত্ত দেবেনের পত্র পাইতে লাগিলেন। জানিলেন, তথাকার কাজ বেশ সুচারু ও সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়া যাইতেছে। তবে কুড়ি পঁচিশ দিনের মধ্যে সকল কাজ শেষ করিয়া চলিয়া আসা কোন মতেই হইবে না,—দেবেন লিখিয়াছে, অন্ততঃ পক্ষে এক মাস সময় লাগিবে।

প্রায় পনর দিন হইয়া গেল।

দুই-তিনদিন অন্তর-অন্তরই অনুকূল দত্ত পত্র পাইতেছেন,—কাজ অগ্রসর হইতেছে।—অনুকূল দত্ত বেশ নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত।

—আরও দশ-বারদিন হইয়া গেল।

অতঃপর অনুকূল দত্ত যে পত্র পাইলেন, তাহাতে জানিলেন, তথা কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, দেবেন চৌদ্দই তারিখে তথা হইতে রওনা হইবে এবং পথে যদি কোন গোলযোগ না ঘটে তবে ষোলই তারিখে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিবে। দেবেন লিখিয়াছে, ইহাই তাহার শেষ পত্র, এবং এ পত্রের উত্তর দিতেও নিষেধ করিয়াছে, যেহেতু উত্তর পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে তথা হইতে গৃহাভিমুখে রওনা হইবে।—

অনুকূল দত্ত হিসাব করিয়া দেখিলেন, আজ বারই, মধ্যে একদিন, তাহার পরেই দেবেন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবে।

এখন হইতে অনুকূল দত্তের অন্তরে আনন্দ ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার হইতে লাগিল। এত দিন ত দেবেনের জন্য দুশ্চিন্তাতেই কাটিয়াছে মাত্র। —যে কার্য্য কখনও সাধিত হইবে বলিয়া স্বপ্নেও অনুকূল দত্ত দেখেন নাই, দেবেন তাহাই সাধন করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। পত্রে ত তিনি সামান্যই জানিয়াছেন, দেবেন আসিলে তাহার মুখে বিস্তৃত ইতিবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক তিনি সকল কৌতূহল বিদূরিত করিয়া তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিবেন।—

—ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়া অনুকূল দত্ত দেবেনের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিতে লাগিলেন, যেন দিন গুণিতে লাগিলেন।—

এখন হইতে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা দেবেনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন,—"আর ক' দিন, সেই ত এসে পড়ল, তার মুখেই সব শুনবে এখন।"

একটি একটি করিয়া দীর্ঘ দিন কাটিতে লাগিল।—

অনুকূল দত্ত ভাবিতেছিলেন, আজ পনরই,—পর দিনই ত দেবেন আসিবে—তাঁহার ব্যাকুলতা দূর হইবে।—

পরদিন।

বেলা সাড়ে আটটা, নয়টা।

বহির্ব্বাটী। নিজের কক্ষে ফরাসের উপর অনুকূল দত্ত বসিয়া রহিয়াছিলেন, শ্রীচরণ পরামাণিক ফরাসের উপর উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে কামাইয়া দিতে ছিল। এক ভৃত্য অনুকূল দত্তের জন্য

তামাক সাজিয়া আনিয়া ফরাসের নিকট দাঁড়াইয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছিল।

কাছারী ঘরে একজন মহুরী বসিয়া একটি লোকের সহিত কথা কহিতে ছিল।—এ বাড়ীর বহুদিনের চাকরাণী—মেনার মা—নিজের কোন প্রয়োজন বশতঃ কাছারী ঘরে আসিয়া মহুরীর সহিত কথা আরম্ভ করিল।—

—একজন ডাকপিয়ন অনুকূল দত্তের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে একটি টেলিগ্রাম দিল।

অনুকূল দত্ত তাড়াতাড়ি করিয়া চশমা পরিয়া রসিদ সই করিয়া দিয়া ব্যস্ত হইয়া টেলিগ্রাম খুলিয়া পাঠ করিলেন—লিখিত আছে, "তোমার জেষ্ঠপুত্র গত রাত্রে কলেরায় মরিয়াছে।"

"—ও-হো-হো,—ও দেবু তুই গেলি,—আমাকে রেখে তুই গেলি,—ও দেবু এ কি করলি—কোথায় গেলি।—দেবু নেই আমার,—ও দেবু এ কি করলি"—ইত্যাদি ইত্যাদি বলিতে বলিতে অনুকূল দত্ত মর্ম্মভেদী স্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।—ভৃত্য, নাপিত, দুই জনেই সেই সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল,—ডাকপিয়ন সেই মুহূর্ত্তেই চলিয়া গেল।—

—হঠাৎ চীৎকার শুনিয়া কাছারী ঘর হইতে মহুরীও ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পড়িল এবং সেও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেনার মাও মহুরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়াছিল, ক্রন্দন করিতে করিতে সেও অন্দর অভিমুখে ফিরিয়া গেল।—

অন্দর।

ঠাকুর মন্দিরের ঘর বারন্দা ধৌত ও পরিস্কার করা হইয়াছে কিনা,

দেখিবার জন্য বড় বৌ প্রত্যহই একবার করিয়া যাইত। আজও সে যাইতেছিল, এমন সময় হোঁচট লাগিয়া বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। "ও মা, একি হল", বড় বৌ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঠাকুরের চরণ স্মরণ করিল,—এরূপ হোঁচট লাগিয়া রক্তপাত তাহার বড় একটা ঘটে না। পরক্ষণেই সে মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেল।

—ফিরিয়া আসিয়াই বড় বৌ বামাসুন্দরীর জন্য পথ্য লইয়া তাঁহার কক্ষাভিমুখে যাইতেছিল।—নাপিত বৌ তাহার সহিত কথা বলিতে আসিল। নাপিত বৌকে সে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বামাসুন্দরীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

—কিছুক্ষণ পরে বামাসুন্দরীর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বড় বৌ দেখিল নাপিত বৌ তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

—বামাসুন্দরীর কক্ষের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বড় বৌ নাপিত বৌ'র সহিত কথা কহিতে মাত্র আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় সে হঠাৎ চীৎকার ক্রন্দন শুনিল—"ও বড়বাবু তুমি গেলে", "ও দেবুবাবু কোথায় গেলে তুমি", "ও দেবেনবাবু তুমি একি ক'রে গেলে গো", "ও দেবুবাবু, সবাইকে ছেড়ে কোথায় গেলে তুমি"—ইত্যাদি।—চীৎকার করিতে করিতে মেনার মা এবং অন্যান্য চাকরাণীগণ এই দিকে আসিতেছে।

—চীৎকার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র—"ও আমার কি হল"—বলিয়া বড় বৌ মূর্চ্ছিতা হইয়া ধড়াস্ করিয়া পড়িয়া গেল।—

—চীৎকারে বামাসুন্দরী শয্যায়ই মূর্চ্ছিতা হইলেন।—

—চাকর-চাকরাণীগণ আসিয়া কতক বড় বৌকে এবং কতক বামাসুন্দরীকে ঘিরিল।—

বড় বৌ

বহির্ব্বাটী।

অনুকূল দত্ত এবং অন্যান্য সকলের চীৎকার শুনিয়া পাড়া-প্রতিবেশীগণ ছুটাছুটী করিয়া আসিয়া অনুকূল দত্তকে ঘিরিতেছে, কেহ কেহ বা চীৎকার ক্রন্দনে যোগ দিতেছে। ভীড় ক্রমেই বাড়িতেছে, যাহাদিগের অন্দরে গতিবিধি আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্দরে যাইতেছে।—মর্ম্মভেদী ক্রন্দন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, লোকজনের ভিড় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল,—দেখিতে দেখিতে বহির্ব্বাটী লোকজনে পূর্ণ হইয়া গেল।—

—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে ভিড় ঠেলিয়া দেবেন আসিয়া অনুকূল দত্তের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—

"কি হয়েছে—আপনাদের এসব কি ব্যাপার—কি আরম্ভ করেছেন আপনারা—"

অনুকূল দত্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেবেনের এক বাহু ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ও দেবু—দেবু—তুই তো আজ মেরেছিলি আমাকে—আমাদের সবাইকে ত আজ তুই মেরেছিলি—আমার ধড়ে কি প্রাণ ছিল আজ—কোথা থেকে এক টেলিগ্রাম এসে আমায় মেরে ফেলেছিল আজ—"

দেবেন বলিয়া উঠিল—"কি টেলিগ্রাম—কৈ দেখি—"

"এই নাও—এই নাও—দেখ তুমি—" বলিয়া অনুকূল দত্ত টেলিগ্রাম-খানি ফরাসের একদিকে ফেলিয়া দিলেন।

দেবেন টেলিগ্রামখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিয়া এপিঠ-ওপিঠ এবং মোড়কখানা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—

"কি আশ্চর্য্য—এ টেলিগ্রাম আপনি নিলেন কেন,—এ তো আপনার

টেলিগ্রাম নয়—এ যে অনুকূল দাসের টেলিগ্রাম—ভুল করে এখানে এনে দিয়ে গেছে—”

অনুকূল দত্ত—“অত কি তখন দেখবার মত মাথার ঠিক ছিল আমার!—টেলিগ্রাম পেয়েই তাড়াতাড়ি করে খুলে দেখি ঐ।—আমি ত মরে গিয়েছিলাম আজ—যাও, এখন বাড়ীর ভেতরে যাও—শিগ্‌গির গিয়ে দেখ গে সেখানে কি কাণ্ড হচ্ছে—কে আছে কে নেই দেখ গে যাও,—বাঁচাও গে তাদের—যাও—যাও!—রাধাগোবিন্দ—রাধামাধব—হরি নারায়ণ—”

—দেবেন তখনই অন্দর অভিমুখে চলিয়া গেল।

অনুকূল দত্ত মুখে কেবলই কুলদেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

—জনতা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, আশ্বস্ত হইল, কিন্তু তখনও যেন প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল না।—অতঃপর একে একে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

অন্দর।

দেবেন উপরে উঠিয়া আসিয়াই দেখিল, স্ত্রী মূর্চ্ছিতা, মাতা মূর্চ্ছিতা। চাকরাণী ও প্রতিবেশিনীগণের মধ্যে রোদন করিতে করিতে কয়েকজন স্ত্রীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, কয়েকজন মাতাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

—দেবেন প্রথমেই যাইয়া বামাসুন্দরীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

—একটু পরেই তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইল, দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষুদ্বয় উন্মিলিত হইল,—দেবেন “মা” বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিল, তাঁহাকে বুঝাইল, প্রকৃতিস্থ করিল।

অতঃপর সে বারান্দার উপর মূর্চ্ছিতা বড় বৌ'র নিকট আসিল।—

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া দেবেন সাধ্যমত চেষ্টা করিল,—বড় বৌ'র চোখে মুখে মাথায় কত জল ছিটাইল, কত ডাকিল, কিন্তু দেখিল জ্ঞান সঞ্চারের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

আর বিলম্ব না করিয়া গ্রামে যে তিনজন ডাক্তার ছিলেন, দেবেন তাহাদের প্রত্যেকের নিকট লোক পাঠাইয়া দিল, যাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই লইয়া আসিবে। তিনজন লোক ছুটিয়া গেল।

—প্রথমেই আসিলেন ভববাবু।—তিনি পাশ-করা নহে, তবে হাত-যশ বেশ আছে, প্রবীণও বটে।—তিনি আসিয়াই বড় বৌ'র জ্ঞান-সঞ্চারের জন্য সাধ্যমত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।—

একটু পরেই পঞ্চাননবাবু আসিয়া পড়িলেন। ইঁহার বয়স অল্প, মেডিকেল স্কুল হইতে পাশ করিয়া আসিয়াছেন, এই গ্রামে ডাক্তারখানা খুলিয়াছেন মাত্র, বাড়ী অন্য গ্রামে।—ইনি আসিয়া দেখিয়াই বলিলেন, "জ্ঞানবাবুকে ডাকতে পাঠান শিগ্‌গির।"

—বলিতে বলিতে জ্ঞানবাবু নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানবাবু এম, বি,—সরকারী চাকুরী করিতেন, কিছুদিনের জন্য সিভিল সার্জ্জেনের পদেও অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, সম্প্রতি পেনশন লইয়া এই গ্রামে একটি ডাক্তারখানা খুলিয়াছেন, প্রতিদিন সকাল হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত ডাক্তারখানায় থাকিয়া বাড়ী চলিয়া যান,—বাড়ী পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামে।

—জ্ঞানবাবু আসিয়া পরীক্ষা করিয়াই মুখ ভার করিয়া ওষ্ঠদ্বয় উল্টাইলেন, বলিলেন,—

"যেন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে!—আশা খুবই কম। হার্টের অবস্থা বড়ই খারাপ—নাড়ি একেবারেই—।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া জ্ঞানবাবু নীরব হইয়া গেলেন।—

জ্ঞানবাবু বসিয়া, একহস্তে ঘড়ি ধরিয়া এবং অপর হস্তে বড় বৌ'র নাড়ী ধরিয়া, এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বিধানানুযায়ী যত কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব, ভববাবু ও পঞ্চাননবাবুর দ্বারা তাহার সমস্তই অবলম্বন করাইতে লাগিলেন।

—চিকিৎসকগণের তৎপরতা ও পরিশ্রমের অভাব নাই, তিনজনই ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলেন, তথাপি ধৈর্য্যচ্যুতি নাই।—

—দুইঘণ্টা হইয়া গেল,—জ্ঞানবাবুর মুখ তেমনি ভার।

—অতঃপর সে মুখভারের যেন সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল—জ্ঞানবাবু যেন ঈষৎ পরিবর্ত্তন বুঝিলেন,—তথাপি আশাপ্রদ অবস্থা এখনও সুদূরে।—

চিকিৎসকগণের পরিশ্রম চলিতে লাগিল।—

বেলা প্রায় তিনটা।—মূর্চ্ছারম্ভের পর হইতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে হঠাৎ বড় বৌ'র মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, সে অমনি তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। দেবেন ডাকিল—"বিভা—বিভা—"

—বড় বৌ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিল, যেন কাহাকেও চিনিতে পারিল না, বলিল—"ও, আমার কি হ'ল।"—বলিয়াই অমনি ঢলিয়া পড়িল।—পুনরায় মূর্চ্ছিতা!

চিকিৎসকগণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন!

—তাঁহাদের পরিশ্রম আবার আরম্ভ হইল।—

বড় বৌ

—এবার একঘণ্টা পরেই বড় বৌ চক্ষু মেলিয়া চাহিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না —দেবেন, ডাক্তার এবং ঝি-চাকর, প্রতিবেশীনীগণ তাহাকে কত করিয়া ডাকিল, কত কথা বলিল, বুঝাইল, কিন্তু বড় বৌ পূর্ব্ববৎ আবার বলিল, "ও—আমার কি হল!"—এবং পূর্ব্ববৎ আবার চক্ষু মুদিল।—পুনরায় মূর্চ্ছা।—

—ডাক্তারগণ আবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন—।

এবার আট দশ মিনিট পরই বড় বৌ'র জ্ঞান আসিল।—আবার সে শূন্য-দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিল, ক্ষীণস্বরে বলিল—"ও আমার কি হ'ল!"

—কতজনে কত ডাকিল, কত কথা বলিল, কত বুঝাইল,—বড় বৌ যেন কিছুই শুনিতে পাইল না, কিছুই দেখিতে পাইল না,—স্থির, শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ও আমার কি হ'ল।"

বড় বৌ এবার আর চক্ষু মুদিল না, আর মূর্চ্ছা আসিল না।—

ডাক্তারগণ তবু আর একটু বসিয়া রহিলেন, লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।—লক্ষ্য করিলেন, অচল স্থির দৃষ্টি, মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে "ও আমার কি হ'ল।" এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস।

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। ডাক্তার তিনজনের আজ স্নানাহার কিছুই ঘটিতে পায় নাই।

একটু পরে জ্ঞানবাবু উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "হার্টের অবস্থা এখন ভাল, নাড়ী ভাল, জীবনের কোন আশঙ্কাই আর নেই।—ইনজেকশন প্রভৃতি যা দেওয়া হয়েছে, আজ রাতের মত তাই ঢের, আর ঔষধ-পত্তের প্রয়োজন কিছুই হ'বে না।—আর মূর্চ্ছা হবার সম্ভাবনা নেই, হ'লেও

ভয়ের কারণ থাকবে না।—তবু একজনকে—আমি বলি ভববাবুকে—আজ রাতে বাড়ীতে থাকৃতে বলবেন, একজন থাকা ভাল।—এখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভাল জায়গায় শুইয়ে দেন,—বড় দুর্ব্বল—বেশী নাড়াচাড়া বা তোড়জোড় করবেন না, বারান্দা থেকে তুলে আস্তে-আস্তে ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়াবেন।—ঘরে যেন লোকজনের ভীড় বেশী না হয়, কাছে কোনরকম গণ্ডগোল না হয়, কথাবার্ত্তা কওয়াবার জন্যে বেশী চেষ্টার দরকার নেই।—একজন যেন সর্ব্বদাই কাছে বসে' থাকে, মাথায় বাতাস করা যেন সর্ব্বদাই চলে।—এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা অন্তর-অন্তর গরম দুধ দু' চামচে চার চামচে ক'রে দেবেন—রাত ন'টা দশটা অবধি, আর কিছুই আজ দেবেন না।—ওঠবার দরকার হ'লে ধ'রে তুলে নিয়ে যাবেন।—প্রথম যে আশঙ্কা ছিল—প্রাণের আশঙ্কা, সেটা কেটে গেছে,—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন,—তারপর যে আশঙ্কাটা আছে, সে বিষয়ে আজ রাতটা না গেলে, কাল সকালে এসে না দেখে, এখনও কিছুই বলিতে পারিনে। তবে এখন আমরা গেলুম।—আমাদের তিনজনেরই ত আজ—" জ্ঞানববাবু আর বলিলেন না, তাঁহার অর্থ-টা সকলেই ধরিয়া লইল।

—ডাক্তার তিনজনই চলিয়া গেলেন। দেবেন তখনই ভবঁবাবুকে রাত্রে আসিয়া থাকিবার জন্য বলিয়া দিল, তিনিও রাজি হইয়া গেলেন।

বড় বৌকে আস্তে-আস্তে তুলিয়া তখনই দেবেনের শয়ন-কক্ষে লইয়া গিয়া পালঙ্কের উপর শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল। জ্ঞানবাবুর উক্ত সকল ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইল।

দেবেন গরম দুগ্ধ আনাইয়া বড় বৌকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিল—

প্রথম চামচ দুগ্ধ মুখে ঢালিয়া দিবা মাত্রই বড় বৌ তাহা থু থু করিয়া ফেলিয়া দিল, দ্বিতীয় চামচ বড় বৌ'র মুখে ঢালিতে পারা গেল না, যেহেতু সে দাঁত কপাটি দিয়া রহিল।

৪

পরদিন।

প্রাতঃকালে জ্ঞানবাবু আসিলেন।

বহির্ব্বাটীতে অনুকূল দত্তের কক্ষেই দেবেন রহিয়াছিল, পঞ্চাননবাবু এবং ভববাবুও তথায় বসিয়া রহিয়াছিলেন। ম্লান-বদনে বসিয়া সকলেই জ্ঞানবাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

—আসিয়াই জ্ঞানবাবু দেবেনের মুখে শুনিলেন, গত রাত্রে বড় বৌ'র আর মূর্চ্ছা হয় নাই, অতি শান্ত—অর্থাৎ জড়বৎ অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া সে রাত্র অতিবাহিত করিয়াছে, দুই চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্যও মুদিত হইতে দেখা যায় নাই, উন্মিলিত নেত্রে অচৈতন্য অবস্থায় শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে অতি মৃদু, ক্ষীণস্বরে বলিয়াছে "ও আমার কি হ'ল", অপর কোন কথাই তাহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই, কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দুগ্ধ খাওয়ান যায় নাই, হয় থু থু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, নতুবা দাঁত কপাটি দিয়া রহিয়াছে, দুই-এক বিন্দুও তাহার গলাধঃকরণ হইয়াছে কিনা সন্দেহ, এখনও সে একই অবস্থায় শায়িতা।—গত দিবস জ্ঞানবাবু যে সকল আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের তরফ হইতে তাহার সমস্তই প্রতিপালিত হইয়াছে।

"দেখে আসি, চলুন—" জ্ঞানবাবু বলিলেন।

অনুকূল দত্ত ব্যতীত অপর সকলেই উঠিয়া গেলেন।

অন্দর। উপরে দেবেনের শয়ন-কক্ষ।

খাটের উপর বড় বৌ'র শিয়রের দিকে বসিয়া একটি চাকরাণী পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিল। যেমন দেবেন ডাক্তারদিগকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, অল্পবয়স্কা চাকরাণীটিও অমনি ঘোমটা টানিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া পাখা রাখিয়া নামিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জ্ঞানবাবু জুতা খুলিয়া পালঙ্কের উপর উঠিয়া বড় বৌ'র অতি নিকটে ভাল করিয়া উপবেশন করিলেন। অপর সকলে নীরবে দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিলেন।—

বসিয়া, জ্ঞানবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া বড় বৌ'র চোখ মুখের ভাব লক্ষ্য করিলেন, একবার বলিলেন, "কেমন আছ বৌমা?" —কোন উত্তর আসিল না, জ্ঞানবাবু উত্তর প্রত্যাশাও করেন নাই। তাহার পর আস্তে আস্তে বড় বৌ'র বাম হস্তখানি তুলিয়া ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বক্ষঃস্থলে যন্ত্র বসাইয়া হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পরীক্ষা করিলেন। অতঃপর তাঁহার সঙ্গে আনিত একটি যন্ত্র বাহির করিয়া বড় বৌ'র চক্ষের উপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ আলোক ফেলিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর সমস্ত শেষ করিয়া জ্ঞানবাবু পালঙ্ক হইতে নামিয়া জুতা পায় দিয়া বলিলেন—"দেখলুম ত ভালই।—তবে—"

একটু থামিয়া জ্ঞানবাবু পুনরায় বলিলেন—"চলুন, নীচে যাই।"

—সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ঝি বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল, সে আসিয়া আবার বসিল।

বড় বৌ

নীচে বাহির বাড়ীতে অনুকূল দত্তের ঘরে আসিয়া জ্ঞানবাবু আর বসিলেন না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিলেন—

"সাধ্য মত চেষ্টা কোরবেন দুধ খাওয়াতে, পেটে যতটুকু যায়, তাতেই কাজ দেবে।—আর কোন ঔষধ-পত্তর দেবার দরকার নেই।—আমার প্রথম আশঙ্কা যেটা ছিল, সেটা কেটে গেছে কালই বলেছি।—যেটা দ্বিতীয় আশঙ্কা করেছিলুম, সেটাতেই দাঁড়িয়ে গেছে—হঠাৎ গুরুতর মানসিক আঘাত হেতু মগজের অনেকটাই অবশ হয়ে গেছে—মস্তিষ্ক বিকৃতিই ঘটে গেছে।—ওরকম আকস্মিক শোক পেলে প্রাণনাশই হয়ে পড়ে, নইলে পাগল হয়ে যায়।—আমার নিজের মতামত এখন কিছুই প্রকাশ করলুম না, ওবেলা এসে, একবার দেখে যা বলবার, বলে দিয়ে যাব।—তবে শুশ্রূষা এবং যত্নের ত্রুটি যেন না ঘটে।"

এই বলিয়া জ্ঞানবাবু চলিয়া গেলেন। পঞ্চাননবাবু এবং ভববাবুও চলিয়া গেলেন।—

বৈকাল।

জ্ঞানবাবু আবার আসিলেন, শুনিলেন, অবস্থা একই প্রকার, চক্ষে সেই শূন্য দৃষ্টি, মুখে সেই একই কথা, দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা অনেকবারই হইয়াছে, কিন্তু পেঠে অতি সামান্যই গিয়াছে।

—জ্ঞানবাবু উপরে আসিলেন, বড় বৌকে দেখিলেন, তাহার পর নামিয়া বাহিরে অনুকূল দত্তের কক্ষে যাইয়া বসিয়া বলিলেন—

"যা দেখবার ছিল, দেখে এলুম, আর এসে দেখবার দরকার হবে না আমার।—এ সব ক্ষেত্রে ভালর দিকে পরিবর্ত্তন ঘটবার হ'লে চব্বিশ ঘণ্টার পরই সে পরিবর্ত্তন দেখা যায়,—এক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের কিছুই

দেখতে পেলুম না।—ঔষধ-পত্তরও আর কিছুই দেবার প্রয়োজন নেই, দেবারও বিশেষ কিছুই নেই,—এখন কেবল আমাদের মতে প্রকৃতির হাতে ফেলে রাখা।—রোগিণীর চিকিৎসক হিসেবে আমি এই বল্লুম।—এখন আপনাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে যদি আমার মতামত শুনতে চান, তাহ'লে পরিষ্কার ক'রেই আমি বলছি, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ক'রে ফল কিছুই পাবেন না—সুবিধে মত চিকিৎসাই নেই আমাদের,—আমাদের হাতে কেবল কালক্ষেপই হবে।—যদি চিকিৎসা চান আপনারা, তবে কোলকাতার সব চেয়ে বড় হোমিওপ্যাথ, আরকট সাহেবকে একবার এনে দেখাতে পারেন,—হোমিওপ্যাথিতে ফল না হলে, কোলকাতা থেকে একজন বড় কবরেজ এনে দেখান।—অন্য পন্থা, চিকিৎসা না করে প্রকৃতির সাহায্যের উপর নির্ভর করে ফেলে রাখা,—আপনা হতেই যা যতদূর হয়।"

—এই বলিয়া জ্ঞানবাবু চলিয়া গেলেন।

অনুকূল দত্ত তখনই দেবেনকে বলিলেন—"তবে আর সময় নষ্ট করে ফল কি, একজন লোক কোলকাতায় পাঠিয়ে দাও, আরকট সাহেবকে নিয়ে আসুক।—বড় বৌমাকে ভাল না করলে ত আমার সংসারই অচল হবে।"

—কলিকাতায় লোক প্রেরিত হইল।

আরকট সাহেবের সময়াভাব বশতঃ তাঁহার আসিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইল।

—তিনি আসিলেন। জ্ঞানবাবু, পঞ্চাননবাবু প্রভৃতি সকলেই সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

বড় বৌ

আরকট সাহেব বড় বৌকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন, তাহার রোগের ইতিবৃত্তান্ত ধীরভাবে সমস্তই শুনিলেন, অতঃপর ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া এক মাত্রা ঔষধ নিজেই বড় বৌকে খাওয়াইয়া দিলেন এবং দেবেনকে বলিয়া তখনই কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন—"সাত দিন পরে কলিকাতায় আমার নিকট সংবাদ দিও, প্রয়োজন হইলে আর একবার আসিয়া দেখিতে পারি।"—আরকট সাহেব সাত শত টাকা লইয়া গেলেন।

আরকট সাহেব প্রদত্ত মাত্র একমাত্রা ঔষধের ফলে সেইদিন হইতেই দুইটি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল।—প্রথম পরিবর্ত্তন, বড় বৌ'র সেই জড়বৎ, শয্যাশায়ী অবস্থা চলিয়া গেল।—তাহাকে উঠাইলে উঠে, বসাইলে বসে, হাঁটাইলে হাঁটে, যেখানে যে ভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়, সেই স্থানে সেই ভাবেই থাকে, ঠিক যেন একটি কলের পুত্তলিকা। খাওয়াইলে কতকটা খায়, তাহার পর দাঁত কপাটি দেয়। দৃষ্টি পূর্ব্ববৎ, শূন্য, স্থির, অচল।—দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন এই, সে একেবারে নীরব। আর সেই "ও আমার কি হ'ল" পর্য্যন্ত তাহার মুখে নাই,—কথা কোন মতেই তাহার মুখ দিয়া বাহির করাইতে পারা গেল না। সাত দিন এইভাবে কাটিল, বড় বৌকে উঠাইলে উঠে, হাঁটাইলে হাঁটে, শোয়াইলে শুইয়া থাকে, দাঁড় করাইয়া রাখিলে একভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, কিছু খাওয়াইতে গেলে কতকটা খায়, মুখে কোনও কথা নাই, সকল অবস্থাতেই একভাবে চুপ করিয়া।

এই সাত দিন পর আরকট সাহেবকে পুনরায় আনা হইল।

—তিনি দেখিয়া বলিলেন—"উন্নতি আশানুরূপ নহে।—আজ এক

মাত্রা ঔষধ দিতেছি, যদি চার দিনের মধ্যে উন্নতি দেখিতে পাও, তবে আমার নিকট সংবাদ দিও, নতুবা আর আমার নিকট সংবাদ পাঠাইও না।

আরকট সাহেব নিজেই এক পুরিয়া ঔষধ বড় বৌকে খাওয়াইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

এবার মোট পাঁচ শত টাকা লইয়া তিনি বিদায় লইলেন।

চার দিন হইয়া গেল।

বড় বৌ'র অবস্থার কোন উন্নতিই দেখা গেল না।

অনুকূল দত্ত পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের সহিত পরামর্শ করিলেন, স্থির হইল, কলিকাতার কবিরাজ-কুলগৌরব, মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গারাম শাস্ত্রী শিরোমণি মহাশয়কে আনা হইবে।—

সঙ্গে সঙ্গেই লোকও প্রেরিত হইল।—

দৈনিক দুই শত টাকার করারে কবিরাজ মহাশয় আসিলেন।—কবিরাজ মহাশয় প্রাচীন, শীর্ণকায়, মস্তকে শিখা, শাস্ত্রজ্ঞ, দেখিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াই মনে হয়।—সঙ্গে একজন ভৃত্যও আসিল।

—এক দিন, এক রাত্র অবস্থান করিয়া কবিরাজ বড় বৌকে দেখিলেন। বলিলেন, চিন্তার কোনই কারণ নাই, ব্যাধি মোটেই দুঃসাধ্য নহে, এরূপ অনেক রোগীই তাঁহার হস্তে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মুহুর্মুহঃ শাস্ত্র বচন আওড়াইয়া কবিরাজ মহাশয় একটি তৈল, একটি ঘৃত এবং একটি অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিলেন, এক পক্ষের মত এই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল, এক পক্ষের মধ্যেই ব্যাধি বিদূরিত হইবে, এক পক্ষ পরে পুনরায় দেখিয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে

হইবে। দুই পক্ষকাল তাঁহার ব্যবস্থা মত ঔষধাদি ব্যবহার করিলে ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যাইবে।—তবে এক পক্ষ ঔষধ ব্যবহারের ফলেও রোগিণীর সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হওয়াও বিচিত্র নহে,—অনেক স্থলেই এক পক্ষেই আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে।

কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলেন।

তৈল, ঘৃত ও অন্য চূর্ণ-ঔষধটি ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

কবিরাজী চিকিৎসা এক পক্ষ প্রায় হইয়া আসিল।—

বড় বৌ'র দুইটি পরিবর্ত্তন দেখা গেল। একটি, তাহার অচল অবস্থা চলিয়া গেল, সে আপনা হইতেই হাঁটিতে আরম্ভ করিল, টুক্ টুক্ করিয়া হাঁটিয়া গিয়া যেখানে হউক একস্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আবার হাত ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলে আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসে।—গতি অতি ধীর, মন্থর। অপর পরিবর্ত্তন এই, যে বড় বৌ'র সাধারণ স্বাস্থ্য একটু উন্নতি লাভ করিল। বড় বৌ'র শরীর চিরদিনই দোহারা,—এখন যেন তাহারই উপর আর একটু চিক্‌নাই দেখা দিল, বর্ণ এবং সৌন্দর্য্য যেন আর একটু ফুটিল।—আর কোন পরিবর্ত্তনই নাই।

এক পক্ষ হইয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয়কে পুনরায় আনা হইল।

—দেখিয়া, তিনি ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন, বলিলেন, চিন্তার কোনই কারণ নাই, এক পক্ষকাল এই পরিবর্ত্তিত ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগিণী নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবে, নতুবা শাস্ত্রীয় বচনই অসত্যে পরিণত হয়।

এক দিবস ও এক রাত্র অবস্থান করিয়া এবারও তিনি দুই শত টাকা ও পাথেয় লইয়া বিদায় হইলেন।

ঔষধ ব্যবহার চলিতে লাগিল।—

এ পক্ষও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বড় বৌ'র কোনই পরিবর্ত্তন নাই।

—বড় বৌ আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হয়, যেদিকে হউক চলিয়া যায়, তাহার পর এক স্থানে স্থির, অটল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, ফিরাইয়া আনিলে বেশ ফিরিয়া আসে। তাহার সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি যাহা হইয়াছিল, তাহার পর আর কিছুই হয় নাই।—

এক মাস কবিরাজী চিকিৎসার পর সকলেই অনুকূল দত্তকে পরামর্শ দিলেন, আর কবিরাজের নিকট লোক পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, ঔষধাদি যথেষ্টই দেওয়া হইয়াছে, এখন ঔষধাদি বন্ধ করিয়া জ্ঞানবাবুর উপদেশ মত প্রকৃতির উপরই ফেলিয়া রাখা সঙ্গত, অত্যধিক ঔষধ প্রয়োগে কুফল বা অনিষ্টও ঘটিতে পারে। এ যাবৎ প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যে চিকিৎসা হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কিছু ফলই হয় নাই।

অনুকূল দত্তও ইহাতেই রাজী হইলেন, চিকিৎসা বন্ধ হইল।—

অতঃপর প্রায় এক মাস, দেড় মাস হইয়া গেল।—

—চিকিৎসা বন্ধ করিয়াও বড় বৌ'র অবস্থা মন্দের দিকে যাইল না, ভালর দিকেও যাইল না। তাহার হাঁটিয়া বেড়ানটাই চলিতে থাকিল,—হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়া কখন কখন অন্দরের ভিতরেই কোন স্থানে সে চুপ করিয়া পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া থাকিত, কখন কখনও বা বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া কোন বৃক্ষতলে বা অপর কোন নিভৃত স্থানে, কখন

কখনও গোয়াল বাড়ীতে কোথাও, কখন কখনও বা বাহির বাড়ীতে চলিয়া গিয়া কোথাও স্থিরভাবে একস্থানে চুপ করিয়া বড় বৌ দাঁড়াইয়া থাকিত।

প্রথম প্রথম বড় বৌ'র প্রতি তীব্র নজর রাখিবার জন্য একজন চাকরাণীকে সর্ব্বদাই তাহার নিকটে রাখা হইত, এবং বড় বৌ যাহাতে অন্দরের গণ্ডির বাহিরে না যাইতে পারে, এ জন্য চাকরাণীকে কড়া আদেশ দেওয়া হইত। ফলে অন্দরের বাহির হইলেই চাকরাণী বড় বৌকে হাতে ধরিয়া টানিয়া ফিরাইয়া আনিত। কিন্তু যখন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাওয়া গেল, বড় বৌ একস্থানে যাইয়া কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর কিছুই করে না, তখন তাহার প্রতি কড়া-কড়ি করিবার এবং তাহাকে টানিয়া ফিরাইয়া আনিবার যে কঠিন আদেশগুলি চাকরাণীকে প্রদত্ত হইয়াছিল, সে সমস্তই প্রত্যাহার করা হইল।—বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলেই অনুকূল দত্তকে বলিলেন, "ও তো মারাত্মক পাগল নয়, যে শিকল দিয়ে হাত-পা বেঁধে ঘরের ভিতর পুরে রাখতে হবে। বরং বাড়ীর ভিতর অমনি করে পুরে রাখাটাই খারাপ।—হেঁটে বেড়িয়ে যদি সে আরাম পায়, কি এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যদি শান্তি পায়, তবে তা করুক না,—ইচ্ছে মত হেঁটে বেড়িয়ে, খোলা জায়গায় থেকে, যদি সে ভাল থাকে, তাই থাক,—স্নান-আহারের সময় ডেকে নিয়ে এলেই হবে। পাগলকে ইচ্ছে মত থাকতে দেওয়াই ভাল, বেশী কড়া-কড়ি, জোর-জবরদস্তিতে কুফল হয়।"—

—বড় বৌ'র গতিবিধি অবাধ হইল। স্নানাহার ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে

একজন চাকরাণী যাইয়া তাহাকে লইয়া আসিত। প্রকৃত পক্ষে সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্তই সে আটক থাকিত মাত্র।

—দুই তিন মাস কাটিয়া গেল।

—মধ্যে মধ্যে বড় বৌ হাঁটিতে হাঁটিতে বাগানের দরজা দিয়া—কখনও বা বাহির বাড়ীর সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িত এবং যেখানে সেখানে—পথের পার্শ্বে, বা কোন বৃক্ষতলে বা কাহারও খোলা বাগানের মধ্যে—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত।—মধ্যে মধ্যে পাড়া-প্রতিবেশীগণের বাড়ী পর্য্যন্তও চলিয়া যাইত, যাইয়া হয়, আঙ্গিনার উপর, অথবা পুকুরের ধারে বা কোন ঘরের পার্শ্বে বা পশ্চাতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত।—মধ্যে মধ্যে সে ইতর-পল্লী পর্য্যন্তও চলিয়া যাইত, যাইয়া, কাহারও ঘরের পার্শ্বে, বা পথের ধারে, বা কাহারও উঠানের উপর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত।

প্রথম প্রথম যখন বড় বৌ'র বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়া আরম্ভ হয়, তখন বাড়ীতে মহা-হুলুস্থূল পড়িয়া যাইত—কোথায় গেল, কোথায় গেল, খোঁজ, খোঁজ, ইত্যাদি। চারিদিকে লোকজনের ভীষণ ছুটাছুটি পড়িয়া যাইত। কিন্তু পরে দেখিতে পাওয়া গেল, এ বিষয়ে গ্রামবাসী-গণের—ভদ্র, ইতর, ছোট, বড়, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা—সকলেরই যথেষ্ট কর্ত্তব্য বোধ আছে। তালুকদার বাড়ীর বড় বৌ'র কথা সকলেই জানিত, তাহার উন্মাদ রোগের জন্য সকলেই মর্ম্মাহত।—বাড়ীর বাহিরে যেই তাহাকে দেখিতে পাইত—কি বালক, কি বালিকা, কি ভদ্র, কি ইতর, কি বৃদ্ধ, কি বৃদ্ধা,—সেই আসিয়া তালুকদার বাড়ীতে আপনা হইতেই জানাইয়া যাইত, বড় বৌ অমুক স্থানে রহিয়াছে।—এই সংবাদই

যথেষ্ট বিবেচিত হইত, যেহেতু বড় বৌ যেখানে দাঁড়াইয়া যায়, সেই স্থানেই থাকিয়া যায়, আর কোথাও যায় না, বা না আনিলে আসে না। বড় বৌ গ্রামের ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া উঠিলে প্রথম প্রথম বাড়ীর পুরুষগণই ব্যস্ত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া খবর দিয়া যাইত, বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ সস্নেহে বড় বৌকে আদর অভ্যর্থনা করার নিষ্ফল প্রয়াস পাইত, কিন্তু পরে, পুরুষগণের উক্তরূপ ছুটাছুটি আর প্রয়োজন বিবেচিত হইত না,—বড় বৌ যে বাড়ীতে যাইত, সে বাড়ীর লোকেরা আপনা হইতেই বড় বৌ'র প্রতি দৃষ্টি রাখিত, এবং মধ্যাহ্ন বা সন্ধ্যা হইয়া আসিলে সে বাড়ীরই কোন স্ত্রীলোক বড় বৌকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বাড়ীতে রাখিয়া দিয়া যাইত।—ইতরপল্লীর কোন বাড়ীতে যাইলে এবং অসময় হইয়া পড়িতেছে দেখিলে, তালুকদার বাড়ীর লোকের আগমনের অপেক্ষা না করিয়া, সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাও বড় বৌকে আনিয়া রাখিয়া দিয়া যাইত।—যদি সাময়িকভাবে কোন বাড়ীতে স্ত্রীলোক উপস্থিত না থাকিত, তবে সেই বাড়ীর পুরুষেরাই আসিয়া বড় বৌকে লোকদ্বারা আনাইয়া লইবার জন্য তালুকদার বাড়ীতে বলিয়া যাইত।—ক্রমশঃ ক্রমশঃ যেন তালুকদার বাড়ী এবং ভদ্র ইতর গ্রামবাসীর মধ্যে একটা বোঝাপড়াই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, যে, বড় বৌ কাহারও বাড়ীতে থাকিলে এবং অসময় হইয়া পড়িলে—অর্থাৎ দ্বিপ্রহরে স্নানাহারের সময় বা সন্ধ্যা হইয়া আসিলে—এবং বড় বৌকে আনিবার জন্য তালুকদার বাড়ীর লোক যাইতে বিলম্ব ঘটিলে,—সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই কেহ না কেহ বড় বৌকে আনিয়া রাখিয়া দিয়া যাইবে। গ্রামবাসীগণের এই সহৃদয়তার উপর নির্ভর করার ফলে, যদি কোনও দিন বড় বৌ'র

বাড়ী ফিরিতে মধ্যাহ্ন বা সন্ধ্যা হইয়া আসিত তথাপি তালুকদার বাড়ীর লোক বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইত না, বা আর একটু না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইত না।

আরও পাঁচ-ছয় মাস কাটিয়া গেল।—বড় বৌ'র অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই নাই।

অতঃপর অঘটন-ঘটন-পটিয়সী এক দুর্ঘটনা ঘটাইলেন।

—একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল, বড় বৌ বাড়ীতে ফিরিল না।—

—বড় বৌ যে প্রত্যহই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িত, তাহা নহে, মধ্যে মধ্যে এক এক দিন বাহির হইয়া পড়িত মাত্র। গত কয়েক-দিন সে বাড়ীর বাহিরে যায় নাই, এ দিন সকালেও বাহির হয় নাই, বৈকালের দিকে সদর দরজা দিয়াই সে বাহির হইয়া পড়ে।—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, বড় বৌ আসিল না, কেহই তাহাকে লইয়া আসিল না, ইহা দেখিয়া বাড়ীর লোক তাহার অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু—কোন সন্ধানই নাই।—কেহই বলিতে পারিল না যে, বড় বৌকে আজ দেখিয়াছে।—

হুলুস্থূল ব্যাপার আরম্ভ হইল। বাড়ীর ঝি, চাকর, আমলাগণ সকলেই ছুটাছুটি করিয়া বাহির হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। যেন মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত দত্তপুর গ্রামে রব উঠিয়া গেল, বড় বৌকে পাওয়া যাইতেছে না,—গ্রামবাসীগণ, কি ভদ্র, কি ইতর—ঘর হইতে আলো লইয়া বাহির হইয়া দলে দলে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া পথ ঘাট, বন জঙ্গল, বাগান, গৃহস্থবাড়ীর আনাচ, কানাচ অন্বেষণ করিয়া দেখিতে লাগিল,—সমস্ত গ্রামে ভীষণ তোলপাড় আরম্ভ হইল—এক একটি বৃদ্ধাও

আলোক হস্তে নিজ বাটীর সন্নিকট স্থানসমূহ দেখিতে লাগিল—যদি কোন ডোবা বা পুকুরে বড় বৌ পড়িয়া গিয়া থাকে, এই ভাবিয়া দেবেন গ্রামের প্রত্যেকটি ডোবা এবং পুকুরে লোক নামাইয়া এবং জাল ফেলাইয়া দেখিতে দেখিতে রাত প্রায় প্রভাত হইয়া গেল,—মাঠ, পথ দেখিতে দেখিতে লোক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত চলিয়া গেল,—সমস্ত রাত্র ধরিয়া গ্রামবাসীগণ এবং তালুকদার বাড়ীর লোকজন সারাগ্রাম এবং নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি ভীষণভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিল,—বড় বৌ কোথাও নাই, কোন সন্ধানই তাহার নাই।—এ রজনীও কি এমনি অন্ধকার!—রাত্র শেষ হইতে চলিল, অনুসন্ধানের শেষ নাই!—গ্রামের কি ভদ্র, কি ইতর, কি নর, কি নারী, কাহারও চক্ষে এ রাত্রে নিদ্রা নাই, সকলেই দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ, বড় বৌ'র সংবাদ পাইবার জন্য অতি বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা পর্য্যন্ত এ রাত্রে বিনিদ্র অবস্থায়, বিষণ্ণ চিত্তে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে লাগিল।

—যে অঘটন ঘটিয়া গেল, কেহ ত তাহা জানিল না—।

দত্তপুর গ্রামে ইদানিং দুই একটি বদমায়েসের অভ্যুদয় হইতেছিল;—কিছুদিন হইতে কালু সেখই একা বদমায়েস ছিল, ইদানিং হারু বাগ্দীও তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছিল। এই দত্তপুর গ্রামে কালু সেখের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল না, এ গ্রামে সে বিশেষ নামজাদাও ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামের এক জুয়ার আড্ডায় তাহার গতিবিধি ছিল, সেই গ্রামের এক চোরের দলের সহিতও তাহার ঘনিষ্টতা ছিল,—তাহার গাঁজা ও তাড়ি খাওয়ার আড্ডাও সেই গ্রামেই ছিল, হারু বাগ্দীও কিছুদিন হইতে কালু সেখের সহিত ঘনিষ্টতা করিতেছিল, তাহার নিকট আসিয়াই গঞ্জিকা

সেবন করিত এবং তাহার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেও মধ্যে মধ্যে যাইতে সুরু করিয়াছিল।—দত্তপুর গ্রামের লোক এ সকল বিষয় কোন দিনই তেমন লক্ষ্য করে নাই,—করিবার কারণও ঘটে নাই।—কিছুদিন হইতেই এই দুইজনের দৃষ্টি বড় বৌ'র উপর পতিত হয়। সময়ে, অসময়ে বড় বৌ যেখানে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে—ইহা দেখিয়া কালু সেখ ও হারুর মধ্যে গুরুতর পরামর্শ চলিল, একদিন সুযোগ বুঝিয়া বড় বৌ'র গাত্র হইতে সোনার গহনাগুলি খুলিয়া লইতে হইবে।—দুইজনেই সুযোগের অপেক্ষায় রহিল।—অতঃপর এ দিন সুযোগ জুটিয়া গেল। কালু সেখ এবং হারু দুইজনই বৈকালে দেখিতে পাইল, হারুর বাটীর অতি নিকটে, একটি নিভৃত স্থানে, একটি বিশাল বটবৃক্ষতলে বড় বৌ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিকটেই একটি ভগ্ন কুটীর ছিল, কুটীরের কপাটও ছিল।—দুইজনে টুক করিয়া বড় বৌকে কুটীরের মধ্যে আনিয়া রাখিয়া দিয়া বাহির হইতে কপাটে শিকল দিয়া গেল এবং সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকার নামিতেই দুইজনে আসিয়া বড় বৌ'র গাত্র হইতে দুইটি বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরী, সোনার বালা এবং চুড়ি এবং কানের হীরক দুল, গলার সোনার হার ও সোনার চুলের কাঁটা খুলিয়া লইয়া বড় বৌকে টানিয়া সন্নিকটে, নিভৃত নদীকিনারে লইয়া গিয়া একটি দ্রুতগামী ক্ষুদ্র পানসীতে তুলিয়া লইয়া দুইজনে প্রবলবেগে পানসী চালাইয়া লইয়া গিয়া প্রায় সাত আট ক্রোশ দূরে একস্থানে নদীকিনারে একটি ঝোপের নিকট নামাইয়া ছাড়িয়া দিয়া রাতারাতি পানসী চালাইয়া ফিরিয়া আসিল।—বড় বৌকে লইয়া গিয়া বহুদূরে ছাড়িয়া দিয়া আসিবার কারণ—হউক না সে পাগল, কি জানি, তথাপি যদি কোন ক্রমে কোন কথা তাহার মুখ

হইতে বাহির করিয়া লয়! অনুকূল দত্তের তালুকের গণ্ডি পার করিয়া দিয়া আসাই ভাল!—বড় বৌ'র গাত্র হইতে লওয়া হয় নাই কেবল হাতের নোয়া ও শাঁখা।

৫

দত্তপুর গোটা গ্রামখানিই বিষণ্ণ—।

তালুকদার বাড়ী যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত, শূন্য,—মুহ্যমান, বড় বৌ বিনা।—

—নাই কোন সন্ধান, কোন খোঁজ,—এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, এক মাস কাটিয়া গেল।—আর আশাও নাই কোন সন্ধানের,—কতভাবে কত অনুসন্ধান, কত তল্লাসই না হইয়া গেল!—

একরূপ দৃঢ় ধারণা সকলেরই—কোন মতে না কোন মতে অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, জলে ডুবা বা সর্প দংশন, বা অন্য কিছু ঘটিয়াছে, সকল অনুসন্ধান ব্যর্থ হইলেও লাশ গ্রামের মধ্যেই কোথাও রহিয়াছে, একদিন না একদিন পাওয়া যাইবেই।—কত কথাই না রটিতে লাগিল!—একটা লাশ নাকি নদী দিয়া ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে,—কিন্তু, সে লাশ পুরুষের না স্ত্রীলোকের, সে লাশ কে দেখিয়াছে, কোথায় দেখিয়াছে, কবে দেখিয়াছে, শত প্রশ্ন করিয়াও কোন সঠিক কথা কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় না,—সকলেই বলে, "শুনিয়াছি", "শুনিয়াছি"—এই পর্য্যন্ত!—অধিকাংশ লোকে এ কথা বিশ্বাসই করে না।—

সুদিন, দুর্দ্দিন,—কোনটাই পড়িয়া থাকে না,—তালুকদার বাটীর দিনও কাটিতে লাগিল।—

—দেবেন বাহ্যতঃ শান্ত, যথেষ্ট সংযত, কিন্তু অহোরাত্র তাহার অন্তরের ভিতর দিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা অতি গভীর, অতি ভীষণ, অবর্ণনীয়।

—একটা চিন্তা—মনের মধ্যে একটা আলোড়ন—দেবেনের পক্ষে সময় সময় দুর্দ্দমণীয় এবং অসহ্য হইয়া উঠিত।—ঐ মাদুলী হারাণ হইতেই তাহার সমস্ত বিপদাপদ ও অমঙ্গলের উৎপত্তি।—বাঁধাঘাটে তখনই কেন সে ভাল করিয়া মাদুলীর অনুসন্ধান করিল না!—ভাবিতেই তাহার সমস্ত প্রাণ, সমস্ত দেহ যেন কেমন করিয়া উঠে!—যাইবার সময় বিভাকেই বা কেন বলিয়া গেল না!—জমাতপুরে থাকা কালীন যদি সে তথা হইতেই নিজেই শ্বশুর-শাশুড়ীকে মাদুলী হারাইয়া যাওয়ার কথা পত্রদ্বারা জানাইত, তাহা হইলে তাঁহারা যে কোন প্রকারেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে পারিতেন এবং কোন দুর্ঘটনাই ঘটিতে পারিত না। তাহার পর জমাতপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া, বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই যখন সে দেখিল বিভাবতী মূর্চ্ছিতা, প্রাণ লইয়া টানাটানি, উন্মাদ রোগাক্রান্ত, রোগের প্রতিকার করিয়াও প্রতিকার হইতেছে না, তখন আর দেবেনের প্রবৃত্তি হইল না যে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে মাদুলীর কথা লিখিয়া জানায়।—যাহার মাতা পিতার নিকট লিখিবে, তাহারই এই অবস্থা,—সে কোন প্রবৃত্তি লইয়া আর তাঁহাদিগকে লিখিবে,—লিখা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুও ভাল।—তবু আশা ছিল,—শ্বশুর-শাশুড়ী বিভাবতীকে দেখিতে আসিবেন বলিয়া ক্রমাগতঃই পত্র দিতেছিলেন—আসিলে দেবেন তাঁহাদিগকে এক

সময়ে জানাইতে পারিত, কিন্তু তাঁহাদের আসা হইল না—উভয়েই প্রাচীন—শারীরিক অসুস্থতাই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল।—আসিতে না পারিয়া তাঁহারা পর পর দুইবার বিভাবতীর দুই সহোদরকে পাঠাইয়া দিলেন—বিভাবতীকে লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু দুইজনই আসিয়া ফিরিয়া গেল, দেবেন বিভাবতীকে লইয়া যাইতে দিল না—অতদূরে বিভাবতীকে পাঠাইয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত বা সুস্থির থাকিতে পারিবে না।—ইহার অল্প দিন পরই ত বিপৎপাত হইয়া গেল,—বড় বৌ অন্তর্হিত!—অতঃপর দেবেন আর শ্বশুরালয় বা শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা চিন্তা করিতেই পারিত না, করিলেই যেন মৃত্যু-যন্ত্রনা উপস্থিত হইত!—

কিন্তু ঐ মাদুলীর জন্য মনের আলোড়ন থাকিয়াই গেল, দিন দিনই উহা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল, দেবেন অতি কষ্টেই উহা দমন করিত।—দেবেনের মনে হইত, ঐ মাদুলী পাওয়া গেলে সমস্ত বিপদাপদ্ এখনও নিশ্চয়ই ঘুচিয়া যাইবে।—ভাবিতে ভাবিতে মন এতই অস্থির হইয়া উঠিত যে, ইচ্ছা হইত যেন এখনি ছুটিয়া গিয়া বাঁধাঘাটে পড়িয়া ডুবিয়া ডুবিয়া মাদুলীর অন্বেষণ করে।—

সংসারের কথা।—

বড় বৌ যে দিন প্রথমেই মূর্চ্ছিতা হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে, যাহাতে বামাসুন্দরীর কোন কষ্ট বা অসুবিধা হইতে না পারে, এরূপ ব্যবস্থা দেবেন সেই দিনই করিয়া দেয়। সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিবার জন্য একজন অতিরিক্ত চাকরাণী নিযুক্ত হয়, তাহাকে আর অন্য কোনও কাজে লাগান হইত না।

বড় বৌকে দেখিবার জন্যও একজন অতিরিক্ত চাকরাণী নিযুক্ত করা হয়।

মাতার শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইতেছে কিনা, সে বিষয়ে দেবেনও বিশেষ দৃষ্টি রাখিত।

—বড় বৌ যে দিন প্রথম অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহার পর দিনই নীরেন ও ছোট বৌকে আনিবার জন্য লোক এবং পাল্কি প্রেরিত হয়।

—বড় বৌ'র অসুস্থতার সকল কথা যখন লতিকার পিত্রালয়ের অন্দরে গিয়া পৌঁছিল, তখন নারী মহলে কি রঙ্গ, ব্যঙ্গ, অট্টহাস্য পরিহাসের ধূমই না পড়িয়া গেল!—দয়াময়ী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অ লো, তোরা বেয়াই বাড়ীর বড় বৌ'র ঠাট শুনবি—দৌড়ে আয়।—আমার মেয়েকে নিতে এয়েছে।—বড় বৌ সেখানে পতিভক্তি দেখিয়ে ভীমরতি ক'রে ব'সে আছে।—স্বামীর কোলে মাথা রেখে প'ড়ে থেকে স্বামী নেই ব'লে অজ্ঞান!—বাপের কালে দেখেছিস অমন ঠাট,—শুনেছিস কেউ!—না দেখে থাকিস ত একবার গিয়ে দেখে আয় তোরা! —এখন আমার মেয়েকে দিয়ে হাত টিপিয়ে, পা টিপিয়ে, গায় হাত বুলিয়ে, পাখার হাওয়া খেয়ে প'ড়ে থাকতে সাধ হয়েছে!—কেন তার স্বামী নেই! ভাতারকে দিয়ে ও কাজ হয় না!—আমার সুখের মেয়ে যদি অত করবে, তবে অমন ঘরে দিলাম কেন,—কাঙ্গাল গরীবের ঘরে দিলেই হ'ত!—তালুকদারের পয়সা নেই, ঝি চাকর রাখতে পারে না!—নিতে এয়েছে, নিয়ে যাক,—সাতদিন না পেরুতেই মেয়ে আমার ফিরে আসবে বাড়ী।"

—প্রেরিত পাল্কিতে নীরেন ও ছোট বৌ চলিয়া আসে, কিন্তু

কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই ছোট বৌ'র পিত্রালয় হইতে পাল্কি আসিয়া উপস্থিত,—তাহার মাতার অসুখ, তাহাকে যাইতে হইবে।—ছোট বৌ চলিয়া গেল।—দুই চার দিন পরই নীরেনের জন্যও পাল্কি এবং লোক আসিয়া উপস্থিত,—লতিকার অসুখ, যাইতে হইবে।—এইরূপই চলিতে লাগিল,—ছোট বৌকে আনাইলে কয়েকদিন থাকিয়াই চলিয়া যায়, তাহার পর নীরেনের জন্যও পাল্কি আসে, সেও চলিয়া যায়।

—ছোট বৌ আসিয়া থাকিলেই বা কি! যে বিরাট সংসার পরিচালনার জন্য সে আনীত হয়, তাহার কিছুই তাহার দ্বারা হয় না,—পক্ষান্তরে ছোট বৌ বিশৃঙ্খলা আরও লক্ষগুণ বাড়াইয়া দিয়া ভাণ্ডারের চাবি-কাটি পর্য্যন্ত হারাইয়া একদিন সংসার অচল করিয়া দিবার উপক্রম করে।—হয় ত ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া পাঁচ সের সরিষার তৈল পরিপূর্ণ ভাঁড়টাই হাত হইতে ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া তৈল দ্বারা মেঝে প্লাবিত করিয়া দিল।—ফর্দ্দ করিতে বসিয়া হয় ত এক জিনিষ দুইবার লিখিল আবার এক জিনিষ লিখিলই না,—হয় ত যে জিনিষ পাঁচ সের প্রয়োজন, তাহা এক সের লিখিল, যাহা এক সের প্রয়োজন, তাহা পাঁচ সের লিখিল।—হয় ত কোন জিনিষের অভাবে একদিন কুলদেবতার ভোগই বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।—চাকর চাকরাণীদের ভিতর হয় ত কেহ জল পান পাইল, কেহ পাইল না, এক বেলা হয় ত তিনজনের ভাতই কম পড়িয়া গেল, এক বেলা হয় ত তিনজনের ভাতই বেশী হইয়া নষ্ট হইল,—হয় ত কতকগুলি জিনিষ আলগা পড়িয়া নষ্টই হইয়া গেল, আর কতকগুলি জিনিষ বিড়ালেই খাইয়া গেল, হয় ত দুইদিন ভাঁড়ারের দরজায় তালা-চাবিই পড়িল না!—

ঝি, চাকর, পাচক, পূজারী আসিয়া তাগিদ না করা পর্য্যন্ত কোন কাজের কথা ছোট বৌ'র মনেই হয় না, তাগিদ করিলেও "আচ্ছা, যাচ্ছি," "হবে, এত তাড়াতাড়ি কি"—এই সমস্ত উত্তর। ঝি, চাকর বিরক্ত হইয়া অস্থির হইয়া উঠে। বিশৃঙ্খলা দেখিয়া মেনার মা ত এক এক সময় ছোট বৌকে তিরস্কার করিত। ছোট বৌ বলিত, "বাবাঃ—আমি অত পারি নে।—তুমি গিয়ে করনা কেন, করলেই ত পার।—" মেনার মা এক এক সময় ছোট বৌকে যৎপরোনাস্তি বকাবকি করিত।—বিশৃঙ্খলা যখন বড়ই বাড়িয়া যাইত, ঝি, চাকর প্রভৃতি যখন বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে আরম্ভ করিত, এবং এত পরিশ্রম করিতে পারে না বলিয়া ছোট বৌ নিজেও যখন বড় অভিযোগ আরম্ভ করিত, তখন নীরেন নিজেই ছোট বৌকে সাহায্য করিবার জন্য ছোট বৌ'র সহিত ভাঁড়ারে যাইয়া ঢুকিত,—ফলে বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়া যাইত, চাকর চাকরাণীদের অসুবিধা আরও বাড়িয়া যাইত এবং সকলেই হাঁপাহাঁপি আরম্ভ করিত,—নীরেন অপ্রতিভ হইত। বড় বৌ উন্মাদ অবস্থায় থাকা কালীন তাহার কোন তত্ত্বাবধানের কার্য্যই ছোট বৌ করিত না, করিবার প্রয়াস পর্য্যন্ত পাইত না, এবং বামাসুন্দরীর দিক দিয়া ত সে এ পর্য্যন্ত কোন কালেই হাঁটে নাই—বামাসুন্দরী না ডাকিলে তাঁহার কক্ষেও ছোট বৌ প্রবেশ করে নাই,—কিন্তু এ সব জন্য কোন কথাই তাহাকে কেহ কোন দিন বলেন নাই,—সকলেই চাহিতেন যে গৃহস্থালীর ভিতর ছোট বৌ একটা উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া থাকিলেই যথেষ্ট।—কিন্তু ইহাও ঘটিয়া উঠিত না, ছোট বৌ যেন ইহাতেও প্রাণান্ত হইয়া উঠিত।—বড় বৌ অদৃশ্য হওয়ার পর ছোট বৌ

একবার যখন পিত্রালয় হইতে আসিল, তাহার সঙ্গে আসিল এক নয়-দশ বৎসর বয়স্ক বালক ভৃত্য, নাম কাবুলী। সে সর্ব্বদাই ছোট বৌ'র সঙ্গে সঙ্গে থাকিত,—যেন গায়ের এঁটুলি।—বালককে মেনার মা 'কেব্লি' বলিয়া ডাকিত, এ জন্য বালক সর্ব্বদাই মেনার মায়ের উপর অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিত,—মুখে কিছুই বলিতে পারিত না। কাজ-কর্ম্মের জন্য মেনার মা ত যখন তখন ছোট বৌকে বকাবকি করিত; সেদিন মেনার মা উত্তেজিত হইয়া আসিয়া ছোট বৌকে বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ গো, ছোট বৌমা,—কেমন মানুষ তুমি—তোমার কি একটু হুঁস নেই—কাল যে হাট থেকে ফল মূল আনতে দাও নি—আজকে ঠাকুরদের নৈবিদ্য হবে কি ক'রে শুনি?—পূজো করা বামুন যে গালে হাত দিয়ে বসে আছে!—এ কেমন তর কাজ তোমার গো—" ইত্যাদি ইত্যাদি। কাবুলী নিকটেই ছিল, সে বলিয়া উঠিল—"তুই বকবার কে!"—মুখ ভ্যাংচাইয়া মেনার মাও বলিয়া উঠিল—"ও মা গো—এ ছোঁড়া আবার কোত্থেকে এলো—পালা—হারামজাদা পোড়ারমুখো—দূর হ—।" আর কোন কথা না বলিয়া, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া কাবুলী তখনই পলায়ন করিল। সোজাপথ ধরিয়া গিয়া একেবারে ছোট বৌ'র পিত্রালয়ের অন্দরে উঠিয়া দয়াময়ীকে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইল,—লতিকাকে শ্বশুরালয়ে ঝি, চাকর সর্ব্বদা গালাগালি, বকাবকি, অপমান, লাঞ্ছনা করিতেছে, সে সেখানে নাস্তানাবুদ হইয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। দয়াময়ী একেবারে ক্রোধে ফুলিয়া উঠিলেন, শাসাইতে লাগিলেন, কি করিয়া পুনরায় তাঁহার কন্যাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যায় দেখিবেন।—অতঃপর ঘটিতে লাগিলও তাহাই,—লতিকা পিত্রালয়ে আসিবার পর

যখনই তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরালয় হইতে পাল্কি আসিত, সে পাল্কি তিন-চারবার না ফিরাইয়া দিয়া লতিকাকে আর পাঠাইত না। এবং বহু কষ্টে যখনই লতিকা শ্বশুরালয়ে আনীত হইত, দুইদিন চারদিন পরেই আবার তাহাকে লইয়া যাওয়া হইত।

—মধ্যে আবার অনুকূল দত্ত গৃহস্থালী বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এক কাজ করিয়া বসিলেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, দেবেন এবং এমন কি বামাসুন্দরীর পর্য্যন্ত নিষেধ উপেক্ষা করিয়া মধ্যম পুত্রবধূ জ্যোৎস্নাময়ীকে আনাইবার জন্য অনুকূল দত্ত তাঁহার মধ্যম বৈবাহিকের নিকট অনেক কাঁদা-কাটা ও কাকুতি মিনতি করিয়া পত্র লিখিলেন।—কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া তিনি আবার একখানি পত্র দিলেন, তাহার পর আরও একখানি দিলেন।—একখানিরও উত্তর আসিল না।—অতঃপর অনুকূল দত্ত নিরস্ত হইলেন, মধ্যম পুত্রবধূর আশাও পরিত্যাগ করিলেন।—মধ্যম বৈবাহিকের নিকট পত্র লিখিতে সকলেই যে অনুকূল দত্তকে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার দুইটি কারণ। প্রথম কারণ এই যে, রূপেনের মৃত্যুর পর মধ্যম পুত্রবধূ যে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল তাহার পর হইতে শ্বশুরালয়ের সহিত সে আর কোন সম্পর্কই রাখে নাই, এবং এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার নিকট এবং তাহার মাতা-পিতার নিকট বহুবার পত্র লিখিয়া একবারও উত্তর আসে নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মধ্যম পুত্রবধূ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে নানারূপ কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে,—কিছুদিন শুনিতে পাওয়া গেল, সে কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে, আবার কিছুদিন শুনিতে পাওয়া গেল, সে শিক্ষয়িত্রীর চাকুরী করিতেছে, আবার একবার শুনিতে পাওয়া গেল, সে বিলাত যাত্রা করিবে, আবার শুনিতে পাওয়া

গেল, তাহার বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে।—মধ্যম পুত্রবধূ জ্যোৎস্নাময়ী বিবাহের সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রী ছিল, একটি অতি উচ্চ শিক্ষিত ঘর হইতে সে আনীতও হইয়াছিল।—তাহার পিতা একজন অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, সরকারী শিক্ষা বিভাগে অতি উচ্চ বেতনে চাকুরী করেন, নিবাস পাবনা জেলায়,—অধুনা কলিকাতায়।

—অনুকূল দত্তের সংসার অচল হইয়া নাই, গৃহস্থালী চলিতেছেই।—

—দেবেন যখন বাড়ীতে থাকে, যাহাতে মাতার অযত্ন না হয়, পিতার কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সেই দৃষ্টি রাখে। কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া অনেক সময় তাহাকে বাড়ী ছাড়াই থাকিতে হয়।—

—ছোট বৌও প্রায় শ্বশুরবাড়ী ছাড়াই থাকে।—

—মেনার মা-ই অধিকাংশ সময় গৃহকর্ত্রী হইয়া দাঁড়ায়, তাহার ক্ষুদ্র স্কন্ধে এই বিরাট সংসার ভার-বহন করিতে সেই চেষ্টা করিয়া থাকে।

বহুদিনের মেনার মায়ের সবই ভাল, দোষের ভিতর একটু চোর। তালুকদার বাড়ীতে আজীবন অতিবাহিত করিয়া সে মেনাকে মানুষ করিয়াছে, ঘর বাড়ীর অবস্থাও ফিরাইয়াছে। বামাসুন্দরী বরাবর তাহাকে একটু অনুগ্রহই করিতেন।

সংসার ঝি, চাকরের হাতেই চলিতে লাগিল।—আত্মীয়-স্বজন স্ত্রীলোক এমন কেহই নাই, যাহাকে আনিয়া রাখিতে পারা যায়।

—বামাসুন্দরীর খোঁজ খবর লইবার জন্য প্রতিবেশিনীগণ প্রায়ই আসিতেন।

দিন চলিতে লাগিল।

বড় বৌ অদৃশ্য হওয়ার পর হইতে এক বৎসর হইয়া গেল।—

অনুসন্ধান চলিয়াছে, কিন্তু তাহার সন্ধান কিছুই পাওয়া যায় নাই।—পাইবার আশাও আর নাই।—এই দীর্ঘকাল মধ্যে বামাসুন্দরীর অযত্ন এবং কষ্ট যথেষ্টই হইয়াছে, তিনি নীরবে সকলই সহ্য করিতেছেন, কিন্তু শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। যিনি দৃষ্টি শক্তি বিহীনা এবং উত্থানশক্তিহীনা, তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করা যেমনই হীন, তেমনই সহজ। চাকর চাকরাণী সাধারণতঃ যাহা হীন এবং সহজ তাহাই করিয়া থাকে। যে চাকরাণীর হস্তে বামাসুন্দরীর সেবাশুশ্রূবার ভার অর্পিত, তাহার কর্ত্তব্যে অবহেলার মাত্রা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে।—নিজের নানা কষ্ট ও অসুবিধার কথা বামাসুন্দরী কাহাকেও বলেন না,—কাহাকে বলিবেন? বলিয়াই বা কি হইবে? কে রহিয়াছে, তাঁহাকে দেখিবার মত? স্বামী ত নিজেই অক্ষম!—দেবেনের যাহা সাধ্য, বাড়ীতে থাকিলে সে ত তাহা করেই, কিন্তু তাহার পক্ষে কতটুকুই বা সাধ্য!—তাঁহার সেবা, শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা ত পুরুষের কাজ নহে।—প্রতিবেশীনীগণ আসিয়া যখনই বামাসুন্দরীর শারীরিক তত্ত্বগ্রহণ করিতেন, বামাসুন্দরী তখন প্রায়ই বলিতেন, "কেমন আর থাকব, বল।—শমন যে আমাকে ভুলে আছে গো, এখন এলেই খালাস।"—অযত্ন ও কষ্টের কথা প্রতিবেশীনীগণ সকলেই বেশ বুঝিতেন।

বামাসুন্দরীর যে যথেষ্ট অযত্ন ও কষ্ট হইতেছে, অনুকূল দত্ত তাহা বিশেষ করিয়াই বুঝিতেন। অনুকূল দত্তের নিজেরও যে যথেষ্ট অযত্ন এবং কষ্ট হইতেছে, তাহাও তিনি বেশ বুঝিতেন। আর তিনি বুঝিতেন দেবেনের কষ্ট ও অযত্নের কথা। কিন্তু তিনিও নীরব হইয়াই থাকিতেন।—

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।—আরও ছয় মাস কাটিয়া গেল।

দত্তপুরের কৈলাশ পাত্রের বাটী।

কৈলাশ পাত্র বহুদূর জ্ঞাতি সম্পর্কে অনুকূল দত্তের ভ্রাতা হইতেন,—সম্পর্ক এত দূরের যে উহা ধরিলে ধরিতে পারা যায়, না ধরিলেও চলিতে পারে। দুইজনই প্রায় এক বয়সী, কৈলাশ পাত্র দুই চার মাসের বড়। সম্বন্ধটা চিরদিন হরিহর-আত্মা বন্ধুর মতই চলিয়া আসিয়াছে, দাদা ভায়ের মত কখনও হয় নাই। কৈলাশ পাত্রের সাংসারিক অবস্থা পৈত্রিক আমলের মত নাই,—সামান্য কিছু পৈত্রিক জমি আছে, পৈত্রিক নগদ টাকাও কিছু ছিল। কৈলাশ পাত্র নিজে এবং পত্নী ব্রজেশ্বরী দুইজনই অত্যন্ত হিসাবী,—কৈলাশ পাত্র ঐ পৈত্রিক জমি চাষ-আবাদ করিয়া এবং পৈত্রিক টাকাটা খাটাইয়া এবং ব্রজেশ্বরীর নিকট হইতে বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

বেলা প্রায় দশটা।—কৈলাশ পাত্র বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া জাঁমা জুতা লাঠি রাখিয়া দিয়া হুঁকা কলিকা লইয়া আসিয়া ভিতরের বারান্দার উপর একখানি মাদুর পাতিয়া বসিলেন এবং কলিকায় ফুঁ দিতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময় ব্রজেশ্বরী রন্ধনশালা হইতে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"তালুকদার বাড়ী গিয়েছিলে আজ?—তার কি করলে?"

কৈলাশ পাত্র, "তালুকদার বাড়ী ত রোজই যাই।—এত তাড়াতাড়ি কি! আঁট ঘাট বেঁধে ত লোকে কাজ করে। তাড়াতাড়ি করলে কি হয়।"

ব্রজেশ্বরী,—"তা হয় না।—ঢিলেমিতেই হয়—"

কৈলাশ পাত্র,—"বড় মাছ ধরতে গেলে ভাল ক'রে চার তৈরি ক'রে ঘাট বুঝে চার ফেলে ছিপ ফেলতে হয়—"

ব্রজেশ্বরী,—"তবে চারই তুমি কর বসে বসে।—চার কত্তে কত্তেই—। আমার বোন ত একখানা চিঠি আজও দিয়েছে—আজ সকালে এলো চিঠি—"

কৈলাশ পাত্র,—"বোন ত ভারি,—সম্পর্ক ত খুবই।—"

ব্রজেশ্বরী,—"আমার বোন না হয় না-ই হ'ল মনোরমা।—কন্যাদায় ত বটে, তার।—বিয়ে দিতে পাচ্ছে না।—অনাথিনী বিধবা, দাঁড়াবার ঠাঁই নেই যার,—একটা উপকারই না হয় করলে তার—"

কৈলাশ পাত্র,—"এতকাল তার নাম ত কৈ মুখেও আননি।—বুড়ো কালে বাপের বাড়ী গিয়ে ফিরে এসে এই এক মাস হ'ল তাগিদ জুড়েছ।—দায় যেন তোমারই বেশী—তার চেয়ে—"

ব্রজেশ্বরী,—"বুড়ো কালে বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম—সে আমি অন্যায়ই করিছি।—বাইশ-তেইশ বছর বাদে একবার ভাইপো, ভাইঝি, ভাইয়ের বৌকে দেখতে গিয়ে না হয় দোষই করেছি—"

—ব্রজেশ্বরী চুপ করিয়া রহিলেন। কৈলাশ পাত্র ধূমপানে রত হইলেন।

একটু পরে ব্রজেশ্বরী আবার বলিলেন,—"তাগিদ কি আমি অমনিই জুড়েছি।—মেয়ের আর কেউ নেই, এক মা বৈ।—মেয়ে নিয়ে এসে ও বাড়ীতে ফেলতে পারলে, এক বছর দেড় বছর বাদে মনোরমাও এসে উঠতে পারবে ওখানে।—এর বাড়ী ওর বাড়ী ভাত রেঁধে,

গতর খাটিয়ে, নিজের পেট চালাচ্ছে ত সে।—ও বাড়ী এসে উঠলে পরে, মনোরমাই হবে গিন্নী,—তালুকদার বাড়ী তখন আমাদেরই হবে।—কত বড় সহায় আমাদের।—তালুকদার, তালুকদারের বৌ'র ত ঐ অবস্থা, থেকেও যা, না থেকেও তাই,—থাকলেই বা ক'দিন তারা!—ছোট বৌ ত শ্বশুরবাড়ী থাকেই না, মেজ বৌ—সে ত—! মনোরমাই হবে বাড়ীর গিন্নি, যদি ভাগ্যে থাকে।—"

কৈলাশ পাত্র, "—দূর জ্ঞাতি সম্পর্কে মাসতুতো বোন,—সম্বন্ধটা ভারি।"

ব্রজেশ্বরী,—"সে যা হয়, আসবে ত।"

কৈলাশ পাত্র,—"—দেখতে সুন্দরী ত মেয়েটা?"

ব্রজেশ্বরী,—"পরমাসুন্দরী না হ'লে তালুকদার বাড়ীর কথা তুলতাম কিনা আমি?—দত্তপুরে কারুর ঘরে অমন সুন্দরী নেই,—গরীব, অসহায় না হ'লে ও মেয়ে এতদিন প'ড়ে থাকত?—এবার বাপের বাড়ী গিয়ে মেয়েকে দেখে তবেই ত কথা বলছি আমি।—এ্যাদ্দিন কি কোন কথা বলেছিলাম আমি, না ভেবেছিলাম কিছু? সুহাসিনীকে নিয়ে এসে তুলতে পারলে, তালুকদার বাড়ী ত আমাদেরই হবে।—আমাদের সংসারের ত অবস্থা এই—।"

কৈলাশ পাত্র,—"মেয়ের বয়স কত?"

ব্রজেশ্বরী,—"সেয়ানা মেয়ে,—বয়েস আবার কত?—ষোল-সতের হবে—।"

কৈলাশ পাত্র,—"বলে ওরা তাই,—কুড়ি-একুশের কম নয়।"

ব্রজেশ্বরী,—"হোলো না হয় তাই,—মেয়ের কোষ্ঠী আবার অত

কে রাখে,—তা'তে আবার দোজ পক্ষের বর—মেয়ে যত সেয়ানা হয়, ততই ভাল।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কৈলাশ পাত্র বলিলেন, "—আমাকে তাগিদ কচ্ছ,—তুমি একবার অনুকূলের পরিবারকে বুঝে দেখ না—।"

ব্রজেশ্বরী,—"মেয়েতে মেয়েতে বোঝা বুঝিতে কি হবে,—বাইরে ত কর্ত্তা,—কর্ত্তাই সব।"—এই বলিয়া ব্রজেশ্বরী চলিয়া গেলেন!—কৈলাশ পাত্র চিন্তা-নিবিষ্ট হইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন।

৬

ঐ দিন, দ্বিপ্রহর।

তালুকদার বাড়ী। অন্দরে, উপরে, নিজের কক্ষে বামাসুন্দরী শায়িতা।

ব্রজেশ্বরী প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—

"ও মা, আজ যে একা! পাড়ার কেউ আসেনি আজ?"

—আওয়াজেই বামাসুন্দরী ব্রজেশ্বরীকে চিনিয়া বলিলেন, "না দিদি, আজ এখনও ত কেউ আসেনি।—বোসো তুমি—।"

শয্যার উপর বামাসুন্দরীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ব্রজেশ্বরী বামাসুন্দরীর হস্ত হইতে পাখাটা টানিয়া লইয়া বলিলেন—"দাও আমাকে ভাই—।"

বামাসুন্দরী তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত চাকরাণীকে ডাকিলেন—"অ লো—সোদা—সোদা—।"

কোন উত্তর নাই। বামাসুন্দরী বলিলেন—"কোথায় যায়, আমাকে ফেলে—!"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আহা, কেন, বল ?—আমিই ত আছি—।"

বামাসুন্দরী,—"উঠতাম দিদি, একবার—।"

"চল; আমি তুলে নিয়ে যাই,"—এই বলিয়া ব্রজেশ্বরী ধীরে ধীরে বামাসুন্দরীকে তুলিয়া লইয়া গেলেন এবং একটু পরে ধীরে ধীরে লইয়া আসিয়া আবার শোয়াইয়া দিলেন।

"ওদের আক্কেল দেখ, দিদি," বামাসুন্দরী বলিলেন।—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "বোন, আজ তোমাকে একটা কথা বলছি আমি।—তোমার এই কষ্ট দেখে আমাদেরই বুক ফেটে যায়।—তোমার সাক্ষাতে ত কাঁদতে পারিনে, অসাক্ষাতে আমরা সবাই কাঁদি।—কি সুখের মানুষ হ'য়ে এই দেড় বছর দু'বছর হ'ল কি কষ্ট, কি অযত্নেই দিন যাচ্ছে তোমার।—ঝি চাকর দিয়ে কি তোমার যত্ন হয় ভাই!—তোমার এ দুঃখু দেখে ক'দিন থেকেই বলব বলব মনে করি,—আজ আর তা না ব'লে পারলাম না ভাই।—আমি বলছি, তোমার দেবুর আবার বিয়ে দাও, বৌ আসুক, তোমার কষ্ট দূর হবে, গেরস্থালী বজায় থাকবে।—আমার সন্ধানে একটি খুব সরেশ পাত্রী আছে,—লোকের সেবায় যত্নে, গেরস্থালীর কাজে, সবদিকে চৌকস, আর দেখতে শুনতেও পরমাসুন্দরী।—মত যদি কর তোমরা, সম্বন্ধ ক'রে এক্ষুণি বিয়ে হতে পারে।"

বামাসুন্দরী,—"বেটার বৌ ত আছে দু'জন!—কি তা'রা কচ্ছে আমার!

—অতি প্রসন্নতা ও উদারতা সহকারে ব্রজেশ্বরী এক গাল হাসি হাসিলেন, পরে বলিলেন—

"এ তোমার উল্টো কথা ভাই।—আহা তাই ত হয়,—কষ্টে কষ্টে, দুঃখে দুঃখে অমনি কথাই ত বলে লোকে।—আমি হ'লে, আমিও বোলতাম।—তা, কাজের বেলায় ও ভেবে ব'সে থাকলে ত দুঃখ ঘোচেনা বোন, যা'তে দুঃখ ঘোচে, সব দিক রক্ষে হয়, লোকে তাই করে :—একজন যদি খারাপ হ'ল, আর একজন যদি খারাপ হ'ল, তবে লোকে সে দু'জনকে বাদ দিয়ে আবার একজনকে নিয়ে আসে।—নইলে কি সংসার চলে কখন!—দু'জন যদি ভাল না হ'ল, তা ব'লে সবাই কি মন্দ হবে!"

বামাসুন্দরী,—"আমার যদি অমন ভাগ্যই হবে দিদি, তবে অমন বড় বৌ অমন হয়!"

ব্রজেশ্বরী,—"যে গিয়েছে, সে গিয়েছে,—তা'র কথা আর ভাবতে নেই। সে যে কখন ছিল তা মনেও কত্তে নেই,—মনে করলেই দুঃখু!—যাতে তেমন বড় বৌ আবার তুমি পাও, সেই কথাই বলছি আমি ভাই,—তোমার এই দুঃখু দেখে।—কি বলছ, শুনি?"

বামাসুন্দরী,—"আমি কি বলব, দিদি!"

ব্রজেশ্বরী,—"তোমাদের যদি মত হয়, বিয়ে তা'রা এক্ষুণি দিতে পারে।"

বামাসুন্দরী,—"আমার আবার মত কি! বাড়ীতে কর্ত্তা আছেন, যা করবেন, তিনিই।"

ব্রজেশ্বরী,—"সে ত জানি, ভাই।—তোমার ইচ্ছেতেও কিছু হবেনা,

অনিচ্ছেতেও হবে না,—যা করবেন তিনিই।—তবু মনের ভিতরে একটা ইচ্ছে, অনিচ্ছে ত থাকে নিজের। সেইটুকখানিই জিজ্ঞেস কচ্ছি।—তবে তোমার যদি অনিচ্ছে থাকে, তা হ'লে তাঁরই বা ইচ্ছে হবে কিসে!"

বামাসুন্দরী,—"আমার দিন ত কেটেই গেল।—যত্নই বা কি, কষ্টই বা কি!—এমনি ক'রেই যাবে আমার।—তবে তিনি যদি বিয়ে দিয়ে বৌ আনেন, তা'তে আর অনিচ্ছে কারই বা হবে!"

ব্রজেশ্বরী,—"তা বৈ কি!"

—এমন সময় পাড়ার কয়েকজন মহিলা আসিয়া পড়িলেন, ব্রজেশ্বরীও এ কথা বন্ধ করিলেন।

—সকলে বসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।—একটু পরেই ব্রজেশ্বরীও উঠিয়া বিদায় হইয়া গেলেন।

—বাড়ীতে আসিয়াই ব্রজেশ্বরী সমস্ত কথা স্বামীকে বলিলেন। ব্রজেশ্বরী বড়ই উৎফুল্ল। সমস্ত শুনিয়া কৈলাশ পাত্র বলিলেন, "আচ্ছা. তবে কাল অনুকূলকে বুঝি— ?"

পরদিন। বেলা আন্দাজ নয়টা।

তালুকদার বাড়ী। অনুকূল দত্ত তাঁহার নিজের কক্ষে ফরাসের উপর তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া বসিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। ভৃত্য কানাই মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিয়া যাইতেছিল।

কাছারী ঘরে সেরেস্তার কাজ কর্ম্ম পুরাদস্তুর চলিতেছিল, লোকজনের গতিবিধিও তথায় হইতেছিল। দেবেনও সেরেস্তায় বসিয়া কাজ-কর্ম্ম করিতেছিল।

বড় বৌ

কৈলাশ পাত্র তাঁহার অভ্যাস মত সময়ে আসিয়া বসিলেন এবং কথা বার্ত্তায় যোগ দিলেন। খোস গল্প ও ধূম পান পুরাদস্তুর চলিতে লাগিল।

বেলা বাড়িতে লাগিল। এক একজন করিয়া উঠিয়া যাইতে লাগিলেন। সকলেই উঠিয়া গেলেন, আজ কৈলাশ পাত্র উঠিলেন না, তিনি বসিয়া অনুকূল দত্তের সহিত কথাবার্ত্তাই চালাইতে লাগিলেন এবং ধূমপানই করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। উপস্থিত প্রসঙ্গটা শেষ হইতেই হঠাৎ কৈলাশ পাত্র বলিলেন—

"তারপর অনুকূল, এমনি ক'রে আর যাবে কত কাল!—তুমি ত কিছু বুঝচনা, ভাবছনা, কচ্ছনা।—তোমার পরিবারের ত দুর্গতির শেষ নেই, ঘর গেরস্থালীরও বিশৃঙ্খলা।—তুমি ত ভাল বাইরে ব'সে তালুকদারী নিয়েই প'ড়ে আছ, তোমার দিন ভালই যাচ্ছে।—অবিশ্যি কষ্ট তোমারও হচ্ছে, দেখে-শুনে আমরা ত বুঝি।—ভেবে-চিন্তে একটা ব্যবস্থা ত কর্ত্তে হয়—"

অনুকূল দত্ত বুঝিয়া উঠিতেই পারেন নাই যে, কৈলাশ পাত্র কি বলিতেছেন। তিনি কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বলছ, কৈলাশ-দা?"

কৈলাশ পাত্র,—"বলছি, তোমার বড় ছেলের আবার বিয়ে দাও। আমার সন্ধানে একটি পরমাসুন্দরী, পরমগুণবতী পাত্রী আছে, তোমরা যদি মত কর, তবে এক্ষুণি বিয়ে হ'য়ে যায়।—এ্যাদ্দিন না হয় এমনি ক'রে কাটা'লে তুমি, আর কত কাল এমনি ক'রে যাবে, বল।—দেখতে শুনতে কি ভাল হচ্ছে! না লোকেই বা ভাল বলে!—আমরা নেহাৎ আপন

ব'লেই বলছি এসব কথা।—অবস্থাটা তো তোমার বুঝতে হয় ভাই!—বাড়ীর ভিতর বৌমা চির-রোগী, শয্যাশায়ী, কি দুর্গতিতেই যে দিন যাচ্ছে তাঁর! মেয়েদের মুখে তাঁর দুর্গতির কথা আমরা ত সব শুনতে পাই।—তিনি মুখ ফুটে ত কিছুই বলেন না, কিন্তু এই কষ্ট আর অযত্ন সইতে সইতেই হ'য়ে আসবে তাঁর।—একজন নইলে কি হয়!—তোমার এই মস্ত সংসার, গেরস্থালী,—বিশৃঙ্খলায় বিশৃঙ্খলায় ছার-খারে গেল, গেরস্থালীর কি আছে কিছু!—সংসারটা ত রক্ষে কত্তে হয়!—তোমার নিজের কষ্ট যা হয়, তা না হয় তুমি নিজে সইলে, তা'তে ত আর সংসার রক্ষা হয় না।—তিন তিন ছেলেরই বিয়ে দিয়েছিলে, একটি সন্তানও কারুর হয় নি,— যে বংশটা রক্ষে হয়। বংশে বাতি দেবারও ত লোক চাই—"

—কথায় বাধা দিয়া অনুকূল দত্ত বলিয়া উঠিলেন, "কাকে তুমি বলছ ও সব, কৈলাশ-দা! আমি ও সব বুঝিনি, না ভাবিনি।—বিয়ে করবার লোকটা কে, শুনি?"

কৈলাশ পাত্র,—"সে কি! দেবু কি আর বিয়ে করবে না?"

অনুকূল দত্ত ঠোঁট দুইটি ফুলাইলেন, ধীরে ধীরে বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে মস্তকটি ঘুরাইলেন, পরে তাঁহার স্বাভাবিক ধীর ভাবে বলিলেন—

"ও কথা সে মুখেই আনতে দেবে না!—আজও সে তলে তলে বড় বৌ'র সন্ধান কচ্ছে, সে খোঁজও পাচ্ছি আমি।—আমার দেবু একটি আদর্শ-ছেলে, একটি রত্ন,—অমন পাবেনা তুমি!—বড় বৌমাটা যেমন ভাল ছিল, সর্ব্বনাশটাও তেমনি ঘটিয়ে গেল—"

—বলিতে বলিতে অনুকূল দত্তের মুখ ভার হইয়া উঠিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি আবার বলিলেন—

"—কার একখানা টেলিগ্রাম খুলে কি সর্ব্বনাশটাই ঘটিয়েছি আমি বড় বৌ'র, আমার ছেলের।—"

—আর বলিতে পারিলেন না, অনুকূল দত্তের চক্ষে জল আসিল।

একটু পরে চক্ষের জল মুছিয়া তিনি বলিলেন,—"গোবিন্দ, গোবিন্দ, রাধামাধব—।" —একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

কৈলাশ পাত্র বলিলেন, "—তবে এই তো কথা তোমার, দেবেনের বিয়ে কত্তে ইচ্ছে নেই।—আচ্ছা, ত'ার মত করার ভার আমার ওপর। তাহ'লেই ত হোলো?"

অনুকূল দত্ত,—"যদি তা'র মত হয়, আমি হাসতে হাসতে বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে আসব।—দেবুর কষ্ট ভেবেই ত দিবা-রাত্র আমার অন্তরে রোদন—সে যে কী মনের অবস্থা আমার তা জগদীশ্বরই জানেন।—নইলে আমারই বল, আর ওর মায়ের কথা বল—আমাদের কারুরই কোন কষ্ট নেই।—যে সর্ব্বনাশ ঘটবার তা দেবুরই ঘ'টে গেছে।"

"তবে এই কথাই থাকল।—বেলা হয়েছে, উঠি এখন," বলিয়া কৈলাশ পাত্র উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন।—

—কিন্তু তিনি সদর দরজার দিকে গেলেন না, আস্তে আস্তে আসিয়া কাছারী ঘরে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দেবেন সেরেস্তায় বসিয়া কাজ-কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত—

আস্তে আস্তে দেবেনের নিকটে আসিয়া ফরাসের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৈলাশ পাত্র বলিলেন—

বড় বৌ

"দেবু—কাজ-কর্ম্মের বড় ভেজাল দেখছি।—আমি যে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ কচ্ছি—"

—দেবেন মুখটা এমনই বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া রহিল যে, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিল।

উত্তর না পাইয়া কৈলাশ পাত্র বলিলেন, "—কি বল তুমি ?"

দেবেন বলিয়া উঠিল—"নাঃ।"

"তা বল্লে কি হয়। বুঝেশুনে চলতে হবে ত—"বলিতে বলিতে কৈলাশ পাত্র চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে দেবেনকে দুই-তিন ক্রোশ দূরে একটা স্থানে যাইতে হইয়াছিল। বৈকালে সে ফিরিয়া আসিতেছিল।

কৈলাশ পাত্র তখন রাস্তার পার্শ্বে বাড়ীর বারান্দার উপর বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। দেবেন আসিতেছে দেখিয়াই তিনি ডাকিলেন—

"দেবু, শোন, শোন—এসো— ।"

দেবেন আসিয়া ছাতা মাথায় দিয়াই বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া বলিল—"বলুন—"

কৈলাশ পাত্র,—"এসো, এসো, উঠে এসো, মাদুরের ওপর বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।—দেখা হ'ল, ভালই হ'ল, নইলে গিয়েও দেখা কত্তাম আমি।"

দেবেন,—"বলুন—কি কথা।"

কৈলাশ পাত্র,—"উঠে এসোনা বাবাজী।—বলি, বিয়ের কথায় অমত কচ্ছ তুমি, সেটা কি ভাল, বুঝছ না কিছু :—ভেবে চিন্তে ত চলতে হয়। —তোমার বাপ মায়ের অযত্ন হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, তোমাকে মুখ ফুটে

বলছেন না বটে, কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছ।—না বুঝলে কি চলে আর।—সংসার তো ছারেখারেই গেল।—সে না হয় গেল, গেল।—কিন্তু বাপ মায়ের কথাটা ত মনে ভাবতে হয়। তাঁদের প্রাণটা ত রক্ষে কত্তে হবে তোমার।—সব দিকেই যেমন তুমি ভাল, তথন বাপ মায়ের প্রতি এমনি উদাসীন হওয়াটা কি উচিত তোমার—"

—দেবেন বলিয়া উঠিল, "তা যদি মনে করেন, তবে সম্বন্ধ করুন।"

কৈলাশ পাত্র,—"তোমার জন্যে যদি বাপ মায়ের জীবন রক্ষে না হ'তে পায়, সংসার রক্ষে না হ'তে পায়, সেটা কি ভাল?—তোমার মাতৃ-ভক্তি, পিতৃ-ভক্তির কথা ত জানি আমরা সবাই,—অমন ক'রে অমত করা কি তোমার উচিত।—মা বাপের অন্তরে আঘাত দিয়ে—"

—আর না শুনিয়া, "কোন অমত নেই, বল্লাম ত"—বলিয়া দেবেন ফিরিয়া অমনি চলিয়া গেল।

—কৈলাশ পাত্র,—"দেবু" বলিয়া ডাকা মাত্রই ভিতরে ব্রজেশ্বরী তাহা শুনিতে পাইয়া অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।—বৃহৎ নলক শোভিতা, স্থূলাঙ্গিনী ব্রজেশ্বরী অতঃপর তাঁহার গোলাকৃতি সুবৃহৎ বদনে এক গাল হাসি লইয়া মন্থর গতিতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—

"যে ভয় ছিল তোমার, তা তো উতরে গেল।—এখন যা কত্তে হয়, কর।—আর দেরীতে কাজ নেই।"

—অতঃপর দুইজনের গভীর যুক্তি পরামর্শ চলিল।

বড় বৌ

পনর দিন পরের কথা।—

দেবেনের আড়ম্বর বিহীন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নববধূ সুহাসিনী আসিয়া রহিয়াছে।

যে দিন বিবাহ করিবার জন্য দেবেনকে যাত্রা করিতে হয়, সেদিনকার একটি ক্ষুদ্র ঘটনা।—সেদিন প্রভাত হইতেই দেবেন বড় বিমর্ষ ছিল। যাত্রা করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেবেন মুহূর্ত্তের জন্য একবার উপরে নিজের শয়ন কক্ষে আসিল।—দেওয়ালের গায় বড় বৌ'র একখানি ফটো ছিল। তাহার অতি যত্নে রক্ষিত ফটোখানির দিকে সে একবার চাহিল।—চক্ষুদ্বয় সজল হইয়া আসিল, কিন্তু দেবেন আত্ম-সম্বরণ করিয়া ফটোখানি নামাইল, একবার তাহা চুম্বন করিল, তাহার পর একটি ট্রাঙ্ক খুলিয়া ফটোখানি তাহার মধ্যে রাখিয়া দিয়া ট্রাঙ্কে চাবি বন্ধ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্রজেশ্বরী এবং কৈলাশ পাত্র ইহা অদ্যাবধি সযত্নে গোপনই রাখিয়াছেন যে, বহু কষ্ট করিয়া খুঁজিলে সুহাসিনীর মাতা মনোরমার সহিত ব্রজেশ্বরীর একটা বহুদূর সম্পর্ক পাওয়া যায়।—

—তালুকদার বাড়ীর অন্দরে সে শূন্য ভাব আর নাই।

কিন্তু—

সুহাসিনীর অন্তরে বিষাদ, গভীর দুশ্চিন্তাভার।—আসিয়া, কয়েকদিনের মধ্যেই, সে বুঝিয়া লইয়াছে, তাহার এ বিবাহ বিবাহই হয় নাই, দেবেনের মন কিছু মাত্রও সে হরণ করিতে পারে নাই, দেবেনের মন ষোল আনা সেই বড় বৌয়েই ডুবিয়া রহিয়াছে! সুহাসিনী দেখিল, যতদিন পর্য্যন্ত সে দেবেনের মন সম্পূর্ণ রকমে হরণ করিতে না পারে,

বড় বৌকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতিতে ডুবাইতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বিবাহই বৃথা, এ সংসারে তাহার কোনও স্থান নাই।

প্রভাত হইতে রাত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ সুহাসিনীর একমাত্র চিন্তা ও কার্য্যতঃ চেষ্টা—কি করিয়া দেবেনের মন হরণ করিবে।

সর্ব্বদাই সে মুখে হাসি-খুসি লইয়া, সোহাগ লইয়া, ভালবাসা দেখাইয়া, দেবেনের হাত ধরিয়া, অন্তরের সমস্ত মিষ্টতা দিয়া দেবেনের সহিত ব্যবহার করিতে প্রয়াস পাইত।

কৈলাশ পাত্রের বাড়ী।

কৈলাশ পাত্র ও ব্রজেশ্বরী।

কৈলাশ পাত্র,—"তালুকদার বাড়ী থেকে ফিরতে আজ যে এত দেরী করলে?"

ব্রজেশ্বরী,—"নূতন বৌ এসেছে, দলে দলে গ্রামের মেয়েরা সব রোজই দেখতে যাচ্ছে,—পাঁচজনকার সঙ্গে পাঁচটা কথা কইতে কইতেই দেরী হয়।"

কৈলাশ পাত্র,—"তারপর নূতন বৌ'র খবর কি?"

ব্রজেশ্বরী,—"খবর ভালই।—নূতন বৌ ক'রে ত আনলাম সুহাসিনীকে, এখন যেমন তেমন ক'রে একটা ছেলে এনে ওর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই আমার ষোল কলা পূর্ণ হয়। তা যদ্দিন না হচ্ছে, তদ্দিন—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কৈলাশ পাত্র বলিলেন—

"মেয়ে ত সেয়ানাই দেখেছি।"

ব্রজেশ্বরী,—"বয়সেও সেয়ানা,, বুদ্ধিতেও সেয়ানা, খাসা পাকা—

বুদ্ধি।—যাই, কাজ প'ড়ে আছে—।" এই বলিয়া ব্রজেশ্বরী চলিয়া গেলেন।

—বিবাহের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত গ্রামের নারী মহলে তালুকদার বাড়ীর নূতন বৌ'র কথা খুবই চলিল। দুই বাড়ীর দুইজন স্ত্রীলোক একত্র হইলেই নূতন বৌ'র কথা ভিন্ন অন্য কথা হইত না—আজ ভব ডাক্তারের কন্যা, কল্যাণী, বাড়ীর ভিতরের পুকুরের ঘাটে স্নান করিতেছিল, এমন সময় নাপিত বৌ গোলাপ আসিয়া ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া বলিল—

"হ্যাঁ দিদি, কেমন আছ?—মায়ের কাছে শুনলাম এসে, কাল তুমি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছ, নাইতে গিয়েছ,—তাই দেখতে এলাম তোমাকে। শরীর ভাল আছে ত দিদিমনি? শ্বশুরবাড়ীর সব ভাল?"

কল্যাণী,—"হ্যাঁ। দেড় বছর পর ত এলাম কাল—।"

গোলাপ,—"আমার বাড়ীতে ত সব জ্বর, আমার জ্বর, আমার ছোট খুকীর জ্বর, খুকীর বাপের জ্বর—ঔষধ নিতে এসেছিলাম, তা বাবু ত বেরিয়ে গিয়েছেন, আবার একবার আসব—"

কল্যাণী,—"আসিস,—তালুকদার বাড়ী গিয়েছিলি নাপিত বৌ?—নূতন বৌ কেমন হয়েছে?"

গোলাপ,—"দেখতে খুব, দিদিমনি। একদিন গিয়ে দেখে এসো না।"

কল্যাণী,—"মোটে ত কাল এসেছি। একদিন যাব, মাকে নিয়ে। মার সময় হোক। মাও দেখতে যেতে পায়নি।"

গোলাপ,—"যেদিন যাবে, বোলো, আমি এসে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা," বলিয়া কল্যাণী একটু হাসিল।

গোলাপ বলিল,—"নূতন বৌ এসে ইস্তক দুদিন কামাতে গিয়েছিলাম, আর যেতে পারিনি,—জ্বরেই মলেম। বিকেল থেকে সন্ধে ইস্তক বসিয়ে রেখে কামাতে এলো—।"

হাসিয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

—এমন সময় ভব ডাক্তারের প্রতিবেশী নলিনীবাবুর স্ত্রী চারুশশী স্নান করিতে আসিলেন।

কল্যাণী বলিল,—"ছোট মাসী, একা এলে কেন? মনে করলাম সবাই মিলে আসবে—"

চারুশশী,—"কেউ এলোনা, কি করব—একাই এলাম। ওদের আসতে দেরী—। কল্যাণী, সাঁতার কাটবি ত? কল্যাণী এ্যাদ্দিন ছিল না, আমার সাঁতার কাটাই হয় নি। তোকে নিয়ে সাঁতার কাটব বলে তাড়াতাড়ি করে এলাম—"

কল্যাণী হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আমার শ্বশুরবাড়ীতে ত ওসব বন্ধ—পুকুরও নেই, সাঁতার কাটাও নেই,—তোলা জলে নাইতে হয়।—নাপিত বৌ'র কথা শুনছি, ছোট মাসী,—তালুকদার বাড়ীর নতুন বৌ'র কথা—"

চারুশশী,—"বল, বল গোলাপ,—আমি ও একটু শুনি—"

গোলাপ, —"আপনি ত গিয়ে দেখে এসেছেন—"

চারুশশী,—"হল ত কি হল,—দেখেছি ব'লে কি শুনতে নেই—নতুন বৌ'র নতুন কথা?—বল, বল,—শুনে সাঁতার কাটব দু'জনায়—"

কল্যাণী,—"বসিয়ে রেখেছিল কেন?"

গোলাপ,—"বল্লে, এখন আমার সময় নেই। তুমি বোসো গিয়ে—যখন সময় হবে, আমি ডাকব।—আমি বসে রইলাম।—বেলা গড়িয়ে গেল, তখন ডাকল।—তাও আবার কত! ঝি এসে সাবান দিয়ে পা ধুইয়ে দেবে, গা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেবে, তখন আলতা পরবে।—তা আবার আমার আলতা দেখে—একি আলতা, এ ভাল নয়, ও ভাল নয়, এই ক'রে গিয়ে নিজের ঘর থেকে আলতা বার ক'রে এন্নে দিলে, তবে আমার আলতা পরান হ'ল—"

হাসিয়া কল্যাণী বলিল, "সে আবার কেমন আলতা? সে আলতার নাম কি?"

গোলাপ,—"অত আবার কে জিজ্ঞেস করেছে দিদি।—দিলে আমাকে, আমি তাই পরিয়ে দিলাম—।"

চারুশশী,—"সে আলতার নাম জানিসনে!—তবে এ্যাদ্দিন শ্বশুর-বাড়ী থেকে কি শিখে এয়েছিস!—সে আলতার নাম—মনের মত আলতা!—না লো না,—মনমজানো আলতা।—শুনলি?"

—কল্যাণী হাসিল।

তাহার একখানি হাত ধরিয়া জোরে টানিয়া চারুশশী বলিলেন—

"—আয় সাঁতার কাটবি।—জলে গা ডুবিয়ে কি ভড়র ভড়র কচ্ছিস—!"

"দাঁড়াও, ছোট মাসী।—ঐ দেখ কে এলো—," বলিয়া ঘাটের দিকে চাহিয়া কল্যাণী হাসিল।

"কৈ? কে এলো?"—বলিয়া চারুশশীও ফিরিয়া চাহিলেন।

—আসিতেছিল তালুকদার বাড়ীর মেনার মা।

গোলাপ আস্তে আস্তে বলিল,—"এইবার কথার জাহাজ আসছে—শুনুন কত শুনবেন—নূতন বৌ'র কথা।"

চারুশশী বলিলেন,—"মেনার মা, সাঁতার কাটবি ত শিগ্‌গির আয়—"

—আসিয়া সান-বাঁধান ঘাটে দাঁড়াইয়া মেনার মা বলিল, "না মা,—ডুবে মরব,—সাঁতার জানিনে—"

চারুশশী,—"বালাই—মরবি কি কত্তে—"

মেনার মা,—"হ্যাঁ মা, কল্যাণী, শ্বশুরবাড়ী থেকে এলে, ত শরীর কেন অমন—দিব্যি মোটা-সোটা হ'য়ে আসবে—"

কল্যাণী,—"শরীর আবার কেমন। যেমন থাকে তেমনি—।"

চারুশশী,—"নতুন শশুরবাড়ী থেকে এলে শরীর ওমনিই হয়—।"

কল্যাণী,—"মেনা কেমন আছে? মেনার বৌকে নিয়ে এলিনে কেন?"

মেনা এবং কল্যাণী একই রাত্রে জন্মিয়াছিল, দু'জনে কত খেলা-ধূলাও করিয়াছে।

মেনার মা,—"আমি কি জানি, মা, তুমি বাড়ী এসেছ!—মেনা শুনতে পেলে আপনিই ছুটতে ছুটতে আসবে তোমাকে দেখতে।—বৌ'র ত জ্বর, ভারী জ্বর।—আর কি আমার মনিব বাড়ী থেকে এক দণ্ড বেরুবার যো আছে!—কি বলব দুঃখের কথা!—কাল শুনলেম বৌ'র জ্বর হ'য়েছে,—আজ দোকানে যাই ব'লে চালাকি ক'রে বেরিয়ে দেখতে গিয়েছিলেম।—মনে করলাম, ফিরতি মুখে ডাক্তারবাবুকে ব'লে যাব গিয়ে বৌকে দেখে আসতে,—তা এসে শুনলেম, রুগী দেখতে বেরিয়ে গিয়েছেন।—তুমি এসেছ, মায়ের কাছে শুনলেম—"

বড় বৌ

কল্যাণী,—"বৌকে দেখে আসবো, বলিস।"

মেনার মা,—"আর ত আমি আজ বাড়ী যাব না, বোন। তুমি কখন যাবে তাই বল, আমি ব'লে পাঠাব, একজন এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।—আর ত আমি বাবুর বাড়ী থেকে বেরুতে পাইনে, মা—"

কল্যাণী,—"কেন পাস্‌নে?—নতুন বৌ কেমন, বল্?"

মেনার মা,—"হ্যাঁ গো, ও কি বৌ!—বিয়ে ক'রে বড়-দাদা আনলে কা'কে!—ওকি মেয়ে, না মেয়ের মা, না মেয়ের দিদিমা—বুঝতেই ত পারিনে আমরা—"

চারুশশী,—"বুঝতে পারিস নে? পোড়া কপাল তোর।—মেয়ের মাও নয়, দিদিমাও নয়,—ঠাক'মা, ঠাক'মা—বুঝলি ত?"

মেনার মা,—"তাই হবে গো।—বুড়ি, বুড়ি, ছিঃ! তিরিশই হবে, না চল্লিশই হবে, ভগবানই জানেন।—আর ঐ বিজু ঠাকরুণ জানে—।"

গোলাপ,—"তিরিশ-চল্লিশ হবে না, বুড়ী-থুড়ী নয়,—বাইশ-তেইশ হবে।—ঐ সেই বড় বৌয়েরই মত,—তার কত্তে দু' এক বছরের ছোট।—তবে রূপ আছে যা, দেখতে খুব—।"

কল্যাণী হাসিয়া বলিল, "দেখতে কেমন, মেনার মা?"

মেনার মা,—"একদিন যেও, দেখে এসো।—রূপ বটে বাবা!—ঠিক যেন মেমেদের মত! যেমনি গায়ের রং, তেমনি মুখখানা, তেমনি শরীর—দেখলে চোখ যেন ঝলসে যায় গো!—বাপের কালে অমন চেহারা ত দেখিনি। গেরস্থ ঘরের বৌ-ঝি কত দেখলাম!—রূপে যেন চোখ ঝলসায়!—আর যখন সেজে-গুজে থাকে, এমনি রূপের ছটা খোলে,

মুখের পানে চাইতে পারা যায় না গো!—স্বর্গের সেই অপ্সরী, না আমাদের সেই বিধু খেমটাওলী—বুঝতেই পারা যায় না গো—"

সকলেই হাসিল।

কল্যাণী বলিল,—"বিধু খেমটাওলী—সে আবার কে—কোত্থেকে এলো?"

চারুশশী,—"ওলো, জানিস নে!—মেনার মায়ের মাসতুতো বোন হয় সে—"

মেনার মা,—"আমার কেন হবে, ঐ বিজু ঠাকরুণের হয়—।"

সকলেই হাসিল।

মেনার মা,—"ছিঃ, ভদ্দর লোকের বৌ-ঝির অত সাজ-গোজ কি কত্তে হয়!—ছিঃ, ছিঃ, দেখে আমরা লজ্জায় মরি!—ছিল কোথাকার কে পথ-হাঁটুনী, ভাত-রাঁধুনীর মেয়ে, হ'ল গিয়ে এখন রাজরাণী!—সাজ-গোজ, সাজ-গোজ, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সাজ বদলান, কাপড় বদলান! আর আতর গোলাপ এসেনের গন্ধে ঘর ভরপূর, বাড়ী মাৎ,—আমরা ত নাকে কাপড় দিয়ে হাঁটি—"

হাসিয়া কল্যাণী বলিল, "তা দিস কেন লো—"

চারুশশী,—"আতর গোলাপ ত আমার বাক্সেও থাকে দু' একটা—"

মেনার মা,—"আপনার থাকে বাক্সে, ওর থাকে—"

চারুশশী,—"বাক্সেই কি থাকে লো,—যখন দরকার হয়, বার করি।—আজ কি তেল মেখেছি, দেখ, কল্যাণী—দেখ—।"

—কল্যাণী চারুশশীর মাথাটা শুঁকিয়া বলিল, "কি তেল, ছোট মাসী?—বেশ গন্ধ!—আমাকে একটা আনিয়ে দিও।"

চারুশশী,—"কি তেল, তা বলব না।—যাস্ ত, দেখাবো।—আমার দু' শিশি আছে, এক শিশি দেব তোকে—"

কল্যাণী,—"দিও।"

—কল্যাণী ফিরিয়া মেনার মাকে বলিল,—"আতর গোলাপ হ'ল, তারপর কি, বল—"

মেনার মা,—"শুনছই না আমার কথা, কি আর বলব—"

কল্যাণী,—"শুনছি, শুনছি—বল—"

মেনার মা,—"সে বড় বৌ থাকত উপোশ করে, বড়-দাদা বাড়ী আসবে বলে,—আর এ থাকে সেজে-গুজে রূপ দেখাবে বলে। মফঃস্বল থেকে তেতে পুড়ে বড়-দাদা যেদিন আসবে, বেঁকিয়ে পাতা কাটা সিঁতি ক'রে সাজ-গোজের বহর সেদিন দেখে কে!—নাইবে, তা কি তোমাদের মত পুকুরে নেবে—গা ডুবিয়ে?—টিন দিয়ে ঘিরে, টিনের ছাঁত তৈরি করে নাইবার সময় একজন ঝি গা রগড়িয়ে সাবান মাখিয়ে দেবে, আর একজন গায়ে জল ঢেলে দেবে—"

চারুশশী,—"আর ও কি করে?"

মেনার মা,—"ও আবার কি করবে—রাণী হয়ে ব'সে থাকে—"

"বেশ"—কল্যাণী হাসিয়া বলিল।

মেনার মা,—"তা'র কাপড় পরানো, সাজ-গোজ করানো, তা'তেই একজন ঝি লাগে।—একজন ঝি সব সময় আমার কাছে থাকবে—এই কড়া হুকুম তা'র।—ভাত খেতে বসবে, দুজন দুদিকে পাখা নিয়ে বসবে, তবে খাওয়া হবে!—আর বকুনি, বকুনি, বকুনি—কি ঝাল গো, মুখের কাছে কে দাঁড়ায়,—বাড়ী যেন কাঁপিয়ে তুলেছে—ঝি চাকর সব

থর-থরিয়ে কেঁপে মরে।—অমন বকুনি ও বাড়ীতে কেউ শোনেনি।—বড় বৌ ছিল, খেটে কূল পেত না, এর কাজ-কর্ম্মই বা কি, আর ঘর-সংসার, শ্বশুর-শাশুড়ীই বা কি! শুধুই হুকুম, নিজের ঘরে বসে' থেকে একে ডেকে হুকুম, ওকে ডেকে হুকুম, তুই এ করবি, তুই ও করবি,—এই সব। আর বকুনি,—আমার কথা না শুনলে এবাড়ীর ঝি চাকর কেমন তাই দেখব।—এক পা ঘর থেকে বেরিয়ে ঘর-সংসারও দেখে না, ভাঁড়ারেও যায় না, শাশুড়ীকেও দেখেনা, ঠাকুর-মন্দিরেও যায় না—শুধু ঘরে বসে' থেকেই একে ডেকে, তাকে ডেকে হুকুম।—"

কল্যাণী,—"অত ঘরে বসে' থেকে কি করে লো?"

মেনার মা,—"কি করে তা সেই জানে।—আমাদের কি যখন তখন ঘরে ঢুকবার হুকুম আছে—!"

চারুশশী,—"কি আবার ক'রবে,—বকুল ফুলের মালা গাঁথে।"

কল্যাণী হাসিল।

চারুশশী,—"হাসলি যে?—ঘরে বসে' বসে' ইষ্টদেবতার নাম জপে।—শুনলি?"

কল্যাণী আবার হাসিল।

মেনার মা,—"একে ডেকে বলবে, কর্ত্তার ঘরের কাজ হয়েছে?—ওকে ডেকে বলবে, গিন্নীর ঘরের কাজ হয়েছে? তাকে ডেকে বলবে, ঠাকুর-ঘরের কাজ হয়েছে—এমনি ক'রে কাজের হিসেব নিকেশ। আর, এ কোথায়, সে কোথা, ও কোথা,—কেন এ হয়নি, কেন তা হয়নি, আজ দেখব সব কেমন!—রশুই করা বামুনকে ডেকে বলবে, ঠাকুর, কর্ত্তার জন্যে এই রাঁধবে, গিন্নীর জন্যে এই রাঁধবে, বড়বাবুর জন্যে

এই রাঁধবে, আমার জন্যে এই রাঁধবে, ছোটবাবুর জন্যে এই রাঁধবে, ছোট বৌ'র জন্যে এই রাঁধবে—"

—"আর তোর জন্যে ?"—চারুশশী বলিয়া উঠিলেন।

সকলেই হাসিল।

মেনার মা বলিতে লাগিল, "দিনান্তে একবার ক'রে শাশুড়ীর ঘরে যাবে, গিয়ে বলবে, মা, আপনার যদি কোন কষ্ট হয়, ত আমাকে ডাকিয়ে বলবেন, আমি তার ব্যবস্থা করব।—শাশুড়ী ভয়েই কাঠ মেরে পড়ে', থাকে, বলে, না মা, আমার কোন কষ্ট নেই।—বাড়ীতে যদি পাড়ার মেয়েরা আসবে, ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলবে, আপনি এসেছেন, আনন্দের কথা, মার কাছে গিয়ে বসুন, মা একা আছেন, আমি একটু ব্যস্ত আছি, পরে দেখা ক'রব—"

"তবে আমি যাবনা—" কল্যাণী হাসিয়া বলিল।

চারুশশী,—"কেন যাবিনে! আমরা গিয়েছিলাম।—আমাকে দেখে বল্লে, আপনার গান-টান আসে ? আমার বড় গান শিখতে ইচ্ছে—"

"ও, মা," বলিয়া কল্যাণী আবার হাসিল।

চারুশশী,—"তোর সঙ্গে মেলা কথা কইবে, দেখিস—"

"হ্যাঁ," বলিয়া কল্যাণী হাসিল।

মেনার মা,—"যেও গো, যেও,—মজা দেখে আসবে।—আর রোজ বিকেল হ'তে না হ'তে, সাবান দিয়ে গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, সেজে-গুজে, রূপের বাহার ফুটিয়ে, ঝিকে নিয়ে ছাতে উঠে এই টহল আর টহল—"

"ও, মা!"—বলিয়া কল্যাণী হাসিল।

চারুশশী,—"মেনার মা, তুই অমনি ক'রে টহল দিবি,—টলতে টলতে প'ড়ে মরিসনে যেন—বুঝলি—।"

মেনার মা,—"আর, ছোট বৌকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ছোট বৌ ত ঝাঁঝ দেখে বাপের বাড়ী গিয়ে ঠেলে উঠেছে।—কিন্তু ছোট দেওরের উপর ভারী খুসী, তাকে খুব ভালোবাসে, বলে, ছোট দেওর বেশ, বৌকে খুব ভালোবাসে।"

কল্যাণী,—সে আর আগের মত শ্বশুরবাড়ী পালায় না?"

মেনার মা,—"সে আবার পালায় না!—বৌ গেল, ত সেও গেল, তাকে কেউ রুখতে পারে না। ছোট দেওর শ্বশুরবাড়ী গেলে নতুন বৌ'র ভারী রাগ—।"

কল্যাণী,—"কেন রাগ?"

মেনার মা,—"বলে, বড় ভাই কাছারীতে ব'সে অত পরিশ্রম ক'রবে—তা'র বসতে সময় নেই, খেতে সময় নেই,—আর ছোট ভাই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ব'সে থাকবে,—তা হবে না। ছোট ভাইকেও কাছারীতে গিয়ে ব'সে কাজ কত্তে হবে,—একা বড় ভাই খাটবে কেন!—কোত্থেকে এক বৌ এসে সবাইকে জ্বলিয়ে খেল গো,—ও বাড়ীতে ঝি-চাকর আর টিকবে না—।"

—এমন সময় কল্যাণীর মাতা মেনার মাকে ডাকিলেন। মেনার মা ও গোলাপ চলিয়া গেল।

৭

তালুকদার বাড়ী।

সুহাসিনীর কথা।

—নিজের অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, যেন ঘোর প্রমাদ গণিয়া, সে সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তান্বিতা। মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার অন্তরে সুখ নাই, শান্তি নাই। সর্ব্বদাই তাহার চিন্তা—কি করিয়া সে দেবেনের চিত্তহরণ করিতে পারিবে, দেবেনকে বড় বৌ ভুলাইতে পারিবে। যতদিন পর্য্যন্ত ইহা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বিবাহই বৃথা, জীবনই বৃথা!

—প্রীতি স্নেহ দেখাইয়া, হাস্যকৌতুক রঙ্গ রস আমোদ করিয়া, সোহাগ যত্ন করিয়া, ভালবাসা দেখাইয়া, নিত্যি নূতন যত কিছু উপায় অবলম্বন করা সম্ভব, তাহা করিয়া সুহাসিনী প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল দেবেনের অন্তরের অতি গূঢ় স্থান স্পর্শ করিতে, দেবেনের মন হরণ করিতে, বড় বৌকে ভুলাইতে।—

ইহার ফল হইতে লাগিল উল্টা।—

দেবেন স্বভাবতঃই অত্যন্ত চাপা, অত্যন্ত গূঢ়। তাহার অন্তরের ভাব অত্যন্ত গভীর হইয়া অন্তরের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতে থাকে।—সুহাসিনী তাহার চিত্ত হরণ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করে, বড় বৌকে ভুলাইবার জন্য যতই প্রয়াস পায়, বড় বৌ'র জন্য দেবেনের অন্তর ততই অধীর হইয়া ক্রন্দন করে, বড় বৌ'র জন্য অন্তরের যাতনা ততই

বৃদ্ধি পায়, বড় বৌ'র জন্য তাহার চিত্ত ততই অস্থির, উন্মাদ হইয়া উঠে।—কিন্তু মুখে ইহার কিছুই প্রকাশ নাই!

বিবাহের পর হইতে দিন যতই যাইতে লাগিল, দেবেনের অন্তরের অবস্থা ততই তীব্র, ততই ভয়ঙ্কর ততই অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

—দেবেনের কিছুই ভাল লাগে না।

এত দিন পর্য্যন্ত—বড় বৌ অদৃশ্য হওয়া অবধি—দিনের কঠিন পরিশ্রম শেষ করিয়া, ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে, গভীর রজনীতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করতঃ সে ব্যাকুল হইয়া বড় বৌ'র জন্য কাঁদিত, তাহার অন্তরের সমস্তটুকু দিয়া বড় বৌকে ভাল বাসিয়া তাহার সমস্ত জ্বালা নির্ব্বাপিত করিত,—কিন্তু এখন আর তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয় না,—শয্যা বিষবৎ মনে হয়,—অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয় না,—বাড়ীতে অবস্থান করিতেই ইচ্ছা হয় না, ভাল লাগে না।—

সুহাসিনীর অন্তরের দুশ্চিন্তা অন্তরেই, তবু সে একদিন—এই প্রথম দিন—মুখ ফুটিয়া দেবেনের হাত ধরিয়া বলিয়া ফেলিল,—বিকালে দেবেন তখন অপ্রত্যাশিত সময়ে কার্য্য উপলক্ষ্যে ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল—

"যদি তুমি আমায় বিয়ে করনি, তবে তুমি আমায় আনলে কেন এখানে—?"

দেবেন,—"বিয়ে করিনি তোমায়?"

সুহাসিনী,—"যদি আমায় বিয়ে করেছ, তবে আমায় ভালবাস না কেন?"

দেবেন,—“ভালবাসিনে তোমায় ! পাগল !”

সুহাসিনী,—“যদি তুমি পাগল হও, তবে আমি পাগল হব না কেন—তোমার জন্যে— ।”—এই বলিয়া সুহাসিনী দেবেনকে জড়াইয়া ধরিল, চুম্বন করিল, ছাড়িয়া দিল।

দেবেন চলিয়া গেল,—তাহার মনে হইল যেন একখানি দেহ তাহার দেহকে পুড়াইয়া দিল।—সুহাসিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যেন কিরূপ একটা দৃষ্টিতে দেবেনের পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া রহিল।

এখন হইতে সুহাসিনী নিজের মনোভাব ব্যক্তই করিতে লাগিল ।—

—রাত্রে শয়ন করিতে আসিতে দেবেনের ইচ্ছাই হইত না—শয্যা যেন তাহার নিকট রচিত চিতা বলিয়া মনে হইত। গভীর রাত্র পর্য্যন্ত সে বাহির বাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া অন্দরে আসিত। বহির্ব্বাটীর যখন সকলেই ঘুমাইয়া যাইত, ঘরদরজা সমস্তই বন্ধ হইয়া থাকিত, দেবেন তখনও বহির্ব্বাটীর আঙ্গিনায় একখানি চেয়ারে বসিয়া থাকিত, নিভৃতে বসিয়া বড় বৌ'র কথা চিন্তা করিত, বড় বৌ'র জন্য অশ্রুবর্ষণ করিত।

একদিন সুহাসিনী বলিল,—“তুমি এত রাত ক'রে এসো কেন? আমি যে তোমার পথ চেয়ে বসে' থাকি, কখন আসবে, কখন আসবে ক'রে।”

দেবেন বলিল,—“কত কাজ থাকে আমার!”

সুহাসিনী,—“যখন দিদি ছিল, তখন অত কাজ ত তুমি ক'ত্তে না।”

দেবেন,—“তখন আরও বেশী কাজ কত্তাম। রাত আরও হ'ত!”

সুহাসিনী,—"তা হোক।—কাজ কি আমার এখানেও নেই? বল, আছে কিনা?—আমি কি এতই অকাজের?"

দেবেন,—"এই ত এলাম—"

সুহাসিনী,—"এ আসা আসাই নয়।—এত কাজ তুমি কর কেন? তোমার যে খেতে, বসতে, শুতে সময় হয় না!—দেখে, আমার যে কষ্ট হয়! তুমি কেন এত কাজ কর, ছোট ভাই কি করে?"

দেবেন কোন উত্তর দিল না।

একদিন গভীর রাত্র পর্য্যন্ত দেবেন বাহিরে বসিয়া রহিল, উঠিয়া অন্দরে যাইতে যেন ইচ্ছা হইলই না। পরে, যখন সে উঠিয়া গেল, দেখিল, সুহাসিনী শয়নকক্ষের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সুহাসিনী বলিল,—"এত রাত করলে কেন?"

দেবেন,—"কাজ-কর্ম্ম ছিল—"

সুহাসিনী,—"আমি ত গিয়ে দেখে এলাম চুপি চুপি, তুমি অন্ধকারে একলাটি ব'সে ছিলে চুপ ক'রে? কি কচ্ছিলে, বল?"

"কাজ কত্তে কত্তে মাথাটা ধ'রে উঠেছিল, তাই একটু ঠাণ্ডায় ব'সে রয়েছিলাম", দেবেন বলিল।

সুহাসিনী,—যদি মাথা ধরেছিল, তবে এখানে এলেনা কেন?—ওডিকলম দিয়ে, বাতাস দিয়ে, আমি কি মাথা ভাল ক'ত্তে পারতাম না? —তা নয়—"

দেবেন,—"তবে কি?"

সুহাসিনী চুপ করিয়া রহিল।—

—অতঃপর, ক্রমশঃ, ক্রমশঃ গৃহই যেন দেবেনের নিকট বিষবৎ,

অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। একটা না একটা কাজের অছিলায় প্রায়ই মফঃস্বলে চলিয়া যাইত, নিভৃতে বসিয়া বড় বৌ'র জন্য কাঁদিত, আর এক এক সময় তাহার গা শিহরিয়া উঠিত,—ঐ মাহুলী। উহা হারাইয়াই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! যদি উহা পাওয়া যায়, তবে এখনও তাহার সর্ব্বনাশ ঘুচিয়া যাইবে, বড় বৌকে পাওয়া যাইবে। ইচ্ছা হয় যেন এখনই ডুবিয়া ডুবিয়া জল হইতে কাদা, মাটী তুলিয়া সে মাহুলীর অন্বেষণ করে!—

—আর, যখন সে মফঃস্বল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসে, তখনই সে যে বাক্সে বড় বৌ'র কাপড়-চোপড়, জিনিষ-পত্র ছিল, সেই বাক্স খুলিয়া কাপড়-চোপড় প্রভৃতি নাড়া-চাড়া করে, দেখে, এবং নিজের বাক্স খুলিয়া বড় বৌ'র ফটোখানি দেখে;—যাহাতে সুহাসিনীর নজর এড়াইতে পারে এইভাবে সুবিধা বুঝিয়া, সুবিধা মত সময়েই সে এই সব করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তবুও সে মধ্যে মধ্যে সুহাসিনীর নজরে পড়িয়া যায়।

—সুহাসিনী মধ্যে মধ্যে সমস্তই লক্ষ্য করিত। তাহার নিকট এ-সমস্ত কিছুই ভাল লাগিত না। তবু সে আরও লক্ষ্য করিবার চেষ্টায় থাকিত।—

একদিন মধ্যাহ্নে এক স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়াই দেবেন বুঝিল সুহাসিনী স্নান করিতে গিয়াছে। দেবেন অমনি নিজের কক্ষে আসিয়া বড় বৌ'র বাক্স খুলিয়া তাহার কাপড়-চোপড় প্রভৃতি নাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

—সুহাসিনী যে দেবেনের আগমন ও শয়নকক্ষে প্রবেশের কথা

শুনিতে পাইয়া নিঃশব্দে আসিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল, দেবেন তাহা জানিতেও পারে নাই।

সুহাসিনী আস্তে আস্তে আসিয়া দেবেনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—

"কি কচ্ছ?"

দেবেন,—"কিছুই করিনি" বলিয়া বাক্সটা বন্ধ করিয়া ফেলিল।

সুহাসিনী,—"কি দেখছিলে, বল আমায়?"

দেবেন,—"দেখব আর কি, একটা কাগজ খুঁজে দেখছিলাম।"

সুহাসিনী,—"কি কাগজ?—কেন, আমাকে ডেকে বল্লেই হত, আমি খুঁজে দিতাম।—তোমার এত কষ্ট করবার দরকার কি! এক-জায়গা থেকে এলে তুমি কত কষ্ট ক'রে।—তুমি এসেছ শুনে আমি অমনি নাইতে নাইতে ভিজে গায়ে, ভিজে কাপড়ে চ'লে এসেছি।—আমার মনে কি একটু কষ্ট নেই! কি কাগজ খুঁজছিলে বল, আমি খুঁজে দিচ্ছি—"

"কিছু নয়, তুমি নাওগে, যাও,"—বলিয়া দেবেন চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সুহাসিনী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল—

"বড্ড তুমি লুকোচুরি কর আমার সঙ্গে।—আমি ত জানি, ও-বাক্সে দিদির জিনিষ-পত্তর আছে।—ও-বাক্স আমায় তুমি ছেড়ে দাও, ওর জিনিষ-পত্তর সব আমি নিজের হেফাজতে রাখব, যদি ও কখনও ফিরে আসে, আমিই দিদিকে বলে দেব সব, কিছু হারাবে না, নষ্ট হবে না, আমার কাছে।—যখন তখন অমন ক'রে ও বাক্স তুমি আর খুলতে পাবে না।—জিনিষ-পত্তর অযত্নে নষ্ট হ'ল কিনা এই তোমার ভাবনা আমায় তুমি ছেড়ে দাও। ও-বাক্সে আর হাত দিতে পাবে না তুমি।"

"আচ্ছা, দেবনা।—তুমি যাওগে, যাও", বলিয়া দেবেন চলিয়া গেল। চাবিতাড়া সে মুষ্টির ভিতর করিয়া লইয়া গেল।

—কয়েকদিন পর আর এক দিনের ঘটনা।—

দেবেন উপরে নিজের ঘরে আসিল। তাহার মনে হইল সুহাসিনী বামাসুন্দরীর কক্ষে যাইয়া যেন পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে।—ঘটনাও বাস্তবিক তাহাই। কিন্তু সুহাসিনীর খাস চাকরাণীটি যে তাহার চর-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত, দেবেনের সকল সংবাদই যে সুহাসিনীকে জানাইয়া দিবার জন্য তাহার উপর সুহাসিনীর অতি কড়া হুকুম ছিল, দেবেন তাহা জানিত না।—

—প্রলোভন সম্বরণ করিতে দেবেন পারিল না। নিজের বাক্সটা খুলিয়া বড় বৌ'র ফটোখানি বাহির করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র দেখিয়া দেবেন যেমন তাহা চুম্বন করিবার জন্য ওষ্ঠের দিকে তুলিতেছে, এমন সময় সুহাসিনী ছুটিয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ফটোসমেত দেবেনের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়াই বলিল—

"বল, কার ছবি ?"

—এই বলিয়াই সে একবার ফটোখানার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর দেবেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

"দিদির ছবি, নয় ?"

দেবেন বলিল, "হুঁ।"

সুহাসিনী,—"এই ত দেখলাম তা'কে।—আমি কি তা'র চেয়ে অসুন্দর ?—সবাই বলে, আমি তা'র চেয়ে সুন্দর, সবাইর চেয়ে সুন্দর, এ

দত্তপুরে আমার মত সুন্দরী কারুর ঘরে নেই।—তবে তুমি আমায় ভালবাস না কেন?—ওর আবার একটা রূপ!"

দেবেন,—"অসুন্দর তুমি, তা ত আমি বলিনে।"

সুহাসিনী,—"ও ছবি তুমি আমায় দাও—"

"কেন?" বলিয়া দেবেন তাড়াতাড়ি ফটোখানি বাক্সের মধ্যে পুরিয়া বাক্সে চাবি দিয়া ফেলিল—চাবিতাড়া তাহার মুষ্টির মধ্যে রহিল।

সুহাসিনী,—"ও ছবি তুমি বাক্সে রাখতে পাবে না, আমায় দাও,—বাক্সো খোলো—"

দেবেন,—"কেন?"

সুহাসিনী,—"আমি ত জানতাম না, ওর ছবি আছে তোমার বাক্সে।—তুমি দাও আমায় ছবি, আমি এই ঘরে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখব—তুমিও দেখতে পাবে, আমিও দেখতে পাব, সবাই দেখতে পাবে।—ছবি আবার বাক্সে পুরে রাখে! দাও—"

দেবেন,—"না—।"

সুহাসিনী,—"কেন?"

দেবেন,—"ও ছবি আমি দিতে পারিনে, সুহাসিনী।—তার সঙ্গে আমার সত্যবদ্ধ ছিল, ও ফটো আমি কাউকে দেখাব না, চিরদিন আমার কাছে লুকোনোই থাকবে, আমার বাক্সের ভিতর।"

সুহাসিনী,—"কি! যে ম'রে গেছে, তা'র সঙ্গে সত্যবদ্ধ!—এখন আমি রয়েছি, আমার সঙ্গে সত্যবদ্ধ।—সে এখন কে!—দাও আমায় চাবি,—ও ছবি আমি নেব, আর তোমার বাক্সের চাবি আজ থেকে আমার কাছে থাকবে। চাবিতাড়া দাও—"

—মরিয়া গিয়াছে, এই কথাটায় দেবেনের অন্তরটা হঠাৎ যেন ঝন্ করিয়া উঠিল, মাথাটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাবটা যেন কেমন হইয়া উঠিল, দেবেন আর কথা কহিতে পারিল না, সে ঘর হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

—কিন্তু সুহাসিনী তাকে ধরিয়া ফেলিল, যাইতে দিল না। যে হস্তে দেবেন চাবিতাড়া রাখিয়াছিল, সেই হস্ত ধরিয়া, মুষ্টি মধ্য হইতে সুহাসিনী চাবি কাড়িয়া লইবার জন্য ভীষণ চেষ্টা আরম্ভ করিল, দু'জনে তুমুল ধস্তা-ধস্তি বাধিয়া গেল।

—ধস্তা-ধস্তি করিতে করিতে সুহাসিনী কেবলই বলিতে লাগিল— "দাও আমায় চাবি, নইলে কামার ডাকিয়ে বাক্স ভেঙ্গে ছবি বার করব—।"

সুহাসিনীর হস্ত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া দেবেন নিমেষ মধ্যে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।—

বাহির বাড়ীতে আসিয়া দেবেন যেন সাব্যস্তই হইতে পারিল না, কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—ফটো, ফটো,—কি সর্ব্বনাশই তাহার হইবে, যদি সুহাসিনী বাক্স হইতে কোন গতিকে বাহির করিয়া লয়।

অনেকক্ষণ পর দেবেনও সাব্যস্ত হইল।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল।—

দেবেন এখন অত্যন্ত গম্ভীর, সংযত ও মৌনী।

—মধ্যে একদিন সুযোগ পাইয়া সে বড় বৌ'র ফটোখানি বাক্স হইতে বাহির করিয়া নীচে নামাইয়া আনিয়া কাছারী ঘরে

সেরেস্তার উপর নিজের বড় হাত-বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিল। দিবা-রাত্রের অধিকাংশ সময়ই সে হাত-বাক্স সম্মুখে করিয়া কাছারী ঘরে বসিয়া থাকিত।—চাবি-তাড়াও এখন সে বাহিরে রাখিয়া দিয়া অন্দরে যাইত, আর সে উহা নিজের ট্যাঁকে বা হস্তে লইয়া ভিতরে যাইত না।

—বড় পুকুরের শান-বাঁধান ঘাটে স্নান করিতে গিয়া এক একদিন সে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা করিয়া ফেলিত,—ডুবিয়া ডুবিয়া মাদুলীর অন্বেষণ করিত, জলের তলে শান খুঁজিয়া, হাত বাইয়া দেখিত, জলের তল হইতে কাদা তুলিয়া দেখিত।

এখন সে অত্যন্ত ঘন ঘন মফঃস্বলে চলিয়া যাইত, যাইবার বেলায় বাক্সে করিয়া বড় বৌ'র ফটোখানি লইয়া যাইত।—মফঃস্বলে যাইয়া থাকিতেই সে ভালবাসিত।

অনুকূল দত্তের কথা।—

এক এক সময় তিনি বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িতেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। ক্রমশঃই তিনি বুঝিতে লাগিলেন, অপরের কথা শুনিয়া পুনরায় দেবেনের বিবাহ দেওয়া তাঁহার জীবনের আর একটি গুরুতর ভুল হইয়াছে।—সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার একবার দেবেনের মতামত জানিবার চেষ্টা করা উচিত ছিল। তাহার জীবন যেন পূর্ব্বাপেক্ষাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সুখ, শান্তি আর কিছুই নাই, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, বিমর্ষ, চিন্তা-ক্লিষ্ট, আর সে হাসি-খুসি, কথাবার্ত্তা, হৃষ্ট-চিত্ততা, উৎসাহ, উত্তম কিছুই নাই,—মন যেন উদাসীন, নির্ব্বিকার, পূর্ব্বের ন্যায় যেন আর কোন কার্য্যেই লিপ্ত নহে।—কৈলাশ পাত্রের কথার উপর

নির্ভর করাই ত্রুটীর কারণ হইয়াছে। কৈলাশ পাত্র জানাইয়াছিলেন—বিবাহ করিতে দেবেনের সম্পূর্ণ মত আছে, কিন্তু কি ভাবে তিনি দেবেনের মত করাইয়াছিলেন—প্রকৃত কথা কি, কে বলিতে পারে !—

৮

পাগলিনীর কথা—বড় বৌ'র কথা।

নদী-কিনারে ঝোপের নিকটে সে দাঁড়াইয়াই রহিল। রাত্র শেষ হইয়া গেল, সকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল—চুপ করিয়া একই স্থানে একইভাবে সে দাঁড়াইয়াই রহিল।—তাহার পর চলিতে লাগিল, চলিল, থামিল,—চলিল—থামিল—চলিল—

—কত গ্রামের মধ্য দিয়া, কত গ্রামের পার্শ্ব দিয়া, কত গ্রামের সম্মুখ দিয়া—কিছুই সে জানিল না—।

—কত গ্রাম উত্তীর্ণ হইল, কত বন-জঙ্গল, মাঠ অতিক্রম করিল, কত দিকে কত পথ ধরিয়া চলিল—কিছুই সে জানিল না !

—কোন গ্রামে তিন দিন, কোন গ্রামে এক মাস, কোন গ্রামে এক দিন, কোন গ্রামে এক ঘণ্টা অবস্থান করিয়াছে।—কিছুই ত সে জানিল না !

—কোন বাগানে, কোন বনে, কোন পুকুরের পাড়ে, কোন বৃক্ষতলে কোন পথের পার্শ্বে, কোন গৃহস্থ বাড়ীতে সে কোন সকাল, কোন সন্ধ্যা, কোন মধ্যাহ্ন কোন রজনী অতিবাহিত করিয়াছে—কিছুই সে জানিল না !—

বড় বৌ

—সে চলিয়াছে,—থামিয়াছে—চলিয়াছে !—এক গ্রাম—তাহার পর আর এক গ্রাম—তাহার পর—তাহার পর—তাহার পর— ।

—কোথাও বা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, কোথাও বা তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছে ।—কিছুই ত সে জানে নাই !

—কোথাও বা আহার করিতে দিয়াছে বা আহার করাইয়া দিয়াছে, কোথাও বা আহার করিতে দেয় নাই ।—কিছুই ত সে জানে না !

—কত গ্রামে বালক বালিকার দল আসিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিয়াছে, তাহাকে লইয়া টানা-টানি করিয়াছে, কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা তাহার পরিচয় পাইবার জন্য তাহাকে কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কত প্রবীন প্রবীনা আশ্রয় দিবার জন্য তাহাকে লইয়া গিয়াছে, কত নবীনার দল তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে, কত মতামত ব্যক্ত করিয়াছে —সে ত ইহার কিছুই জানে না !

—সে চলিয়াছে—থাকিয়াছে—চলিয়াছে— ।

—ভাব তাহার একই । মুখে কথা নাই, হাঁটাইলে হাঁটে, বসাইলে বসে, উঠাইলে উঠে । নতুবা ইচ্ছা মত চলিয়া যায়, ইচ্ছা মত থামিয়া থাকে ।

—আর সে রূপ নাই, সে বর্ণ নাই কিন্তু দেহখানা প্রায় তেমনই রহিয়াছে—শত অনশন, শত রৌদ্র, শত কষ্ট সত্ত্বেও । চুলগুলি ধূলায় ধূলিবর্ণ, আলুথালু । দেহ কর্দ্দমাক্ত, ধূলিপূর্ণ, মলিন । পরিধানে মাত্র ছিন্ন, মলিন বস্ত্রখণ্ড, দেহের কোন স্থান আবৃত, কোন স্থান অনাবৃত । সিঁথির সিন্দুর কোন্‌দিন মুছিয়া গিয়াছে, হাতের শাঁখা কোন্‌দিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, রহিয়াছে কেবল হাতের লোহা !

—ঘুরিতে ঘুরিতে এক বৎসর হইয়া গিয়াছে, দেড় বৎসর হইয়া গিয়াছে, দুই বৎসরও হইয়া গেল,—সে ত ইহা কিছুই জানিল না।—

ঘুরিতে ঘুরিতে বড় বৌ আসিয়া এখন যে গ্রামে উপস্থিত, সে গ্রামের নাম শ্রীনগর।

এ গ্রাম কোথায়, কোন দিকে,—পাগলিনী বড় বৌ ত তাহা কিছু জনিল না।—

এ গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র, ভীষণ বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ, যেন সর্ব্বদাই অন্ধকার,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পচা, জঙ্গলময় ডোবার সংখ্যাও তেমনি অধিক।—

এই জঙ্গলময় গ্রামে ব্যাঘ্রের ভীতি ও ব্যাঘ্র-উপদ্রবও তেমনি।—সন্ধ্যার পর বাড়ী হইতে কেহই বাহির হয় না,—ব্যাঘ্রের উপদ্রব নিবারণার্থে সন্ধ্যার পরেই বাড়ীতে বাড়ীতে টিন পিটানর ধ্বনি আরম্ভ হয়।—ব্যাঘ্র ভীতি বার মাসই রহিয়াছে, কিন্তু শীতকালেই অত্যন্ত বেশী।

এটাও তখন শীতকাল।

এই গ্রামে বিষ্ণু বারিক বাস করিত।—সে জাতিতে সদ্গোপ,—এই গ্রামে অধিকাংশই সদ্গোপের বাস। লোকজনের অবস্থা ভাল নয়, প্রায় সকলেই দীন, দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ।

—সচ্ছল অবস্থার যে দুই-চারিজন, বিষ্ণু বারিক তাহাদেরই মধ্যে একজন। মোটের উপর তাহার অবস্থা বেশ ভালই।

বিষ্ণু বারিকের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমি, সমস্তই চাষ হয়;—ধান বিক্রয় করে, তেজারতি কারবারও বেশ। কতকগুলি টোটকা-টাটকি ঔষধ শিখিয়া সে কবিরাজীও করে,—মাসে দু' টাকা পাঁচ টাকা ইহাতেও সে উপায় করে।

বড় বৌ

—পৈত্রিক বাস্তর অবস্থা ভালই। প্রায় দেড় বিঘা, দুই বিঘা জমি লইয়া বাস্তবাটী।—প্রশস্ত মাটির দেওয়ালে সুবৃহৎ খড়ের ঘর। পৃথক পৃথক স্থানে ঢেকিঘর ও গোয়ালঘর এবং হরিসভার ঘর।—বৃহৎ বৃহৎ খড়ের গাদা ও কতকগুলি গোলা।. বাড়ীতে একটি পুকুর—পুকুরের জল বা অবস্থা মন্দ নয়।—শাক-সব্জী, তরি-তরকারির বাগান, আম কাঁঠালের এবং অন্যান্য ফল-মূলের গাছ প্রভৃতি যাহা রহিয়াছে, তাহাতে বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই যেন একটি অন্ধকার, ভীষণ অরণ্য হইয়া রহিয়াছে। —ব্যাঘ্র আসিয়া লুকাইয়া থাকিলেও সহজে তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ব্যাঘ্র আসিবার আশঙ্কা তেমন নাই,—যেহেতু, ব্যাঘ্রের আবির্ভাব নিবারণ করিবার জন্য এ-বাড়ীর চতুর্দ্দিক উচ্চ মাটির দেওয়াল পরিবেষ্টিত।—বাড়ীতে প্রবেশ করিবার জন্য সন্মুখ দিকে একটি কাষ্ঠের বড় ও মজবুত দরজা রহিয়াছে, সন্ধ্যার সময়েই সে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।—অত্যন্ত ব্যাঘ্রের উপদ্রবে গরু ছাগল থাকিতে পায় না বলিয়া এ-গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীই উচ্চ মাটির দেওয়াল পরিবেষ্টিত।

—বিষ্ণু বারিকের বাড়ীর সন্মুখ দিকের দেওয়ালের নীচ দিয়া গ্রামের পথ চলিয়া গিয়াছে, পথের অপর দিকে একটি অতি পচা, গভীর, শেওলা, দাম, লতা, জঙ্গল পরিপূর্ণ পুকুর—পুকুরের চারিদিকেই বন-জঙ্গল।—বাড়ীর দেওয়ালের অপর তিন দিকেও কতকগুলি পচা ডোবা ও ভীষণ বন-জঙ্গল।—নিকটে আর বাড়ী নাই, চতুর্দ্দিকেই কেবল ডোবা, পুকুর ও অরণ্য। এ-গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীই বন-জঙ্গল পরিবেষ্টিত ও দূরে দূরে,—এক বাড়ী হইতে চীৎকার করিলে অন্য বাড়ীতে শুনিতে পাওয়া যায় না।

বড় বৌ

—বিষ্ণু বারিকের বাড়ী হইতে সামান্য দূরে, একটি সামান্য পরিষ্কার স্থানে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া একটি ক্ষুদ্র হাট বসিয়া থাকে।—বড় হাট এ গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দূরে।

—বিষ্ণু বারিক অত্যন্ত কৃপণ স্বভাব। তাহার আর্থিক স্বচ্ছলতার ইহাও একটি কারণ। কিন্তু আর একটি বিশেষ কারণও আছে।—সংসারে ভরণ-পোষণ যোগ্য লোক কম, মাত্র দেবা ও দেবী।—বিষ্ণু বারিকের ঔরসে এবং গোষ্ঠবাসিনীর গর্ভে সন্তান-সন্ততি কিছুই হয় নাই। —গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মের সহায়তা করিবার জন্য একটি বৃদ্ধা বহুদিন হইতে রহিয়াছে, নাম চন্দ্রা।

কিন্তু গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম যথেষ্টই, তাহার মধ্যে গুরুতর কাজ দুইটি—গো সেবা ও ঢেঁকিতে ধান ভানা। গোয়াল ভরা গরু, গাই মাত্র তিনটি কি চারটি, কিন্তু হালের বলদ আট-নয়টি। অরণ্যময় গ্রামে চাষের বলদ রাখিবার সুবিধা যাহারা করিতে পারে না, চাষের সময় বিষ্ণু বারিক তাহাদিগকে বলদ ভাড়া দেয়।—চন্দ্রা ও গোষ্ঠবাসিনী—দু'জনের দ্বারা ধান ভানা হয় না, এজন্য ধান ভানার কার্য্যে গ্রামের অন্য একটি স্ত্রীলোককে চিরদিনই ডাকিয়া আনা হয়।

কিছুদিন হইতে গোষ্ঠবাসিনীর শরীর ভাল থাকিতেছিল না, কাজ-কর্ম্ম তেমন করিতে পারিতেছিল না। এ-জন্য তাহার কনিষ্ঠা সহোদরা মথুরাবিলাসিনীকে তাহার শ্বশুরালয় হইতে আনাইয়া আপাততঃ কিছু দিন রাখা হইয়াছিল।

মথুরাবিলাসিনীর ডাক নাম বিলাসী।—বিলাসীর শ্বশুরালয় দূরে, শ্বশুরালয়ের অবস্থা ভাল, এক বৎসর দেড় বৎসর হইল বিলাসী বিধবা

হইয়াছে,—সন্তান-সন্ততি তাহার কিছুই হয় নাই। শ্বশুরালয়ে বিলাসীর ড়ী, ভাসুর, দেবর, ননদ, জা প্রভৃতি সকলেই রহিয়াছে, সকলেই তাহাকে স্নেহ করে। বিলাসীর হস্তে স্বামী প্রদত্ত কিছু নগদ অর্থও রহিয়াছে।

—বিলাসীকে আনাইবার পর হইতে গোষ্ঠবাসিনীর কাজ-কর্ম্ম যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। গোষ্ঠবাসিনীর ন্যায় বিলাসীও কাজ-কর্ম্মে পটু, বয়সে সে গোষ্ঠবাসিনী অপেক্ষা অনেক ছোট। গোষ্ঠবাসিনী প্রায় চল্লিশ, বিলাসী তাহা অপেক্ষা প্রায় পনর, ষোল বৎসরের ছোট।

—সেদিনের কথা।

—তখন সন্ধ্যা হয়, হয়।—

বিলাসী এতক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ-কর্ম্মে এতই ব্যস্থ ছিল যে, সদর দরজা যে আজ এতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধ করা হয় নাই, তাহা তাহার মনেই ছিল না।—সে আসা অবধি এ দরজা প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে-ই বন্ধ করিত।

—হাতের কাজ ফেলিয়া বিলাসী ছুটিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিতে আসিল।—কপাট দুইখানি সে টানিয়া আনিল, বন্ধ করিবে, এমন সময় অভ্যাস মত সে একবার দুই কপাটের মধ্য দিয়া গলা বাহির করিয়া বাহিরের দিকে এদিক ওদিক চাহিল।—

—পথের পার্শ্বে, পুকুরের ধারে, একটি বৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষতলে অন্ধকারের সহিত মিশিয়া পাগলিনী বড় বৌ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল।—

—এদিক ওদিক চাহিতেই যেমন বিলাসীর নজর পড়িল, অমনি সে

একবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াই দুই কপাটে দুই হাত রাখিয়া, পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—

"দিদি—ও দিদি—এদিকে আয়—শিগ্‌গির আয়—দেখে যা—"

গোষ্ঠবাসিনী চেঁচাইয়া উত্তর দিল, "কেন—কি হয়েছে— ?"

বিলাসী আবার চেঁচাইল—"তুই আয় না—দেখে যা।—সেই পাগলীটা আজ এদিকে এসে তেঁতুল তলায় দাঁড়িয়ে আছে—"

—উত্তর আসিল,—"আছে ত আছে, তুই কপাট লাগিয়ে চ'লে আয়।"

বিলাসী চেঁচাইল—"বাঘে খেয়ে ফেলবে যে মেয়েটাকে।—তুই আয় না—ও দিদি— ।"

উত্তর আসিল,—"খাবে না, খাবে না।—তুই কপাট দিয়ে চ'লে আয়।"

"হ্যাঁ,—আমি পারব না দুয়োর দিতে।—মেয়েটাকে বাঘে খাক—"

—এই বলিয়া বিলাসী কপাট ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নীপতিকে বলিবার জন্য ফিরিয়া ছুটিল।

—বিষ্ণু বারিক তখন বাহিরের আঙ্গিনায় বসিয়া একটা ধানের গোলার সঙ্গে জাল আটকাইয়া জাল বুনিতেছিল। বসিয়া বসিয়া সে সমস্তই শুনিতেছিল।—

—বিলাসী তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেই সে নিজেই বলিয়া উঠিল—

"কি হোলো—বিলাসী ?"

বিলাসী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—

"গ্রামে একটা পাগলী এসেছে—আজ এদিকে এসে সে ঐ তেঁতুল তলায় দাঁড়িয়ে আছে,—দিদিকে বলছি, দিদি শুনছে না।—সন্ধ্যে হ'য়ে গেল—মেয়েটাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে।—বাড়ীর কাছ থেকে মানুষ মুখে ক'রে বাঘ পালাবে—যা কত্তে হয় কর— ।"

জাল রাখিয়া দিয়া উঠিয়া বিষ্ণু বারিক বলিল—"কে পাগলী !" চল ত দেখি— !"

—দু'জনে চলিল।

অন্ধকার তেঁতুল তলায় পাগলিনী বড় বৌ'র নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বিষ্ণু বারিক বলিল—

"কে তুই ?"

—কোন উত্তর নাই।

বিষ্ণু বারিক,—"কোথায় ঘর ?"

—উত্তর নাই।

বিষ্ণু বারিক,—"কোথায় যাবি ?"

—উত্তর নাই।

বিষ্ণু বারিক,—"একি কালা—না বোবা—না কি !"

বিলাসী,—"ও ওমনি পাগল—কথা মোটে কয় না—কেউ ওকে কথা কওয়াতে পারে নি— ।"

বিষ্ণু বারিক,—"এ তো আচ্ছা পাগল !—তোর নাম কি ?"

—উত্তর নাই।

বিষ্ণু বারিক,—"এখান থেকে পালা, নয় ত মারব।"

—উত্তর নাই।

বিষ্ণু বারিক,—"এখানে কি করবি?—বাঘ আছে—বাঘে খেয়ে ফেলবে—"

—উত্তর নাই।

বিষ্ণু বারিক,—"ঘর যাবি?—এই বাড়ী,—থাকবি এই বাড়ীতে আজ?"

—উত্তর নাই।

বিষ্ণু বারিক,—"আয়—চল—।" এই বলিয়া বিষ্ণু বারিক পাগলিনী বড় বৌ'র একখানি হাত ধরিয়া টানিল।

—দেখিয়া অমনি বিলাসী বলিল, "তুমি ছাড়, আমি নিয়ে যাই।—"

বিষ্ণু বারিক হাত ছাড়িয়া দিল।

"আয় আমার সঙ্গে—চল।—এই ঘর,—থাকবি,—" বলিয়া বিলাসী বড় বৌ'র একখানি হাত ধরিল, টানিল,—আস্তে আস্তে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

—পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিষ্ণু বারিক চলিল।

—দরজার ভিতর দিয়া পাগলিনী বড় বৌকে লইয়া আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়া বিলাসী বিষ্ণু বারিককে বলিল,—"কপাট দিয়ে এসো, গো।"

বিলাসীই পাগলিনী বড় বৌকে লইয়া আসিল, একস্থানে রাখিয়া দিল, রাত্রে ভাত আনিয়া তাহাকে খাওয়াইল, তাহার শয়নের ব্যবস্থা করাইয়া দিয়া গেল।

—বড় বৌ কিছুই জানিল না কোথায় আসিল, কি খাইল, কোথায় থাকিল!

অত্যন্ত প্রত্যুষে, অন্ধকার থাকিতে, বিলাসীর নিদ্রা ভঙ্গ হইত এবং সে শয্যাত্যাগ করিত। আজ নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্রই সে পাগলিনীর তত্ত্ব গ্রহণ করিবার জন্য উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

—আসিয়াই সে দেখিল, মশারি ও শয্যা শূন্য, পাগলিনী বাহিরে একটা খড়ের গাদার নিকট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বিলাসী পাগলিনীর মশারি নামাইয়া রাখিল, বিছানা গুটাইয়া রাখিল, তাহার পর তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহাকে দেখিল, তাহার পর আস্তে আস্তে তাহাকে বলিয়া চলিয়া গেল—

"যাস্‌নে কোথাও, বুঝলি?—বাইরে বাঘ আছে, বাঘে খাবে। বেরিয়ে যাস্‌নে যেন, খবরদার—।"

—পাগলিনী একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই সে বুঝিল না।

বেলা হইয়া গেল।

শীতের ছোট বেলায় সকলেই কাজ-কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত।

এক ফাঁকে, সময় বুঝিয়া, বিলাসী গোষ্ঠবাসিনীকে বলিল—

"দিদি, ও পাগলী মেয়েটার কি হবে?"

গোষ্ঠবাসিনী উত্তর দিল, "তোর শাশুড়ী, ননদ, জা কিনা সে, তাই এত ভাবনা!—যেখান থেকে এনেছিলি, সেখানে নিয়ে গিয়ে রেখে আসবি—আবার কি হবে।"

বিলাসী চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ হইয়া গেল।

কাজ করিতে করিতে বিলাসী আবার বলিল,—"দিদি,—ও মেয়েটা থাকে না ?"

গোষ্ঠবাসিনী বলিয়া উঠিল,—"সে এখনও যায় নি ? তবে দাঁড়া, আমি গিয়ে বার ক'রে দিয়ে আসছি তাকে।—কোথাকার কে, কি জাত, কি লোক, কোত্থেকে এলো, তার ঠিক নেই,—কুটুম্ব হ'য়ে এখানে সে আস্তানা ক'রবে !—আমি দু'বেলা ভাত রেঁধে রেঁধে খাওয়াব তা'কে—"

কথায় বাধা দিয়া বিলাসী বলিয়া উঠিল—"ভাত ত আমিই রাঁধি, তুই আবার কবে রাঁধলি — !"

গোষ্ঠবাসিনী, "চাল ত আমারই।—চাল অত সস্তা নয়।—পাগ্লিকে আবার কে বাড়ীতে ঠাঁই দেয় !—যত সৃষ্টিছাড়া কথা—"

বিলাসী, "ওর চাল আমি দেব—তুই দাম নিস্—"

গোষ্ঠবাসিনী, "আমার অত চাল বিক্রীতে কাজ নেই।—ওর ঠাঁই এখানে হবে না—ভাল চাও ত বার ক'রে দিয়ে এসো গে—"

—চন্দ্রাও সেখানে ছিল, সে এইবার বলিল, থাক না, ও আর কতই খাবে,—কত ভাত ফেলা যায়, নষ্ট হয়, কুকুর বেড়ালে খায়।"

গোষ্ঠবাসিনী, "এ বাড়ীতে বেড়াল কুকুর নেই, লো।—অত কথায় আমার কাজ নেই,—ওকে বার ক'রে দিয়ে আয়—"

—এইবার হাতের কাজ ফেলিয়া, মুখ ফুলাইয়া বিলাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

"আমি থাকব না—।"

গোষ্ঠবাসিনী, "আ—হা—হা—! থাকবিনেত এসেছিলি কি কত্তে— !"

—বিষ্ণু বারিক সমস্তই শুনিতেছিল, এখন সে আসিয়া পড়িল,—বলিল—"কি ঝগড়া করিস্ তোরা।—থাক, থাক।—ইচ্ছে হয় খেতে দিস্, না হয় না দিস্,—তাড়াবি কি কত্তে, অত ক'রে বিলাসী বলছে—।"

অতঃপর অবস্থা ফিরিল। গোষ্ঠবাসিনী আর কথা কহিল না। বিষ্ণু বারিক চলিয়া গেল। চন্দ্রা হাসিল, বিলাসী প্রফুল্লচিত্তে আবার কাজ আরম্ভ করিল।—গোষ্ঠবাসিনী দেখিল, বিলাসী রাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাহারই প্রমাদ ঘটিত।

—বিষ্ণু বারিকের আশ্রয়েই পাগলিনী বড় বৌ'র অবস্থানের ব্যবস্থা হইল।

দিন যাইতে লাগিল।—

—পাগলিনীর প্রতি বিলাসীর অনুগ্রহটা যেন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার একটা প্রবল মমতাই যেন পাগলিনীর প্রতি জন্মিয়া গিয়াছিল,—বিলাসীর প্রায় সমবয়স্কা বলিয়া, না পাগলিনীর অবস্থা দেখিয়া, না কি কারণে, তাহা বিলাসীই জানিত!

—বিলাসীর অনুগ্রহে পাগলিনীর দেহে আবার পরিষ্কার বস্ত্র উঠিল, মস্তকে আবার তৈল পড়িল, গাত্রের ধুলি কর্দ্দম দূরীভূত হইল। গোষ্ঠবাসিনী ইহাতে মোটেই সন্তুষ্ট হইত না।—

দিন কাটিতে লাগিল।—

বিলাসী একদিন হাসিতে হাসিতে বিষ্ণু বারিককে বলিল—

"ওগো, বাড়ীর কর্ত্তা, কোবরেজ মশায়, তুমি তো কত লোকের চিকিৎসে করো।—বাড়ীতে পাগলীকে আশ্রয় দিয়েছ, চিকিৎসে ক'রে ওকে ভাল কর না?"

বিষ্ণু বারিক বলিল, "চিকিৎসে করব,—পয়সা দেবে কে?"

বিলাসী,—"আমি দেব।—তুমি ওষুধ দাও, দাম নিও আমার কাছ থেকে।"

বিষ্ণু বারিক হাসিল, বলিল, "পাগলের আবার চিকিৎসে কি।—ও ওমনিই ভাল হয় ত হবে।"

বিলাশী,—"না গো, না,—ওষুধ জান ত দাও।—সত্যি ক'রে আমি দাম দেব।—ঘর-দুয়োর, সংসার, টাকা-কড়ি, সব প'ড়ে থাকে, মানুষই চ'লে যায়। কি হবে আমার টাকা কড়ি রেখে।—ওষুধ জাননা, তাই বল।"

ঘরের ভিতর হইতে গোষ্ঠবাসিনী বলিয়া উঠিল, "পাগল যেন উনিই হয়েছে গো।—টাকার কামড়ে পাগল হয়েছে।—টাকা দিবি ত আমাকে দে, ওর খরচ করবি কি কত্তে।"

বিলাসী উত্তর দিল, "তুই তো কোবরেজ নোস্ তোকে আমি বলিনি।—যদি কোরবেজ হতিস্, ভাল কত্তিস্, ত পয়সা দিতাম কিনা দেখতে পেতিস্।"

—বিলাসী পাগলিনীর প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ লক্ষ্য রাখিত। যাহাতে পাগলিনী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতে না পারে, সেদিকে বিলাসী সর্ব্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিত।—মাত্র দুই একদিন পাগলিনী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল,—বিলাসী জানিতে পারিয়া তখনই তাহাকে টানিতে টানিতে ফিরাইয়া লইয়া আসে। ইহার পর হইতে বিলাসী বাহিরের দরজা পারতপক্ষে আলগা রাখিত না।—পাগলিনী বাড়ীর ভিতরেই থাকিত,—ঘরের আনাচে কানাচে,

দেওয়ালের কাছে, খড়ের গাদার পার্শ্বে, গোলার পার্শ্বে, আঙ্গিনার উপর, অন্ধকার বাগানের মধ্যে, গাছতলায়, জঙ্গলের মধ্যে, পুকুরের পাড়ে,—যেখানে সেখানে।

—গোষ্টবাসিনী এক এক সময় বিলাসীর উপর বড়ই বিরক্ত হয়, তাহার ইচ্ছা হয়, পাগলিনীকে দূর করিয়া দেয়,—কিন্তু মুখে সে কিছুই বলিতে সাহস পায় না।—

—এই ভাবে বিষ্ণু বারিকের গৃহে পাগলিনী বড় বৌ'র দুই মাস অবস্থান হইয়া গেল।

—আরও একমাস হইয়া গেল।—

—তাহার পর ঘটিল ভীষণ ঘটনা!—পাগলিনী বড় বৌ অন্তঃসত্বা!

—তাহার সহিত অতি গোপনে যে পাপাচরণ অনুষ্ঠান করিত, সে তাহারই আশ্রয়দাতা বিষ্ণু বারিক।—

পাগলিনী বড় বৌ ত কিছুই জানিল না,—বুঝিল না—কি ঘটিয়া গেল, কি ঘটিবে। সে পূর্ব্ববৎই অজ্ঞান, দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে সেখানে হাঁটিয়া চলিয়া যায়, টানিয়া আনিলে আসে, বসাইলে বসে, উঠাইলে উঠে, খাওয়াইলে খায়।—

—অন্তঃসত্বার লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্রই গোষ্ঠবাসিনীর সংহার-মূর্ত্তি। রোষিয়া, গর্জ্জিয়া, ফুলিয়া, ছুটিয়া সে পাগলিনীর দিকে ধাবিত, ধরিতে যায়, মারিতে যায়, তাড়াইতে যায়! বিষ্ণু বারিকের পিতৃকুলের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার—ঝাঁটা হস্তে তাহার দিকে ধাবিত হয়—চন্দ্রা আসিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখে।—বিলাসীর দিকে সে ধাবিত হয়, শ্লীল, অশ্লীল ভাষায় তাহার উপর অজস্র গালি বর্ষণ,—চন্দ্রার উপর অজস্র

গালি বর্ষণ।—প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত, সমস্ত বাড়ীই যেন তাহার হুঙ্কারে, পরাক্রমে কম্পিত!—

কিন্তু করিতে সে কিছুই পারিল না—।

পাগলিনীকে আগলাইয়া, কোমরে কাপড় বাঁধিয়া, বিলাসী রুখিয়া দাঁড়াইল। চীৎকার করিয়া প্রত্যুত্তর সেও ঝাড়িতে লাগিল—

"আয় দেখি—কি ক'রে ওর গায় হাত দিবি তুই, দে ত।—তাড়া দেখি, কি ক'রে তাড়াবি ওকে তাই দেখি আমি!—ওকে যদি আজ বার ক'রে দিবি, তোর বাড়ী থেকে আমিও এক্ষুণি বেরুব।—আমার ঘর নেই, বাড়ী নেই! আমি এক্ষুনি ওকে আমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে তুলে ঠাঁই দেব।—তোর নিজের ঘরের লোক—তোর নিজের স্বামী—পাগলী পেয়ে ওর এই দশা করলে,—তাকে তুই তখন আটকাতে পারিস্ নি!—এখন তুই ধেয়ে এসেছিস্ অজ্ঞান পাগলীকে মার-ধর ক'রে তাড়াতে!—ওর যখন এমনি হয়েছে, তোর ঘরের লোক যখন এমনি করেছে,—কোথা যাবে রে ও! কে ওকে এখন ঠাঁই দেবে লো!—কর দেখি তুই, কি ক'রে ওকে বার করিস্!—যদ্দিন আমি আছি, তদ্দিন ও এইখানেই থাকবে,—আমি যখন যাই, আমি ওকে নিয়ে যাব আমার বাড়ীতে।—ওর যখন ছেলে হবে, আমি হাতে ক'রে মানুষ করব' ওর ছেলেকে।—আমার কি ঘর নেই বাড়ী নেই, না টাকা নেই পয়সা নেই, না লোক নেই জন নেই!—কিসের আমার অভাব লো!—আমি আঁটকুড়ো নিজে, একটা ছেলেকে মানুষ কত্তে পারিনে আমি—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

—মধ্যে মধ্যে চন্দ্রার নজরে যাহা কিছু পড়িয়াছিল, তাহার মনে যে

পাপানুষ্ঠানের সন্দেহ হইয়াছিল, এতদিন চন্দ্রা তাহা কিছুই প্রকাশ করেন নাই। আজ যখন গোষ্ঠবাসিনী তুমুল হৈচৈ ও প্রলয় গর্জ্জন আরম্ভ করিল, তখন চন্দ্রা অতি গোপনে সমস্ত কথা বিলাসীকে বলিয়া ফেলে।—বিলাসীর মুখ হইতে সমস্ত রাষ্ট্র হইয়া পড়ে।

—যেন একটা প্রলয় ঝটিকা বহিয়া গেল—!

বিলাসীর ভাব দেখিয়া গোষ্ঠবাসিনী কিছুই করিতে পারিল না। কেহ তাহার পক্ষ সমর্থনও করিল না।—বিষ্ণু বারিকের ত কোন কথা স্বীকার করিবার বা অস্বীকার করিবারই পথ ছিল না,—কানে তুলা দিয়া, পৃষ্ঠে কুলা লইয়া সে নিজের ঘরেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছিল। —চন্দ্রা ত কোনও কথা বলিয়া কোন পক্ষই সমর্থন করিল না,—তবে মনে মনে যে সে বিলাসীরই পক্ষে, গোষ্ঠবাসিনী তাহা বেশ বুঝিল।—মনের আগুণ মনে লইয়া গোষ্ঠবাসিনী ক্ষান্ত হইল।

—পরে যখন সকলে ঠাণ্ডা হইল, তখন বিলাসী নিজেই একটা বোঝাপড়া করিয়া লইল।—যতদিন সে গোষ্ঠবাসিনীর গৃহে থাকিবে, পাগলিনীও ততদিন এইখানেই থাকিবে, তাহার পর যখন সে নিজ গৃহে চলিয়া যায়, পাগলিনীকেও সে লইয়া যাইবে,—যে সন্তান প্রসূত হয়, বিলাসিনীই সেই সন্তানের ভার লইবে।

অতঃপর নিরূপায় হইয়া গোষ্ঠবাসিনী আর গণ্ডগোল বাধাইত না। —মধ্যে মধ্যে সে কেবল বিষ্ণু বারিকের উপর ঝাল ঝাড়িয়া মনের অব্যক্ত জ্বালা নির্ব্বাপিত করিত।—বিষ্ণু বারিক মুখ বুজিয়াই থাকিত।

পাগলিনী অন্তঃসত্বা হওয়ার পর হইতেই তাহার প্রতি বিলাসীর স্নেহ মমতা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

—পাগলিনী বড় বৌ'র সেই একইভাব—।

গ্রামে সমস্তই রটিয়া গিয়াছিল। দিনকতক গ্রামের নারীবৃন্দ দলে দলে আসিয়া পাগলিনীকে খুব দেখিয়া গেল।—

দিন কাটিতে লাগিল।—

বিলাসীর অন্তরে আনন্দ এবং আশাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—সন্তান প্রসূত হইবে, নিজ হস্তে সে ভূমিষ্ট সন্তানের যাবতীয় কার্য্য করিবে, নিজ গৃহে সন্তানকে লইয়া গিয়া রাখিবে, নিজে তাহাকে লালন পালন, মানুষ করিবে, ঐ সন্তানকে সে পোষ্য করিবে, নিজের সন্তানের অভাব দূর করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।—

—পাগলিনী বড় বৌ'র কত যত্নই না বিলাসী করিতে লাগিল।

দিন কাটিতে লাগিল।—সময় পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।

—অতঃপর পরিপূর্ণ সময়ে, দশ মাস দশ দিন অন্তে, এক দিন অতি প্রত্যুষে, ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, পাগলিনী একটি অতি সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করিল।—

কিন্তু—

ভীষণ ঘটনা—

—যে মুহূর্ত্তে সন্তান ভূমিষ্ট হইল, সেই মুহূর্ত্তেই বড় বৌ'র চৈতন্য আসিল, সুস্পষ্ট জ্ঞানের উদয় হইল।—দেব-তুল্য স্বামী দেবেন, শ্বশুর-শাশুড়ী, ঘর-সংসার, সমস্তই মনে আসিয়া পড়িল।—

—বড় বৌ বুঝিল, তাহার কি ঘটিয়াছে, সে কি অবস্থায়, কোথায়!—

—বড় বৌ সন্তান লইয়া থাকিল।—

—বড় বৌ কেবল মাত্র নিজের নাম বলিত—বিভা। আর কোন পরিচয়ই সে দিত না।—বলিত, "মনে নাই।"

—সে পতিতা, কলঙ্কিনী! নিজের পরিচয় দিয়া কেন সে সম্ভ্রান্ত, তালুকদার বংশে কলঙ্ক দিবে! কেন সে স্বামীকে কলঙ্ক দিবে!—

—মধ্যে মধ্যে সে জিজ্ঞাসা করিত, এ কোন স্থান, সে কোথায় রহিয়াছে!—সে কলঙ্কিনী, পতিতা হইয়া, সেই দেব-তুল্য স্বামী, তাহার জন্মজন্মের দেবতা, তাহার ইহকাল পরকালের গতি মুক্তি দেবেনের নিকট যাইতে পারিবে না, এ-জীবনের মত সেই হৃদয়েশ্বরকে আর ত সে দেখিতে পাইবে না!—

—বড় বৌ থাকিল, আশা-শূন্য হইয়া, নিজের চিত্তকে প্রবুদ্ধ, সংযত, করিয়া।—অন্তরের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা, সমস্ত পূজাই সে দেবেনের চরণোদ্দেশ্যে দিতে লাগিল।—

—সন্তানের কার্য্য অধিকাংশ বিলাসীই করিতে লাগিল, যেন সেই মাতা!—

এক মাস যাইতে না যাইতেই বড় বৌ'র উপর কাজ-কর্ম্মের চাপ পড়িতে লাগিল। কাজ-কর্ম্মে বড় বৌ কখনই অপটু নয়। বাস করিবার ও রন্ধনের কক্ষে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল না, এই সমস্ত ঘরের কাজ ব্যতীত অপর সমস্ত কাজ এবং গো-শালা ও বহির্ব্বাটীর যাবতীয় কাজই বড় বৌকে করিতে হইত।—সদর দরজা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বাড়ীতে নেতা দেওয়া, ঝাঁট দেওয়া,—সমস্ত কাজই তাহার।

যে সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বে ছিল না, তাহারও সৃষ্টি হইতে লাগিল।—চন্দ্রার এখন ছুটী ভোগ! সে কত হুকুমই চালায়। বড় বৌ'র আপত্তি নাই, ওজর নাই!

গোষ্ঠবাসিনী আবার বাড়ীর ভিতরের পুকুরে বড় বৌকে তাহার নিজের এবং পুত্রের কাপড়, কাঁথা, ন্যাকড়া প্রভৃতি কাচিতে দিত না, এই সমস্ত লইয়া বড় বৌকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুকুরে বা ডোবায় যাইতে হইত।—

—পুত্র ক্রোড়ে লইয়া বিলাসীই থাকিত, যেন সেই মাতা।—বিলাসী বড় বৌ'র সহিত যুক্তি করিল, আর দুই-তিন মাস হইলেই সে বড় বৌ এবং তাহার পুত্রকে লইয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে এবং ধূম-ধামের সহিত পুত্রের অন্নারম্ভ করাইবে। বড় বৌ বলিল, তাহার আর ইচ্ছা অনিচ্ছা কি, এক আশ্রয় না এক আশ্রয়ে ত তাহাকে থাকিতেই হইবে। —লইয়া গেলে যাইবে।

৯

দেবেনের কথা।

সে এখন প্রায়ই মফঃস্বলে থাকিত। একদিনের কথা বলিয়া গিয়া পাঁচ দিন করিয়া আসিত, পাঁচ দিনের কথা বলিয়া গিয়া দশ দিন করিয়া আসিত।

মফঃস্বলে, কাজ-কর্ম্মে তাহার মন আর আদৌ বসিত না। সে কেবলই নিভৃতে চুপ করিয়া বসিয়া বড় বৌ'র কথা ভাবিত, বড় বৌ'র

ফটো বাহির করিয়া দেখিত, আর ভাবিত সেই মাহুলীর কথা।—মাহুলীর কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার মন এক এক সময়ে এমনি অস্থির হইয়া উঠিত যে, ইচ্ছা করিত যে, এখনই যাইয়া ডুবিয়া ডুবিয়া সেই মাহুলীর অন্বেষণ করে।—দেবেন অতি-কষ্টে নিজের চিত্ত সংযত রাখিত।

—এবার দশ-বার দিন পর মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়াই দেবেন অনুকূল দত্তকে বলিল, শীঘ্রই একবার তাহাকে জমাতপুর যাইতে হইবে। হাটের অনেকগুলি কাজ অনেক দিন হইতে পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলি সারিয়া ফেলা প্রয়োজন এবং সারিয়া আসিতে এক মাস, দেড় মাস বিলম্ব হইবে।

অনুকূল দত্ত বলিলেন, "এই ত এলে দেবু, একজায়গা থেকে, দশ-বার দিন পর।—দিন-কতক বাড়ীতে থাকো, তার পর যেও।"

দেবেন বলিল, "দেরী হলেই ক্ষতি।"

একটু দম ধরিয়া থাকিয়া অনুকূল দত্ত বলিলেন, "তবে যেও দিন দু'-চার পর।"

—চার দিন পর দেবেন জমাতপুর চলিয়া গেল।—

জমাতপুর।

—দেবেন আসিল, থাকিতে লাগিল।

—কিন্তু কাজ-কর্ম্ম কিছুই করিতে পারে না, মন আদৌ বসে না।

—কেবলই বড় বৌ'র চিন্তা আসিয়া পড়ে, আর ডোবা বা পুষ্করিণী দেখিলেই যেন মন অস্থির ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, ছুটিয়া গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডুবিয়া ডুবিয়া মাহুলীর অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা হয়।—

জলাশয় দেখিলেই তাহার এইরূপ ভাব হইয়া উঠে, আর সর্ব্বদাই যেন জলাশয়ের অন্বেষণে মন থাকে।—দেবেন প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংযত রাখে।

কিন্তু কয়েক দিন পরেই দেবেন বুঝিল, আর যেন সে চিত্তকে সংযত রাখিতে পারিতেছে না, তাহার মস্তিষ্কের কার্য্যকলাপ যেন তাহার শাসন সংযমের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

জমাতপুর হাটেই একজন কবিরাজ থাকিত। দেবেন তাহাকে ডাকাইল। কবিরাজ আসিয়া সমস্ত শুনিয়া একটা তৈলের ব্যবস্থা করিয়া দিল এবং বলিল, "বাড়ী গেলেই ত ভাল হ'ত, একটু যত্ন শুশ্রূষার দরকার।" বাড়ী যাইবার কথাতেই দেবেনের মানসিক অবস্থা যেন আরও খারাপ হইয়া উঠিল,—বিষতুল্য বাড়ী, শান্তি লাভের জন্যই ত সে বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কবিরাজের নিকট অন্তরের কোন ভাবই সে ব্যক্ত করিল না।—দেবেন জমাতপুরেই থাকিল, কবিরাজ প্রদত্ত তৈলই ব্যবহার করিতে লাগিল।

দত্তপুর।

তালুকদার বাড়ী।

দেবেন চলিয়া যাওয়ার পর অনুকূল দত্ত তাহার নিকট হইতে দুই-তিনখানি পত্র পাইলেন, তাহার পর আর পত্রাদি পাইলেন না।

—চিন্তিত হইয়া অনুকূল দত্ত প্রত্যহই পত্রের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন পত্রই আসিল না।

অবশেষে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া অনুকূল দত্ত দেবেনের নিকট জমাতপুরে একজন লোক প্রেরণ করিলেন।—

—একদিক দিয়া প্রেরিত লোকও বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল, অন্য দিক দিয়া ভয়ঙ্কর অবস্থায় দেবেনও গৃহে আনীত হইল।

—দেবেনের হস্ত পদাদি শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ, দেবেন ঘোর উন্মাদ। জলাশয় দেখিলেই সে ছুটিয়া গিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, ডুবিয়া ডুবিয়া জলের নীচে হইতে কাদা, মাটী তুলিতে থাকে এবং "বিভা, বিভা," বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া ভীষণ অট্টহাস্য করে এবং লোক নিকটে আসিলেই উঠিয়া ছুটিয়া পলায়ন করে,—ধরিতে পারা দায়—মুখে কেবল সেই একই কথা "বিভা, বিভা," এবং হাঃ, হাঃ, হাঃ করিয়া সেই একই অট্টহাস্য।

—দেখিয়া অনুকূল দত্ত প্রথমে অবস্থাটাই বুঝিতে পারেন নাই, নিজের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—যেন স্তম্ভিত, হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্তেই তিনি বুঝিলেন, নিজের চিত্তকে সংযত করিয়া লইলেন, আর বুঝিলেন যে তাঁহার অদৃষ্টই এইবার ভাঙ্গিল। —কিন্তু তিনি কিছুমাত্র অধীর হইলেন না, নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না।—

শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেবেনকে অন্দরেই রাখা হইল।

এক এক সময় "বিভা, বিভা" বলিয়া চীৎকার, হাঃ, হাঃ, হাঃ করিয়া সেই অট্টহাস্য বহির্ব্বাটী পর্য্যন্ত শুনা যাইত।—

—চিকিৎসার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল।

জ্ঞানবাবুর পরামর্শ মত কলিকাতা হইতে বিশেষজ্ঞ সাহেব ডাক্তার আনীত হইল, দুই-তিন মাস চিকিৎসা চলিল।

—ফল কিছুই হইল না।

কলিকাতা হইতে বড় বড় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণ আনীত হইতে লাগিলেন,—এক একজন এক এক রূপ ব্যবস্থা করিয়া মোটা মোটা টাকা লইয়া বিদায় হইতে লাগিলেন—কয়েক মাস কবিরাজী চিকিৎসা চলিল।—

ফল কিছুই হইল না।—

—একজন কবিরাজ আবার বলিলেন—

"অমন ক'রে শিকল দিয়ে হাত পা বেঁধে রাখতে হবে না, সব খুলে দিয়ে লোক কাছে কাছে থাক, যেন ছুটোছুটি ক'রে পালাতে না পারে। হাত পা বেঁধে রাখলে আরও বেশী জোর ক'রবে সে, তাতে মস্তিষ্কের উত্তেজনা বৃদ্ধিই পাবে।"

—কবিরাজের নির্দ্দেশ মত লৌহ শৃঙ্খল খুলিয়া লওয়া হইল।—দুই-চার দিন এইভাবে রাখা হইল, কিন্তু দেখা গেল, দ্বেবেন ছুটিয়া গিয়া পুকুরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে, ডুবিয়া ডুবিয়া জলের তল হইতে মাটী কাদা তুলে এবং "বিভা, বিভা" বলিয়া অট্টহাস্য করে, লোক তাহাকে ধরিবার জন্য সাঁতার দিয়া তাহার নিকটে গেলেই সে উঠিয়া সকলের হাত এড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করে—জলের মধ্যে বা ডেঙ্গায় তাহাকে ধরাই দায় হইয়া উঠে। একদিন আবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া সে এমন দৌড় দিল যে বহুলোক মিলিয়া বহু কষ্টে তাহাকে ধরিয়া আনিল।

—দেখিয়া সুহাসিনী অন্দর হইতে সদরে কড়া আদেশ জারি করিয়া পাঠাইল—

"বল গিয়ে বেঁধে রাখতে।—ওসব কোবরেজের কথা শুনে কাজ

নেই,—অমন ক'রে ছেড়ে রেখেই ত এবাড়ীর একজন গিয়েছে, আবার এঁকেও ছেড়ে রেখে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা হচ্ছে।"

—সুহাসিনীর ভয়ানক জিদ!

—ওদিকে আবার চিকিৎসক কবিরাজের কথাও না শুনিলে হয় না।

—অবশেষে একটা রফা-নিষ্পত্তি হইয়া গেল।—দেবেন শৃঙ্খল বিমুক্তই থাকিবে, উপরে তাহার শয়নকক্ষের পশ্চাতে, বাগানের দিকে যে ছাদওয়ালা, বৃক্ষ প্রমাণ উঁচু দেওয়াল দেওয়া বারান্দা রহিয়াছে, সেইখানে তাহাকে রাখা হইবে, সর্ব্বদা সুহাসিনীর নজরে থাকিবে।

—এই ব্যবস্থাই করা হইল। ঐ বারান্দায়ই দেবেন দিবসে ও রাত্রে থাকিত, ঐখানেই সে সর্ব্বদা চীৎকার, ছুটাছুটি, দাপাদাপি করিত। এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল যে ঐ বারান্দা এবং তৎসংলগ্ন শয়নকক্ষ ব্যতীত দেবেনের আর কোথাও যাওয়া সম্ভবপর হইত না। রাত্রে সুহাসিনীই উঠিয়া মধ্যে মধ্যে দেবেনকে দেখিত,—তবে ঐ নিরাপদ বারান্দা এবং শয়নকক্ষ দেখিবার বিশেষ প্রয়োজনই রাত্রে হইত না।—

—কবিরাজী চিকিৎসা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল।

—কোন ফলই হইল না,—হইবার সম্ভাবনাও দেখা গেল না।

—উহা বন্ধ হইল।

দৈব-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হইল।—

—কত যাগ-যজ্ঞ, স্বস্ত্যয়ন, হোম ইত্যাদি হইল। কত স্থান হইতে

কত মাদুলী, কত স্বপ্নে প্রাপ্ত ঔষধ আনিয়া দেওয়া হইল, কত দেব-দেবীর মানসা করা হইল, কত স্থান হইতে দৈব-শক্তি-সম্পন্ন লোহার বালা আনিয়া হাতে পায়ে পরাইয়া দেওয়া হইল,—এই সমস্তেও দীর্ঘ কয়েক মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই ফল হইল না, অব্যর্থ ঔষধও ব্যর্থ হইয়া গেল।

—দেবেনের একই অবস্থা।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, নিরুপায় দেখিয়া যুক্তি পরামর্শ করিয়া স্থির হইল—দেবেনকে কিছুদিনের মত সরকারী কোন উৎকৃষ্ট পাগলা হাঁসপাতালে রাখিয়া দিয়া ফলা-ফল দেখা যাইবে।—

পাগলা হাঁসপাতালে প্রেরণ করিবার জল্পনা কল্পনা চলিতে ছিল, এমন সময় ঘটনা ঘটিয়া গেল—

বাড়ীতে রাজ-মিস্ত্রী কাজ করিতেছিল। দালানের চারিদিকেই উঁচু বাঁশের ভারা লাগানো ছিল।

—যে বারান্দায় দেবেন আবদ্ধ থাকিত, সেই বারান্দার দেওয়ালের গায়েও নীচ হইতে কতকগুলি বাঁশ লাগান ছিল,—সে বাঁশের মাথাগুলি বারান্দার দেওয়ালের উপর হইতে হাত বাড়াইলে সহজেই ধরিতে পারা যায়।

—একদিন অন্ধকার রাত্রে—সুহাসিনী তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল,—দেবেন বারান্দার উপর তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে, দেওয়ালের উপর উঠিয়া বাঁশ ধরিয়া নামিয়া বাগানের মধ্য দিয়া গিয়া দেওয়াল টপকাইয়া বাহিরে পড়িয়া, অন্ধকারের মধ্য দিয়া কোন দিকে ছুটিয়া পলাইল—!

—নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্রই সুহাসিনী উঠিয়া দেবেনকে দেখিতে না পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—সমস্ত বাড়ী জাগ্রত হইয়া গেল।—খোঁজ, খোঁজ—খোঁজ—।

রাত্র গেল,—দিন গেল,—নাই, নাই, নাই!

হায়, কেহই ত কিছু বলিতে পারিল না! এক মাসেও খোঁজ হইল না, দুই মাসেও খোঁজ হইল না,—তিন মাসেও হইল না—চার মাসেও ত হইল না!—

বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ শ্রীনগর।

বড় বৌ অতি প্রত্যুষে উঠিল, তখনও অন্ধকার।

বহির্ব্বাটীর আঙ্গিনা ঝাঁট দিয়া, গোবর জল ছিটাইয়া সে নিজের ও পুত্রের কাপড়, কাঁথা ও ন্যাকড়াগুলি ধুইয়া আনিবার জন্য সেগুলি লইয়া আসিয়া বাহিরের সদর দরজা খুলিল এবং পথ পার হইয়া সম্মুখস্থ দাম, লতা, জঙ্গল পরিপূর্ণ পুকুরে নামিল। বড় বৌ অন্যমনস্কভাবেই আসিয়া পুকুরে নামিয়াছিল, কিন্তু তখনই তাহার দৃষ্টি একস্থানে আকৃষ্ট হইল,—সে দেখিতে পাইল, পুকুরের পূর্ব্ব পারের দিকে একস্থানের দাম, সেওলা প্রভৃতি যেন ভয়ানক ভাবে আলোড়িত হইতেছে। তাহার পরই সে দেখিল, দাম, সেওলা প্রভৃতির মধ্যে বিজড়িত হইয়া যেন কে একজন জলে কেবলই ডুবিতেছে ও তলা হইতে মাটী কাদা তুলিয়া দেখিতেছে। —পরক্ষণেই বড় বৌ শুনিল—"বিভা—বিভা—বিভা—হাঃ—হাঃ—হাঃ—।"—এই চীৎকার, এই অট্টহাস্য এবং গভীর জলে ক্রমাগতই ডুব!—

—হতাশ-নয়নে বড় বৌ চাহিয়া দেখিল, চিনিল,—এ ত তাহারই

হৃদয়েশ্বর, তাহারই ইহ-জনমের চির-বাঞ্ছিত দেবতা!—অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া বড় বৌ তাহাকে অন্তরের সমস্ত পূজাই দিল। তাহার পর আর সে থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল—

"এই ত আমি বিভা, তোমারই সেই শ্রীচরণাশ্রিতা বিভা—আমাকে তুমি চিনতে পাচ্ছ না?"

—যেন মানুষের সাড়া পাইবামাত্রই দেবেন অট্টহাস্য করিয়া চক্ষের পলকে ডুবিয়া এক-পারের দিকে গিয়া পারে উঠিয়া ছুটিয়া বন-জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল।—বড় বৌও ছুটিয়া পুকুর ঘুরিয়া সেই দিকে ছুটিল, কিন্তু বন-জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর যাইয়া মানুষের কোনই চিহ্ন সে কোথাও দেখিতে পাইল না,—বন-জঙ্গলের মধ্যে দেবেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।—

বড় বৌ হতাশ-নয়নে চাহিয়া একস্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর চক্ষের জল মুছিয়া আস্তে আস্তে ফিরিল।

—আজ সমস্ত দিনই বড় বৌ বিষণ্ন, আনমনা।

পরদিন।

অতি প্রত্যূষে কাপড় ও কাঁথা প্রভৃতি লইয়া সদর দরজা খুলিয়া বড় বৌ আসিয়া যেমন পুকুরে নামিল, অমনি সে একবার মাত্র শুনিল "বিভা—বিভা—বিভা"—এবং সেই অট্টহাস্য, হাঃ—হাঃ—হাঃ! কিন্তু চাহিয়া ভাল করিয়া বড় বৌ দেখিল, গভীর জলে, সেওলা, দাম প্রভৃতির মধ্যে দেবেন যেন বিজড়িত ও আবদ্ধ হইয়া গিয়া সংগ্রাম করিতেছে, কোন মতেই মাথা তুলিতে পারিতেছে না।—মুহূর্ত্তের জন্য বড় বৌ ভাবিল, চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবে, কিন্তু পরক্ষণেই সে জলে

ঝাঁপাইয়া পড়িল, দেবেনের উদ্ধারার্থ, তাহার দিকে অতি কষ্টে সাঁতার দিয়া দাম, শেওলা ঠেলিয়া চলিল—নিজে জড়িত হইয়া দেবেনের নিকটে গিয়া পৌঁছিল, দেবেনকে ধরিল, টানিল, দু'জনেই দাম ও শেওলার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের বাহুর মধ্যে বিজড়িত হইয়া জলের তলে নামিয়া গেল—ডুবিয়া গেল—চির-শয্যায় শায়িত হইল—।

অনেকদিন পরের কথা।—

—দত্তপুরের অনুকূল দত্ত শুনিতে পাইলেন, শ্রীনগরের এক পুকুরে দুইজনই একত্রে ডুবিয়া মরিয়াছে।

—নিদারুণ শেল তিনি অন্তরের মধ্যেই রাখিয়া দিলেন, চক্ষের জল তিনি রোধ করিতে করিলেন। শেষ জীবনে অঘটন শুনিবার জন্য তিনি অনেকদিন হইতেই প্রস্তুত ছিলেন।

—বামাসুন্দরী ক্রন্দনাদি যাহা করিবার, তাহা করিলেন,—তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সেও সতী-লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী ছিল, দু'জন একত্রেই গেল।"

কিন্তু এই নিদারুণ শোক দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের কাহারও ভোগ করিতে হইল না—

—অল্পদিন পরেই বামাসুন্দরী পরলোক গমন করিলেন এবং তাহার কয়েকদিন পরেই অনুকূল দত্তও চলিয়া গেলেন।

দত্তপুরের তালুকদার হইল নীরেন।—

কিন্তু ব্রজেশ্বরীর কোন সাধই পূর্ণ হইতে পারিল না।—মনোরমা অনেকদিন হইতেই আনীত হইয়া রহিয়াছিল, সত্য, কিন্তু গৃহকর্ত্রীর মত সে থাকিতে পায় নাই, চাকরাণীর মতই সে থাকিত।

—ইহার কারণ—

ভাগ্যবানের ভাগ্যই প্রসন্ন হইল।—

অনুকূল দত্তের মৃত্যুর পরই নীরেনের শ্বশুর লোচনরাম আসিয়া পড়িলেন এবং নীরেনের তালুকদারী পরিচালনের কর্ত্তৃত্বভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন।—সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া তালুক ও টাকা-কড়ি সমস্তই তিনি উদরস্থ করিতে লাগিলেন।

——দয়াময়ীও আসিলেন। প্রবল প্রতাপ-সহ বামাসুন্দরীর স্থান তিনি অধিকার করিলেন।—পূর্ব্বের যুগ বা আমলের যেন কিছুই থাকিল না।

—সুহাসিনী ও মনোরমা।

সুহাসিনী ত কোন দিনই লতিকাকে দেখিতে পারিত না এবং এই ভাব এখন ভীষণ আকার ধারণ করিল। নীরেনের উপর সুহাসিনীর আক্রোশ এতদিন ছিল না, কিন্তু এখন তাহাও হইতে আরম্ভ করিল।—

—সুহাসিনী প্রত্যহই ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিতে লাগিল।

মনোরমা দেখিল, যে ঘৃণ্য ও হেয় অবস্থায় সুহাসিনীকে লইয়া তাহার এখানে থাকিতে হইতেছে, তাহা চাকর চাকরাণীর অবস্থা অপেক্ষাও কষ্টকর। এরূপ অবস্থায় থাকা অসম্ভব।—

—লোচনরামের নিকট হইতে কিছু অর্থ লইয়া এবং সুহাসিনীর জন্য একটা মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া সে সুহাসিনীকে লইয়া চলিয়া গেল।

—দয়াময়ীর আমলে এ বাড়ীতে ব্রজেশ্বরীর ত প্রবেশই নিষেধ হইয়া গিয়াছিল!

বড় বৌ

শ্রীনগরে বড় বৌ'র পুত্রের কথা।—

—বাড়ীর সম্মুখস্থ পুকুরে, সেওলা, দাম, লতার মধ্যে, যে দিন দুইটি দুর্গন্ধময় শব ফুলিয়া ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল তাহার পর দিনই বিলাসী বড় বৌ'র পুত্র লইয়া নিজের শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল।